ক
826

A CONTINUATION

of the abstract of the

REGULATIONS AND ACTS

From the September 1839 to 1841.

BY

RADARAMAN BOSE.

ক্রমাগত

বিবিধ আইনের সারসংগ্রহ।

১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ অবধি ১৮৪১

শ্রীরাধারমণ বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

নিমতলা বিধিমুকুর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৮৪২ সাল।

সূচিপত্র।

ফৌজদারির নির্ঘণ্ট।

দেওয়ানী নির্ঘণ্ট।

কালেক্টরি নির্ঘণ্ট

নানা বিষয়ের নির্ঘণ্ট।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

বিবিধ আইনের সারসংগ্রহ

ইং ১৮৩৯ সাল

আক্ট ২২ জারী ৯ সেপ্টেম্বর।

১ নাং ৪। চতুর্থ উইলিয়েমের ১১৪ অধ্যায়ের ৬। ৭ ধারায় বিধি অর্থাৎ মহারাণীর আদালতে উপস্থিত অপরাধের মোকদ্দমায় আসামী সুশিক্ষিত উকীলের দ্বারা ও ঐ আদালতের অধীন মাজিষ্টরিতে উকীল কি মোক্তারের দ্বারা আপন দোষ খণ্ডন জন্য উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেক ও যে সাক্ষীর দ্বারা তাহারা কয়েদ কি জামীন দিতে বাধ্য হইয়াছে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দির নকল ঐ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে উচিত খরচা দিয়া পাইতে পারিবেক ঐ নকল লওন জন্য বিচারের বিলম্বের সম্ভাবনা না থাকিলে কিম্বা জজের বিবেচনায় বিচারের বিলম্ব করিয়া নকল দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও নকল দেওনের আদেশ জজ করিতে পারিবেন অথবা কেহ জবানবন্দি দেখিতে চাহিলে উচিত খরচা দিয়া দেখিতে পারিবেক।

আক্ট ২৩ জারী ২৩ সেপ্টেম্বর।

১৮৩৫ সালের ২৪ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় গবর্ণমেন্ট আদেশে

যে বিষয়ে দেশীয় সিকাহিদিগের কর্ম্মচ্যুতরূপ দণ্ড করিতে কোর্ট মার্শেলের প্রতি ক্ষমতা ছিল তদ্বিষয়ে সাধারণ কোর্ট মার্শেল কর্তৃক কঠিন শ্রম কি শ্রম রহিত ২ বৎসরের অনধিক কেল্লা ও লাইনের কোর্ট মার্শেল কর্তৃক ১ বৎসরের অনধিক ও পল্টনের কোর্ট মার্শেল কর্তৃক ৬ মাসের অনধিক মিয়াদে ঐ সিকাহিরা কয়েদ হইবেক কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদের কি শ্রম রহিত ৬ মাসের অধিক কয়েদের হুকুম কোন সিকাহির প্রতি হইয়া মঞ্জুর হইলে কোম্পানির কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইবেক কিন্তু প্রধান কোর্ট মার্শেল ভিন্ন অন্যের হুকুম হইলে পল্টনের সেনাপতি সাহেবের মঞ্জুরির অপেক্ষা হইবেক।

আক্ট ২৬ তারীখ ২ ডিসেম্বর।

ধারা ১। ইউরোপীয় ইত্যাদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম ভিন্ন যেং কার্য্যকারকেরা কর্ম্মচ্যুত না হয় তাহাদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অপরাধের অনুসন্ধান বিষয়ক ১৭৯৩ আঃ ৫ ধাঃ ১০ আঃ ১৩ ধাঃ ৯ প্রঃ ৯ নাং ১১। ১৮০৩ আঃ ৪ ধাঃ ১০ আঃ ১২ ধাঃ ১২ প্রঃ ৯ নাং ১১ ও তৎসংক্রান্ত আর ২ প্রকরণ ও ১৮০৬ আঃ ৮ ধাঃ ৪ ইত্যাদি ও নালিশ করণিয়ার জামীন লওনের কথা ভিন্ন ১৮০৬ আঃ ১০ ধাঃ ১০ ও ১৮১৩ আঃ ১৭ ও ১৮১৭ আঃ ৮ ও ১৮২৫ আঃ ১৮ ধাঃ ৫। ৬ অন্যথা হইল।

ধারা ২। সদর দেওয়ানী সদর নেজামত ও সদর বোর্ড ও কষ্টম ইত্যাদি বোর্ডের সাহেবেরা যদ্যপি বোধ করেন যে তাহাদিগের অধীন উক্ত কর্ম্মকারকেরা এমত অপরাধ করিয়াছেন যে তাহার অনুসন্ধানের আবশ্যক তবে তাহারা যে নির্দ্দিষ্ট লিপির

দ্বারা এমত বোধ করিয়াছেন ঐ লিপি ও যেরূপ বিচার আবশ্যক তাহার বেওরা বিশেষরূপে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন ॥

ধারা৩। উক্ত অপবাদের নালিশ কি এত্তেলা একেবারে উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে হইতে ও তাহারা ফৈরাদী কি সংবাদ করণিয়াকে শপথ কি সুকৃতি করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যে২ বিষয় স্পষ্ট জ্ঞাত হওনের আবশ্যক তাহা অপরাধিকে বুঝাইতে কি উত্তর দিতে হুকুম করিতে ও এবং শপথ কি সুকৃতির দ্বারা অপর অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

ধারা৪। উক্ত অপবাদের কর্ম্ম জজ মাজিষ্টর কি ম্যালের কমিসানর কি কালেক্টরি এলাকায় হইলে তাহার নালিশ কি এত্তেলা ঐ ঐ এলাকার জজ প্রভৃতির নিকট করা যাইতে পারিবেক ও তাহারা ফৈরাদী কি এত্তেলা দেওনিয়াকে শপথ কি সুকৃতি করাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন ও জবানবন্দি তৎসংক্রান্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে পাঠাইবেন।

ধারা৫। উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে উক্ত নালিশ কি এত্তেলা হইলে যদি নালিশ করণিয়া ব্যক্তি শপথ কি সুকৃতির দ্বারা এমত জ্ঞাপন না করে যে নালিশের আমুল নিতান্ত সত্য তবে ঐ ঐ আদালত নালিশ কি এত্তেলাক্রমে কর্ম্ম করিবেন।

ধারা ৬। সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে উপরোক্ত নালিশ হইলে যদি অধিক অনুসন্ধানের নিমিত্তে কারণ না দেখা যায় তবে ডিসমিস করিবেন কিন্তু২ ধারার লিখিত সমস্ত কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক।

ধারা ৭। ঐ সদর কি বোর্ড ইত্যাদি বিচারের পূর্ব্বে কি পরে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়াপর্য্যন্ত হাজির থাকন জন্য নালিশ কি সংবাদ দেওনিয়া ব্যক্তির জামীন আপনারদিগের বিবেচনামতে লইতে পারিবেক এবং জামীন না দেওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবি থাকিবেক।

ধারা ৮। উক্ত সদর কি বোর্ড ইত্যাদিরা কার্য্যের গতিকে উক্ত অপবাদের বিষয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি দৃষ্ট হইলে কেহ তাহার নামে নালিশ কি এত্তেলা না করিলেও গবর্ণমেণ্টে অর্পণ জন্য বিবেচনামতে কর্ম্ম করিবেন অথবা শপথ কি সুকৃতি লইয়া অনুসন্ধান লইবেন কিন্তু কার্য্যের গতিকে দৃষ্ট হওয়া ব্যাপারে অনুসন্ধানের পূর্ব্বে শপথ কি সুকৃতির আবশ্যক হইবেক না।

ধারা ৯। গবর্ণমেণ্ট ২ ধারার অর্পিত বিষয়ে উচিত বোধ করিলে যথার্থ ও রীতিমত অনুসন্ধান জন্য এক কি অধিক সাহেবকে কমিস্যনর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ১০। উক্ত কমিস্যনরেরা যে আদালত কি বোর্ড কি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিবেন তাহার আদেশ গবর্ণমেণ্ট ও তাহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে কর্ম্ম করিবেন।

ধারা ১১। ঐ কমিস্যনরেরা শপথ করিবেন যে আমি অমুক অমুক বিষয়ের কমিস্যনর ধর্ম্মত শপথ করিতেছি যে আমার প্রতি যে কার্য্যের ভারার্পণ হইয়াছে তাহা যথাসাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনামতে নির্ভয়ে শুদ্ধ অন্তঃকরণে পক্ষতা বিনা নির্ব্বাহ করিব ও আমাকে এলাহ সাহায্য করুন।

ধারা ১২। উক্ত মোকদ্দমার বিচার কারণ কমিস্যনরদিগে সমর্পণ হওনের পূর্বে গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিবেন যে ঐ মোকদ্দমার তদ্বির ফৈরাদী করিবেক কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হইবেক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হইলে এক কি ততোধিক ব্যক্তিকে তদ্বির কারণ গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিবেন।

ধারা ১৩। ঐ কমিস্যনরেরা নালিশের আরজী ও প্রতি পোষক লিপি পাওনের পর অপবাদির স্থানে জওয়াব তলব করিবেন ও শপথ কি সুকৃতিপূর্ব্বক উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবান-বন্দি ও দলিল লইয়া ঐ জবানবন্দির দ্বারা অপর সাক্ষীর সন্ধান হইলে নূতন সাক্ষী তলব করিতে পারিবেন।

ধারা ১৪। ঐ কমিস্যনরেরা জিলা জজের তুল্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সাক্ষীর প্রতি তলবচিঠি ও বল প্রকাশ করিতে পারিবেন ও তাহা যে জিলায় বৈঠক করিবেন তথাকার আদালত কর্তৃক জারী হইবেক।

ধারা ১৫। নালিশ ও জওয়াবের সাক্ষ্য লওয়া গেলে আসা-মীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে কোন কথা তাহার মনে হইলে তাহা লিখিয়া দাখিল করিতে পারিবেক এবং ফৈরাদী কি সরকারি কর্ম্ম কারকেরাও আপন-বিবেচনার কথা লিখিয়া ঐ রূপ দাখিল করিবেক।

ধারা ১৬। ঐ মোকদ্দমার বিচার সাঙ্গ হইলে ঐ কমিস্য-নরেরা যে গবর্ণমেণ্ট কি যে আদালত কি বোর্ডের অধীনে কর্ম্ম করিতে আদেশ পাইয়াছে তথায় যত শীঘ্র হইতে হয় ঐ মোক-দ্দমার রুবকারি ও সওয়াল জওয়াব ও জবানবন্দির চম্বক ও

মোকদ্দমার ভাব ও গতিক ও ইংরাজী ভিন্ন কাগজের তরজমা পাঠাইবেন।

ধারা ১৭। ঐ কমিস্যনরের কৈফিয়ত দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট কি আদালত কি বোর্ড ঐ মোকদ্দমায় নূতন সাক্ষ্য গ্রহণ কি স্পষ্ট রূপ এজহার লইতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং কমিস্যনরকে তাহা মান্য করিতে হইবেক।

ধারা ১৮। সদর কি বোর্ড ইত্যাদিতে কমিস্যনরের শেষ রিপোর্ট পঁহুছিলে বিবেচনা করণান্তর গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করিবেন এবং আসামীর প্রতি যে নকায় যে২ অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আপন বিবেচনা লিখিবেন।

ধারা ১৯। উক্ত কমিস্যনর নিয়োগ হইলে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে অপরাধি ব্যক্তিকে কর্ম্মে রাখা না রাখা ও তাহার বেতন দেওয়া না দেওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন।

ধারা ২০। ১৩ ও ১৮ ধারার লিখিত কৈফিয়ত গবর্ণমেণ্টে পঁহুছিলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে বিহিত আদেশ করিবেন এবং উপযুক্ত আদালতে ঐ আসামীর নামে নালিশ করা উচিত বোধ হইলে সরকারি উকীলের প্রতি আবশ্যক হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু এমত মোকদ্দমার রোয়দাদ কি সরকারের হুকুম ও নিষ্পত্তি প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সরকারি কর্ম্মকারক কর্তৃক যে কোন অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি আদালতের রীতিক্রমে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারিবেক।

ধারা ২১। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের ও ডিপুটি কালেক্টরের তগির বহালের বিষয় ১৮৩১ সালের ৫ আইনের

২৬ ধারাও ১৮[illegible] সালের ৯ আইনের ২৫ ধারার বিধি এই আইনক্রমে অন্যথা হইল না কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে উক্ত আইনের বিষয় গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হইলে উক্ত কর্ম্মকারকের সরকারি কর্ম্মের অপরাধ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য এই আইনোক্ত কমিসনের নিয়োগ করিতে পারিবেন।

আক্ট ২৭ জারী ১৫ ডিসেম্বর।

১৮১২ সালের ১৬ আইনক্রমে কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী চব্বিশ পরগনার জজকর্ত্তৃক জারীর আদেশ হওয়াতে যেমত উপকার হইয়াছে চব্বিশ পরগনার ডিক্রী ছোট আদালত কর্ত্তৃক জারী হওয়া এরূপ উপকারক বোধ হইয়া আদেশ হইল যে।

চব্বিশ পরগনার আদালতে কোন ডিক্রী হইলেও ঐ ডিক্রী জারীর পূর্ব্বে আসামী কলিকাতার ছোট আদালতের এলাকায় থাকিলে উক্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন দরখাস্ত আদালতের সহি ও মোহরের ফয়সলার নকল সম্বলিত ২৪ পরগনার জিলা জজের দ্বারা ঐ ছোট আদালত পাইলে তাহা তাহার আদালতের ফয়সলার ন্যায় জারী করিতে পারিবেন ও ঐ ডিক্রী জারীজন্য যে খরচা লাগে তাহাও লইবেন কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে আদালতের বিচার যোগ্য হইত এমত হেতু সম্পর্কীয় ডিক্রী ভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রী জারী করিতে পারেন।

আক্ট ৩১ জারী ২৩ ডি[illegible]।

ধারা ১। কোম্পানির দেশ চলন যে কোন [illegible] সোনা রূপার মুদ্রা কেহ ছাটা ঘষা ছিদ্র বিরূপ কি মেকী করিলে কি ঐরূপ টাকা চালাওনের অভিপ্রায় করিলে উৎকৃষ্ট অপরাধির ন্যায় জাবজ্জীবন কি নিরূপিত মিয়াদে দ্বীপান্তরে কিম্বা ৪ বৎসরের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক।

ধারা ২। ইউরোপীয় পিতা মাতার সন্তান ভিন্ন দেশীয় লোকেরা নিউসৌথ ওএলসের পূর্ব্ব তটে কি তাহার নিকটস্থ কোন উপদ্বীপে প্রেরণ হইবেক না।

ধারা ৩। মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন ফৌজদারী এলাকার স্থান ও ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি ও স্থানের মধ্যে এই আইন চলন হইবেক না।

আক্ট ৩২ জারী ৩২ ডিসেম্বর।

এই আইন কোম্পানির রাজ্যের মহারাণীর এলাকার অন্তঃপাতি ও বাহিরে যে কোন স্থানে চলন হইবেক অর্থাৎ কোন মিয়াদে কি মিয়াদ ভিন্ন কর্জ কি অপর টাকার উপর চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম যে কোন আদালত করিতে পারিবেন ঐ কর্জ কি অপর টাকা নিদর্শন পত্রে দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেওনের অঙ্গীকার থাকিলে ঐ দেওনের সময়াবধি সুদ দেওয়াইবেন কোন মিয়াদ না থাকিলে যে তারিখে লিপির দ্বারা তলব ও জ্ঞাত করা হইয়াছে যে দাওয়ার তারিখ হইতে পরিশোধ পর্য্যন্ত সুদ দেওয়াইবেন কিন্তু চলিতাইনানুসারে যে বিষয়ে সুদ দিতে হয় সেই বিষয়েই দেওয়াইবেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

ইংরাজি ১৮৪০ সাল।

আক্ট ৩ তারিখ ১০ ফিব্রুয়ারি। গেজেট পৃষ্ঠ ১৩।

হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ২৩ আক্ট অনুসারে কোর্ট মার্সাল কর্তৃক কোন অপরাধির দণ্ডজন্য বেত্রাঘাত কি শ্রমযুক্ত কয়েদের আদেশ হইলে যেকোন জজ মাজিষ্ট্রেট সরিপ কি অপর দারোগার অধ্যক্ষদিগের কর্তব্য যে কিল্লা পল্টন কি অপর সেনাপতির হুকুমের নকল সম্বলিত অপরাধি তাহাদিগের হস্তার্পিত হইলে তাহার দণ্ড চরণ করেন।

আক্ট ৪ আং ১৭ ফিব্রুয়ারি। গেং পৃং ১৮।

ধারা ১। আজ্ঞা হইল যে ১৭৯৩ আং ৪৯। ১৭৯৫ আং ৪। ১৮০৩ আং ৩২। ১৮১৩ আং ৬ ধারা ৫। ১৮২৪ আং ১৫। ১৮২৯ আং ২ ও তাহার যে২ অংশ অপর আইনের দ্বারা বঙ্গ রাজধানীর কোন স্থানে বিস্তার হইয়াছে তাহা অন্যথা হইয়া ইউরোপীয় ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যক্তির প্রতি চলন হইল।

ধারা ২। কোন মাজিষ্ট্রের কি তাহার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা আপন অধিকারের মধ্যে ভূমি বাটী জল মৎস্য ফসল কিম্বা ভূমির অপর উৎপন্ন সংক্রান্ত বিবাদে দাঙ্গার সম্ভাবনার সংবাদ

পাইলে ঐ সংবাদ পাওনের কারণ ইস্তাহার লিখিয়া তৎসংক্রান্ত ব্যক্তি অর্থাৎ তালুকদার ইজারদার রাইয়ত ইত্যাদি যে কেহ হউক তাহারা স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইয়া আপনং ভোগের বিবরণ লিখিয়া দাখিল করণ জন্য তলব করিবেন এবং স্বত্বের বিচার না করিয়া বিবাদের তৎকালীন নিশ্চয় কাহার দখলে ছিল তাহার অনুসন্ধান করিয়া যে ব্যক্তির দখলে থাকা নিষ্পত্তি করিবেন তাহা স্থির করিয়া হকিয়তের বিচারে বেদখল না হওয়াপর্যন্ত তাহার দখলে রাখিয়া সপক্ষ দাঙ্গা নিবারণ করিবেন।

ধারা ৩। বিবাদকালীন বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নির্ণয় না হইলে স্বত্বের বিচার হওয়াপর্যন্ত ঐ বস্তু ক্রোক করিয়া কালেক্টরিতে সংবাদ করিবেন ঐ বস্তু ভূমি হইলে জিলা আদালতের আদেশে ক্রোক হইলে যেমত ১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধি থাকে তদ্রূপ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উক্ত ক্রোকের প্রতি খাটিবেক।

ধারা ৪। যদি কোন পক্ষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করে যে তাহার অধিকারের মধ্যে সে ব্যক্তি কোন ভূমি জল মৎস্য ধরা কি শস্যাদি ভূমির অপর উৎপন্ন হইতে বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তি ভূম্যাধিকারি মফস্বলি তালুকদার ইজারদার কি দর ইজারদার কি রাইয়ত ইত্যাদি যে কেহ হউক তাহার প্রতিবাদিকে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপত্য করণ জন্য নিরূপিত সময়ে তলব করিবেন এবং

সাক্ষ্য ও দলিলের দ্বারা বেদখলির দাবী প্রমাণ হইলে তাহার ক্রকারি করিয়া স্বত্বের বিচার হওয়া পর্য্যন্ত বিরোধি ভূমিতে তাহার পুনঃ ভোগ স্থাপনের আদেশ করিবেন কিন্তু ভোগরহিত হওনের পর এক মাসের মধ্যে নালিশ না করিলে এমত হুকুম হইবেক না।

ধারা ৫। বিরোধি ভূমি নূতন চর ও তাহাতে সাক্ষাৎ ভোগ না থাকিলে আইন ও ব্যবহারমতে যাহার দখল অর্শে আদালতের রীতিমত বিচার হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিবেন।

ধারা ৬। কোন ভূমি কি জলের ব্যবহার জন্য বিবাদ হইলে মাজিষ্ট্রেটের অনুসন্ধানে বিরোধি বস্তু সাধারণের কি কোন ব্যক্তির কি কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ছিল এমত বোধ হইলে আদালতের রীতিমত বিচারে এক পক্ষের দখলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ঐ প্রকার ব্যবহারের আদেশ করিবেন কিন্তু ঐ বস্তু ১২ মাস ব্যবহার যোগ্য হওনে ও নালিশের পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ব্যবহার না থাকিলে কিম্বা বিশেষ সময়ের ব্যবহার যোগ্য হইলে ও বেদখলের পূর্ব্ব অবাধে ব্যবহার না থাকিলে এমত হুকুম হইবেক না।

ধারা ৭। উপরোক্ত দখল কি ব্যবহারের হুকুম কোন ব্যক্তি অমান্য কি উল্লঙ্ঘন কেহ সাহস্যে করিলে ৬ মাস কয়েদ কি ২০০ টাকা জরিমানার যোগ্য, ও তাহা অপর ছয় মাসের অনধিক নিয়াদের সহিত পরিবর্ত্ত অথবা কয়েদ ও জরিমানা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

ধারা ৮। এই আইনক্রমে মাজিষ্টর কি তস্যারাক্রান্ত কর্ম্ম কারক কর্তৃক যে আদেশ হইবেক তাহার আপীল আপীল সংক্রান্ত চলিত ও ভবিষ্যত আইনমতে হইবেক।

ধারা ৯। এই আইনের বিচার্য্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মাজিষ্টর কর্তৃক এক কি অধিক সালিস নিয়োগ ও মাজিষ্টরের নিষ্পত্তির ন্যায় ঐ সালিসদিগের নিষ্পত্তি জারী হইবেক।

ধারা ১০। চলিত আইনমতে ক্রোক করণ জন্য যাহার যে স্বত্ব আছে তাহা এই আইনের দ্বারা রহিত হইল না।

ধারা ১১। এই আইন বঙ্গ রাজধানীর বাহিরে কি পুলো পিনাঙ্গ শিঙ্গাপুর ও মালাকা ও কলিকাতার মহারাণীর আদালতের অধিকারে চলন হইবেক না।

তাং ৫ জারী ২৪ ফিব্রুয়ারি। গেঃ পাঃ ১৩।

ধারা ১। আদেশ হইল যে হিন্দু ও মোছলমানের প্রতি যে গঙ্গাজল ও কোরাণের দ্বারা শপথের বিধি ছিল তাহার পরিবর্তে নীচের লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন।

আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষি করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যাহা আমি কহিব তাহা সত্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ভিন্ন কহিব না।

ধারা ২। পূর্ব্বোক্তমতে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানত কেহ মিথ্যা কহিলে মিথ্যা শপথ জন্য এই আইনজারির পূর্ব্বে যে দণ্ড হইত সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক।

ধারা ৩। উক্ত অপরাধে করণ জন কেহ কাহাকে প্রবৃত্তি জন্মাইলে মিথ্যাশপথ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাওন জন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৪। এই আক্ট ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের লিখিত শক্তি ও মহারাণীর আদালতের সুকৃতি কি প্রতিজ্ঞার প্রতি চলিবেক না।

আঃ ৭ জারী ৩০ মার্চ। গোঃ পৃঃ ২১।

আদেশ হইল যে সরকারের চিহ্নিত চাকর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে ডিপুটি ও আসিষ্টাণ্ট রেজেষ্টরি পদে নিয়োগ করা বাঙ্গালার গবর্ণর ও এলাহাবাদের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কি তাঁহারা পরম কর্ম্মকারকের অভিপ্রেত হইলে উভয় সদর ও জেলা আদালতের রেজেষ্টরের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম ঐ অপর ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

আঃ ১০ জারী ২০ আপ্রিল। গোঃ পৃঃ ২৪।

ধারা ১। এলাহাবাদ গয়া ও জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিদিগের কর কি মাসুল মাফ করা উচিত বোধ হওয়া আদেশ হইল যে ১৭৯৩ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারা ও ১২ আইনের ৩১ ধারার যে অংশে গয়া ইত্যাদি জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিদিগের স্থানে করগ্রহণের আদেশ আছে ও ১৮০৬ আঃ ৪। ৫ ও ১৮০৮ আঃ ৬ ধারা ৯ ও ১৮০৯ আঃ ৪ ও ১৮১০ আঃ ৪ ধারা ৪ ও আঃ ১৮ অন্যথা হইল।

ধারা ২। আদেশ হইল যে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ মন্দিরের ব্যয়-ভূষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ও পাণ্ডা ও ভৃত্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্বের

তাহা যোরদার বর্ত্তমান রাজার প্রতি অর্পিত থাকিবেক এবং ঐ রাজা ও ঐ মন্দির সংক্রান্ত ব্যক্তিরা এই আইনের অভিমত ঐ মন্দিরের লিপিবদ্ধ নিয়ম ও প্রাচীন ব্যবহার অনুসারে কার্য্য করিবেন।

ধারা ৩। যাত্রিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে দান করিবেক তদ্ভিন্ন ঐ রাজা কিছু লইবেন না ও ঐ মন্দির সংক্রান্ত ব্যক্তি গণকে লইতে দিবেন না।

ধারা ৪। ঐ রাজা ও মন্দির সংক্রান্ত কর্ম্মকারক পাণ্ডা ইত্যাদি পরিচারকেরা আপন কর্ম্ম উপলক্ষে কোন অকর্ত্তব্য কি অপকর্ম্ম কি আইনে হুকুম আছে বলিয়া কোন যাত্রির কি অপরের প্রতি অত্যাচার কি অন্যায় শক্তি করিলে দেওয়ানী কি ফৌজদারি আদালতে নালিশের যোগ্য হইবেক।

আঃ ১৬ জারী ৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ১০৫।

ধারা ১। আদেশ হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর কোন স্থানে কোন কয়েদি দ্বীপান্তর ও তাহাদিগের গ্রহণ জন্য গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মকারকের হস্তার্পণ হইলে তাহাদিগেরকে দ্বীপান্তর থাকা কালপর্য্যন্ত খাটাইবার ক্ষমতা ঐ নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতিই থাকিবেক।

ধারা ২। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর কোন স্থানে সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট কি অপর কর্ম্মকারক অথবা এক কি অধিক সুপেরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ ও দ্বীপান্তর হওয়া অপরাধির গ্রহণ ও খাটাইবার ভার তাহাদিগের প্রতি অর্পণ করেন।

ধারা ৩। ঐ কয়েদিদিগের যে প্রকার কয়েদ ও বিভাগ করিতেও তাহারা কর্ম্মের শৈথিল্য ও কুব্যবহার কি কর্ম্মকর্ত্তাকে অমান্য করিলে যে প্রকার শাসন করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে গবর্ণর বাহাদুর সময়ে ২ যে২ হুকুম এ গবর্ণর ইত্যাদির প্রতি করিবেন তাহা জারীও নিয়ম স্বরূপ হইবেক।

ধারা ৪। পূর্ব্ব যাহারা দ্বীপান্তর হইয়াছে ও যাহাদিগের মিয়াদ সম্পূর্ণ হয় নাই তাহারাও এই আইনের অন্তর্গত হইবেক পূর্ব্ব দ্বীপান্তর হওয়া কয়েদির বিষয়ে ইহার পূর্ব্ব এই আইনের অভিপ্রায় মতে কি গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে যাহা করা হইয়াছে তাহার প্রতিও কোন আদালতে নালিশ হইবেক না।

আঃ ১৯ জারী ১৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ১৪৯।

আদেশ হইল যে যোত্রহীনরূপে কোন মান্য স্ত্রী সদর আদালতে আপীল করিতে চাহিলে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারা ১ প্রকরণের নিয়ম বঙ্গ রাজধানীর উভয় সদর আদালতের বিবেচনামতে খাটিবেক।

আঃ ২৩ জারী ৩০ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৮৭।

ধারা ১। যেহেতু মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধিকারস্থগণকে সাক্ষী স্বরূপ মফস্বল আদালতে উপস্থিত করা ও ঐ ব্যক্তিদিগের শরীর কি সম্পত্তির প্রতি মফস্বল আদালতের হুকুম জারী হওয়াও ঐ ব্যক্তিরা মফস্বল আদালতে কোন পক্ষ থাকাতে তাহাদিগের ক্লেশ না হওয়ার জন্য আদেশ হইল যে কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বের সুপ্রিম কোর্টের অনধিকারের কোন আদা-

প্রভৃ জজ কি মাজিষ্টেরের কারু রিট ওয়ারেন্ট কি পরওয়ানা ঐ অধিকারের মধ্যে নীচের লিখিতমতে জারী হইবেক অর্থাৎ উক্ত পরওয়ানাদি উক্ত জজাদির স্বাক্ষর হইয়া ইংরাজি তরজমার সর্টিফিকিট সহকারে মহারাণীর আদালতের কোন জজকে দেওয়া যাইবেক এবং তিনি তাহার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া বিষয় বিবেচনামতে জারীজন্য সরিপ কি কোন জুষ্টিস দিগের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা ২। উক্ত পরওয়ানাদি উক্তমতে সরিফের জিম্মা হইলে জিম্মা হওনের তারিখ তাহাতে লিখিয়া ঐ দিবস মহারাণীর আদালতের পরওয়ানাদি পাইলে যেমত জারী করিতেন সেই রূপ জারী করিবেন এবং ঐ আদালতের পরওয়ানার সহিত অপর পরওয়ানার ইতর বিশেষ হইবেক না।

ধারা ৩। মহারাণীর আদালতের পরওয়ানাদি জারী ঘটিত যেমত সরিপের নামে ঐ আদালতে নালিশ হইয়া থাকে সেই রূপ এই আক্টের পরওয়ানাদি ঘটিত নালিশ ঐ আদালতে হইবেক এবং উক্ত আদালতের পরওয়ানাদির দ্বারা কয়েদ কি ক্রোকী বস্তুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে এই আক্টমতে কয়েদ কি ক্রোকী বস্তুর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার হইবেক।

ধারা ৪। মহারাণীর আদালতের হুকুমের অমান্য কি ব্যাঘাৎ করণ জন্য যেমত দণ্ডনীয় হয় এই আক্টমতে পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করা হুকুমাদি অমান্য করণ জন্য সেই আদালতে ঐরূপ দণ্ডনীয়

হইবেক এবং সফীনা জারী জন্য খরচা ও অপর বিষয়ে ঐ আদালতের নিয়ম খাটিবেক।

ধারা ৫। এই আক্টক্রমে জারী হওয়া পরওয়ানাদির দ্বারা জষ্টিস কি সরিপ কর্ত্তৃক কেহ গ্রেপ্তার হইলে ঐ পরওয়ানার দৃষ্টে জজের লেখানুসারে জারী করণিয়া ব্যক্তির হস্তে অর্পণ হইবেক।

ধারা ৬। ঐ পরওয়ানাদি বিধি পূর্ব্বক লিখিত না হইয়া থাকিলে এই আক্টমতে যে জজ ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে খোলসা লিখিবেন তিনি তাহা সুধারাজন্য ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

ধারা ৭। কোন গ্রেপ্তারি পরওয়ানার পৃষ্ঠে খোলসা লিখন জন্য ক্ষমতার ও এই আক্টক্রমে যে জজের প্রতি থাকিবেক তিনি জামীন লওনের হুকুম ও জামিনীর তায়দাদের সংখ্যা ও অপর অনুসন্ধান জন্য কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন।

ধারা ৮। এই আক্টের কর্ম্ম সফল জন্য ঐ সরিফ সুপ্রিম কোর্টের অধীন সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারি জেল হরিণবাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন ও এই আক্টমতে যাহারা তথায় কয়েদ থাকিবেক তথাকার কারাগার শাসনের নিয়ম তাহাদিগের প্রতি খাটিবেক এবং মফস্বল আদালতের কয়েদের সমস্ত কি কতক হুকুম বিশেষ বিবেচনামতে ঐ ঐ জেলে জারী হইতে পারিবেক কিন্তু কয়েদের ওয়ারেণ্ট কি পরওয়ানার পৃষ্ঠে উক্তমতে জজকর্ত্তৃক খোলসা ও হুকুম লিখিত হইবেক।

আঃ ৪ জারী ৭ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ২৩৫।

কলিকাতা নগরের চৌকের হার ও রাস্তায় জল ও আলোক দেওয়া ও নরদমা মেরামত ও পরিষ্কার ও আদায় জন্য অন্তঃ পুরের দ্রব্য ক্রোকের নিয়ম ইত্যাদি।

আঃ ২৫ জারী ২৮ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ১৭ ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। হুকুম হইল যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে আবকারি মহালের কার্য্যকর্ত্তা করণ জন্য বাঙ্গালা কি এলাহাবাদের গবর্ণর কর্ত্তৃক কোন কমিস্যনর কোন স্থানে নিয়োগ হইলে ঐ কমিস্যনরেরা তাহাদিগের অধিকারের আবকারি রাজস্ব বিষয়ে রাজস্বের কমিসনের ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ধারা ২। এবং কমিস্যনরের অধীন ১৮১৩ আইনের ৩১ ধারার লিখিত ব্যক্তি ব্যতিরেকেও অপর উপযুক্ত ব্যক্তি প্রতি স্থানে২ আবকারি রাজস্বের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টী ভার অর্পণ হইতে পারিবেক তাহা হইলে ঐ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টরা মালের কালেক্টরের ন্যায় আবকারি রাজস্বের বিষয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন কেবল আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচার করিতে পারিবেন না।

ধারা ৩। কিন্তু বাঙ্গালার গবর্ণর উক্ত কোন সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

ধারা ৪। আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা দোষ সাব্যস্ত ও দোষী হওন ও জরিমানার বিবরণ পরওয়ানায় লিখিয়া জরিমানা আদায় ও কয়েদ জন্য দেওয়ানী

জেলে পাঠাইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনের সাহেব স্বয়ং কিম্বা কেহ আপীল করিলে ঐ সুপ্রেণ্টেণ্ডের কাগজ তলব ও হুকুম অন্যথা কি সুধারা করিতে পারিবেন ও ঐরূপ ক্ষমতা কষ্টম নেমক ও আফিঙ্গের বোর্ডের প্রতিও থাকিবেক।

ধারা ৫। পেয়াদার জমাদারের উচ্চপদস্থ কোন আবকারি কর্ম্মকারকদিগের ক্ষমতা হইল যে অনুমতি ভিন্ন কেহ মদিরা কি কোন মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে কিম্বা ব্যবসা করণ জন্য তদুপযুক্ত দ্রব্য আপন বাটীতে রাখিয়াছে এমত সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ সংবাদ দেওনিয়ার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা বিশ্বাস যোগ্য হইলে ঐ ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করিয়া তল্লাসী ও উক্ত দ্রব্যাদি পাওয়া গেল সায় সরঞ্জাম গৃহপতি ও তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিবেন।

ধারা ৬। ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারায় যে বিষয়ের হুকুম আছে তদতিরিক্ত কোন ব্যক্তি বল কি ভয় প্রদর্শনের দ্বারা উপযুক্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক নিষেধিত মদিরাদি মাদক দ্রব্য কি তাহার সরঞ্জাম ভাটি আদি ক্রোক করণে নিবারণ করিলে কি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া দিলে কি তজ্জন্য তল্লাসের ব্যাঘাৎ কি ক্রোকী দ্রব্য তফাত করিলে কি উক্ত দ্রব্য কাহারো স্থানে পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তি কি অপর কেহ আইনের হুকুম জারী বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহা মাজিষ্ট্রেটের সমীপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক জরিমানা না দিলে ৬ মাসের অনু-

রিক করেন থাকিবেক তজ্জন্য তাহা প্রমাণ হইলে তদতিরিক্ত চলিত আইনমতে উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৭। ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৬ প্রকরণ সুধারায় আদেশ হইল যে কোন ব্যক্তি মিথ্যা ঈর্ষাপূর্ব্বক কোন নিশিদ্ধ মদ্যাদি মাদক দ্রব্য কি ভাটির সংবাদ করিলে ও তজ্জন্য কাহারো বাটী তল্লাস ও ক্ষতিকর হইলে আইনোক্ত শাস্তি ও ক্ষতি পূরণ ব্যতিরেক শ্রমযুক্ত কি শ্রম রহিত ২ বৎসর কয়েদ ও ৫০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও না দিলে অপর ও ছয় মাস কয়েদ হইবেক।

ধারা ৮। এই আইনের ৫ ধারাক্রমে ক্ষমতাপন্ন কোন আবকারি মহলের কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে আবকারি আইন উল্লঙ্ঘন জন্য গ্রেপ্তার কি মদিরাদি মাদকদ্রব্য কি ভাটি ক্রোক কি তজ্জন্য কাহারো বাটীতে প্রবেশ করিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ আপন উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকের নিকট করিবেন।

ধারা ৯। আবকারি মহালের কি নিষেধিত মদিরাদি ধৃত জন্য ক্ষমতাপন্ন অন্য মহালের কার্য্যকারক কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে অবিলম্বে তাহাকে তদ্বিষয়ের বিচারকের নিকট পাঠাইতে হইবেক এবং আইনানুসারে বিচার না হওয়াপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি মুক্ত হইবেক না।

ধারা ১০। উপরোক্ত ক্রোক ইত্যাদির সংবাদ ২৪ ঘন্টার মধ্যে না করিলে কি ধৃত হওয়া ব্যক্তিকে চালান করিতে বিলম্ব

করিলে কি তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কি তাহার পলায়নবিষয়ে সাহায্য করিলে কর্ম্মচ্যুত ও ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও জরিমানা না দিলে অপর তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও আবকারি আইন উল্লঙ্ঘনের বিচারক কর্তৃক বিচার হইবেক।

ধারা ১১। আবকারি মহালের কার্য্যকারক দিগের ক্ষমতা হইল যে তাহারা রাত্রে কি দিনে অনুমতি প্রাপ্ত মদিরাদি মাদকদ্রব্য বিক্রয়কারির বাটী কি দোকান কি কারখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক অনুমতি প্রভৃতি আবকারি আইনের অন্যথাচরণ হইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

ধারা ১২। মাজিষ্টরের সমীপে যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে কোন আবকারি কর্ম্মকারক মদিরাদি মাদকদ্রব্য ক্রোক ও অনুসন্ধান ছলে অন্যায় ও অকারণ কাহারো দ্রব্য ক্রোক কিম্বা কাহাকে গ্রেপ্তার কিম্বা আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়াছে তবে কর্ম্মচ্যুত ও ৬ মাসের অনধিক কয়েদ ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে অপর ৬ মাসের অনধিক কয়েদ হইবেক।

ধারা ১৩। এই আইন কি অপর যে কোন আইনে আবকারি মহালের কর্ম্মকারক শব্দ লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ যাহারা জিলার আবকারি মোক্তারের কর্ম্মকারক কর্তৃক নিয়োগ হইয়া বেতন পায় অথবা আবকারি কমিসনর কর্তৃক বিশেষ রূপে নিয়োগ হয়।

ধারা ১৪। অনুমতি প্রাপ্ত মদিরাদি মাদক বস্তু বিক্রয় কি প্রস্তুত করণিয়ারা ঐ অনুমতি পত্র কি পাট্টা সর্ব্বদা আপন২ দোকানে কি কারখানায় রাখিবেক এবং আবকারি কর্ম্মকারক তাহা দেখিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ দেখাইতে হইবেক তাহা না হইলে মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা কি তিন মাসের অনধিক কয়েদ ও জরিমানা না দিলে অপর ৩ মাসের অনধিক কয়েদ থাকিবেক।

ধারা ১৫। আফিং ভিন্ন নিষেধিত মদিরাদি মাদকদ্রব্য নিকট রাখন কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করণজন্য দোষী ব্যক্তির স্থানে যে জরিমানা অথবা জব্দ হওয়া দ্রব্য নীলাম হইয়া যাহা আদায় হইবেক তাহার অর্দ্ধেক ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে গোয়েন্দা ও অপর অর্দ্ধেক যে কার্য্যকারক ঐ অপরাধি কি দ্রব্য গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহারা পাইবেক জরিমানা আদায় না হইলে তাহাদিগের পরস্কারজন্য কমিস্যনরেরা প্রত্যেক মোকদ্দমায় ২০ টাকার অধিক না হয় বিবেচনা মতে কষ্টম নেমক ও আফিঙ্গের বোর্ডের দ্বারা অনুরোধ করিতে পারিবেন ঐ মহালের যে২ কার্য্যকারক পুরস্কার পাওনের যোগ্য কি অযোগ্য তাহা ঐ বোর্ড সাধারণ লিপির দ্বারা প্রচার করিবেন।

ধারা ১৬। নিষেধিত মদিরাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় কি অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রয়কারিরা অনুমতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করণে

কোন আবকারি কর্ম্মকারকের দোষ প্রমাণ হইলে ঐ অপ-রাধির ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ১৭। আবকারি আইন উলংঘন জন্য কোন ব্যক্তি দ্বিতীয়বার দোষী হইলে তজ্জন্য যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তদ-তিরিক্ত ৬ মাস দেওয়ানী জেলে কয়েদ থাকিবেক দ্বিতীয়বারের পর যত বার ঐ অপরাধ করিবেক প্রথমবারে যে দণ্ড হয় তাহাও তদ্রূপ ৬ ছয় মাস করিয়া প্রতিবারে কয়েদ থাকিবেক এবং এই আইনক্রমে যে কর্ম্মকারক বিচার করিবেন তাহার পরওয়ানার দ্বারা দেওয়ানী জেলের অধ্যক্ষ কয়েদ ও মুক্ত করিবেন।

আকট ১ জারি ১২ আপ্রিল গেঃ পুঃ ১৭৮। ১৮৪১ সাল।

দোফা ১।২।৩। পাটিদার ও নম্বরদার যে দুই শব্দ এই আইনে উল্লেখ হইতেছে তাহার অর্থ যে জমীদারিতে দুই কি অধিক অংশ কি পাটি আছে অথবা প্রত্যেক অংশীর প্রত্যেক অধিকার থাকে ও তাহারা স্বয়ং সরকারে মালগুজারি করে অথচ তাহাদিগের নাম সরকারি বন্দবস্তে প্রকাশ নাই এমত অংশাধিকারিকে পাটিদার ও যে অংশাধিকারির আপন নামে বন্দবস্ত হইয়াছে তাহাকে নম্বরদার কহে চলিতাইনানুসারে নম্বরদারের স্থানে সরকারী বাকী আদায় কারণ যেরূপ ক্রোক ও কয়েদ করা যায় পাটিদারের প্রতি সেরূপ না হওয়াতে পাটিদার ও সরকার উভয় পক্ষের অন্যায় হইতেছে এমতে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের লিখিত বন্দবস্তী পাটিদারের প্রতি তেঁহ এক কি অংশী হউক নীচের লিখিত মতাচরণ হইবেক।

প্রকরণ ১।২। নম্বরদারের প্রতি যে নিয়মে যেরূপ দস্তক জারী ও তাহাদিগের মালামাল যেরূপ ক্রোক বিক্রী ও তাহারা যেরূপ গ্রেপ্তার ও কয়েদ হয়।

প্রকরণ ৩। বাকী না পড়া পাটির অংশিগণকে বাকী পড়া পাটি মৌরসিরূপে অর্পণ করিবেন।

প্রকরণ ৪। বাকী পড়া পাটির বন্দবস্ত ও পাট্টা মঞ্জুর ও তাহা বাকী না পড়া পাটির অংশিকে কি অপর কোন ব্যক্তিকে ১৫ বৎসরের অনধিক নিয়মে দেওন।

প্রকরণ ৫। বাকী পড়া পাটি নীলাম হইলে ঐ পাটির অংশী যাহারা বাকী দিয়াছে তাহারা খরিদ করিতে পারিবেক।

ধারা ৪। ৫। কোন পাটি নীলাম হইলেও তাহা অপর ব্যক্তি খরিদ করিলে ঐ পাটির কোন অংশী বাকীদার না থাকিলে ঐ পাটে

নীলামের দিন কালেক্টর সাহেবের কাছারি বরখাস্ত করণের পূর্ব্বে ও নীলামের অন্যং নিয়ম প্রতিপালন না করিলে গ্রাহ্য হইবেক না এবং উক্ত বিষয়ে কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকারকেরা গবর্ণমেণ্ট কি মালের উচ্চকর্ত্তার কর্ম্মকারকের উপদেশ মতে কর্ম্ম করিবেক।

ধারা ৬। সম্পূর্ণ মহাল নীলাম জন্য যেরূপ এত্তেলা ও অনুমতি প্রাপণ ইত্যাদির নিয়ম ও আইন আছে কি হয় তদনুসারে পাটি নীলাম হইবেক এবং পাটির নীলাম রীতিমত মঞ্জুর হইলে খরিদারের সম্পূর্ণ অধিকার হইবেক কিন্তু শেষ বন্দবস্তকালীন যে রাইয়তের জমার হার নির্দ্ধারিত হইয়া মৌরসি স্বরূপ সেরেস্তায় লিখিত আছে তাহাদিগের স্বত্ব বজায় থাকিবেক।

ধারা ৭। উপরোক্তমতে যে কোন পাটি কিছু কালের নিমিত্তে ইজারা কি অর্পণ হইলে অথবা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় হইলে ঐ পাটির কোন অংশীদার ঐ পাটির ভূমীতে কৃষি কর্ম্ম করিতে

পারিবেক না তবে বিক্রীর পর ক্রেতা আসল খরিদদার কি অর্পিত ব্যক্তির সহিত বন্দবস্ত করিয়া একরার দাখিল করিতে পারিবেক উভয়ের মধ্যে খাজানার হার নির্দ্ধারিত না হইলে কালেক্টরের বা কমিসনরের ও সদর বোর্ডের অনুমতিক্রমে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ ধারাবধি ৭ ধারা পর্য্যন্তের লিখিত মতে নিকটস্থ পক্ষ হইতে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৮। তহসিলদারের দস্তখতি মোহরে জমা ওয়াশীল বাকীর ও খতেনের নকলে কানূনগো ও পাটোয়ারির স্বাক্ষর থাকিলে বাকীর সম্পূর্ণ প্রমাণ হইবেক ও ঐ সকল সর্ব্বদা কালেক্টরের জোয়দাদের সহিত থাকিবেক।

ধারা ৯। এই আইন অনুসারে যে বিক্রয় ও অর্পণ হইবেক তাহার দখল কালেক্টর সাহেবেরা ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে দেওয়াইতে পারিবেক।

ধারা ১০। আবশ্যক মতে সমুচ্চয় মহাল দায়িক করণ জন্য সরকারের যে ক্ষমতা ও চলিত আইন আছে তাহার অন্যথা উপরোক্ত নিয়মানুসারে হইবেক না এমতে ১৮২২ সালের ১১ আইন সধারা হইয়া আদেশ হইল যে সকল অংশির স্বত্বাধিকার লোপ ও জব্দ হইবেক এবং এই আইনের ৫ ধারার বিধি সকল অংশীর প্রতি খাটিবেক।

ধারা ১১। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে বন্দবস্ত কোনস্থানে

না হইয়া থাকিলেও উক্ত নিয়ম অপর স্থানে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আক্‌ট ৫ জারী ৩১ মে। গেঃ পৃঃ ২৫৩। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। রাজদ্রোহি দিগের বিচার সকল রাজ্যে একনিয়মে হওয়া ও তৎসংক্রান্ত আইন সমস্ত মতান্তর করা উচিত বোধে আদেশ হইল যে তাহাদিগের বিচার সামান্যাদালতে হইতে পারিবেক।

ধারা ২। যে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে রাজদ্রোহি দিগের বিচার জন্য এক কি অধিক জজের প্রতি আদালতের ব্যবস্থাদায়ক সরকারে কি তাহাদিগের ব্যতিরেকে হুকুম করিতে পারিবেন।

ধারা ৩। উক্ত হুকুমমতে কোন আদালত স্থাপন ও তাহা-দিগের সমীপে কোন কয়েদি আনিত হইলে তাহাদিগের বিচার সামান্যাদালতের প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে করিবেন কিন্তু তাহা-দিগের বিচারে কয়েদি মুক্ত হউক বা কয়েদ থাকুক তাহার হুকুম জারীর পূর্ব্বে ঐ রাজধানীর ফৌজদারী সংক্রান্ত প্রধান আদা-লতে তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র সহিত রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যে স্থানে বৈঠক করিয়া যাহাদিগের বিচার করিবেন ও যে২ বিষয়ের কোন হুকুম আইন কিম্বা কোন নিয়মপত্রে লিখিত হয় নাই তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্ট কি ঐ উচ্চাদালতের উপ দেশ মতে কার্য্য করিবেন।

ধারা ৪। উক্ত মতে স্থাপিত আদালতের কোন জজ কি ব্যবস্থাদায়ক মৃত কি পীড়িত কি অপর কারণান্তরে অনুপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অপর কেহ নিযুক্ত না হইলে অবশিষ্ট জজ ও ব্যবস্থাদায়ক লইয়া বিচার হইবেক ও তাহারা অনুপস্থিত থাকন জন্য আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের ব্যাঘাত হইবেক না।

ধারা ৫। এই আইনানুসারে ফৌজদারী উচ্চাদালতে কোন মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে অপর সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার রীত্যনুসারে কার্য্য করিবেন কেবল দণ্ডের হুকুম তিন মাস স্থগিত রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের হুকুম জন্য রিপোর্ট করিতে হইবেক।

ধারা ৬। উক্ত অপরাধের অপবাদ কোন ব্যক্তির প্রতি কোন মাজিষ্টরের সমীপে উত্থাপন হইলে মাজিষ্টর তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টে সংবাদ করিবেন এবং তাহাদিগের ধৃত কি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান অথবা বিচার জন্য সামান্য কি বিশেষ আদালতে সোপর্দ্দ করণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যেমত আদেশ করিবেন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

ধারা ৭। এই আইনের দ্বারা মহারাণীর আদালতের অধিকারের মতান্তর হইবেক না।

আক্ট ৬ জারী ৭ জুন। গেঃ পৃঃ ২৫৫। ১৮৪১ সাল।

ভিন্ন রাজ্যের রম সরাপ এদেশে আমদ হইলে কষ্টম কালেক্টর কর্ত্তৃক ক্রোক হওন ও তৎসংক্রান্ত কেহ মিথ্যা শপথ

করিলে কি করাইলে উপযুক্ত আদালতে মিথ্যা শপথ কি তদ্বিষয়ে প্রাবর্ত্তক জন্য দণ্ডনীয় হওনের বিবরণ।

আঃ ৭ জার্রী ১৪ জুন। গেঃ পৃঃ ২৭১। ১৮৪১ সাল।

১। ২৬। যে সাক্ষীদিগের উপস্থিত হইয়া জবানবন্দি দেওনের প্রতি আপত্য আছে তাহাদিগের জবানবন্দি লওন বিষয়ের পূর্ব্বকৃত আইন সমস্ত অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে ইণ্ডিয়া রাজধানীর যে কোন আদালত কি জজ দেওয়ানী সংক্রান্ত উপস্থিত মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে লিখিত প্রশ্ন কি প্রকারান্তরের দ্বারা ঐ আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষির জবানবন্দি আদালতের কোন আমলা কি হুকুমনামার লিখিত কোন ব্যক্তির সমীপে লওন জন্য অথবা নিম্নাদালত কি আপন অধিকারের বাহিরের কোন আদালতের প্রতি উক্ত প্রকারে জবানবন্দি লওন জন্য আর্জীন পাঠাইতে আদেশ ও ঐরূপ জবানবন্দি লওনজন্য ঐ হুকুম কি অপর হুকুমনামা দ্বারা আবশ্যক ও উচিতমতে উপদেশ করিতে পারিবেন কোন আদালতের প্রতি উক্ত হুকুম হইলেও আইন কি আদালতের বিবেচনামতে ঐ আদালতে উপস্থিত হওন জন্য সাক্ষীর প্রতিবন্ধক না থাকিলে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দি খোলা আদালতে লইতে হইবেক এবং আপন অধিকারের বাহিরের সাক্ষীর জবানবন্দি উক্তমতে লইতে হইলে আবশ্যকমতে কোন আদালতের প্রতি হুকুম না করিয়া অপরের প্রতি হুকুম করিতে পারিবেন এবং

সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে উক্ত হুকুম জারী করিতে হইলে নীচের লিখিত মতে হইবেক।

ধারা ৩। নিজ অধিকারের মধ্যে উক্তমতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দি লওনের হুকুম হইলে ঐ সাক্ষীর নিজবাস স্থানে কি অপর যেস্থানে ঐ সাক্ষিকে হাজির হইতে কি আবশ্যকমতে কাগজ পত্র দাখিল করিতে জজ হুকুম করিবেন সাক্ষিরা তাহা জানত অমান্য করিলে আদালতকে অমান্য করা বোধ হইয়া অপর মোকদ্দমায় সাক্ষী দেওনজন্য অস্বীকার হইলে যে দণ্ড হইত সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবেক কিন্তু সাক্ষীদিগের ক্ষতি ও খরচ সম্বন্ধে সাক্ষীরা যেরূপ পাইয়া থাকে এই আইনের লিখিত সাক্ষীরাও তাহা পাইবেক।

ধারা ৪। এই আইনের প্রেরিত হুকুমনামা কি কমীশনের দ্বারা যে সাক্ষির জবানবন্দি হইবেক তাহাকে শপথ কি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতে হইবেক তাহাতে সাক্ষীরা জানত মিথ্যা কহিলে কি কেহ কহাইলে মিথ্যা শপথ করণ কি প্রবঞ্চকজন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৫। এইনমতে সাক্ষীর জবানবন্দি জন্য হুকুম দেওনের পূর্ব্বে জজ নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে ঐ ব্যক্তি জিলায় না থাকন কি পীড়িত হওন কি আইনোক্ত অপর কারণে উক্ত সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেক না এবং জবানবন্দির হুকুম দেওনের পূর্ব্বে ঐ সাক্ষীর বাটী কোনস্থানে অর্থাৎ তদ্ভুল্য কি নীমাদালতের নিকট তাহার অনুসন্ধান করিয়া সভিত্রামতে আদা-

লতের প্রতি জবানবন্দি লওনের আদেশ করিবেন হইয়ে সন্দিগ্ধ হইলেও জিলা জজের নিকট হুকুম যাইবেক তিনিবিবেচনামতে নিজকি নীম্নাদালতের দ্বারা জবানবন্দিলওনের বিষয়ে যে আদেশ করিবেন তাহা সিদ্ধ হইবেক কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে সাক্ষী অধিকারের বাহিরে আছে অথবা মরিয়াছে কি পীড়িত কি অশক্ত জন্য উপস্থিত হইতে অক্ষম অথবা পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক দূরে থাকে অথবা আইন কি আদালতের বিবেচনাক্রমে স্বয়ং উপস্থিত হওনে নিষেধ আছে অথবা উক্ত বিষয়ের প্রমাণ না লওয়া জজের বিবেচনা সিদ্ধ হয় কিম্বা জবানবন্দি শুনানি কালীন উক্ত প্রতিবন্ধক না থাকা প্রমাণ হইলেও জজ শুনানির আদেশ করেন তবেই উক্তমতে লওয়া জবানবন্দি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক নতুবা উভয় পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে হইবেক না সাক্ষী উপস্থিত ও জবানবন্দি লওয়া হইলে তাহা শুনানি হওয়া না হওয়া জজের বিবেচনামতে হইবেক এবং ঐ জবানবন্দি রীতিমতে স্বাক্ষর হইলে ঐ স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে জজের বিবেচনামতে পাঠিত হইবেক।

ধারা ৬। মহারাণীর আদালতের অধিকারস্থ কোন ব্যক্তির জবানবন্দি উক্তমতে লইলে ও ২ ও ৩ ধারার লিখিত মতে জবানবন্দি লওনজন্য অপরের প্রতি হুকুম না হইলে কোর্ট আফ রিকোএষ্ট অর্থাৎ শহরের ছোট আদালতের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা ৭। কোম্পানি বাহাদুরের সহিত যে যে রাজা কি

রাজ্যের মৈত্রতা আছে তাহারদিগের অধিকারস্থ ব্যক্তির জবান বন্দি লওন জন্য উপরোক্তমতে হুকুম হইতে পারিবেক ও ঐ হুকুম তুথায় কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যে যাহারা নিয়োগ আছে তাহাদিগেরকে মান্য করিতে হইবেক কেহ অমান্য করিলেও সেই ব্যক্তিকে ঐ জজের অধিকারে পাওয়া গেলে ঐ অপরাধ ঐ অধিকারে করা গণ্য হইয়া দণ্ডনীয় হইবেক এবং মিথ্যা শপথ করিলে কোম্পানির যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক।

ধারা। ৮। উপরোক্তমতে জবানবন্দি লওন জন্য ভিন্ন জিলায় কোন হুকুম পাঠানো হইলে ও তাহা কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে ঐ ভিন্ন জিলার জজকর্ত্তৃক সাক্ষী দেওনে ত্রুটি করণজন্য অপরাধের দণ্ডনীয় হইবেক।

আঃ ৯ জারী ২৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২৮৭। ১৮৪১ সাল।

আবকারি সংক্রান্ত ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মধ্যারায় আদেশ হইল যে উক্ত ধারাক্রমে দণ্ডনীয় অপরাধিরা ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা অথবা ৩ মাসের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক জরিমানা না দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কয়েদ থাকিবেক এবং আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমায় উক্ত আইনের ২ ধারাক্রমে দণ্ডের বিবেচনা করিবেন।

আঃ ১১ জারী ৫ জুলাই। গেঃ পৃঃ ২৯৩।

ধারা। ১। উর্দ্দু বাজার ও ছাউনির ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারি

জন্য বোম্বে ও মান্দ্রাজ রাজধানীর নিয়মানুসারে যে একজন সেনাপতি ও পঞ্চাইতের প্রতি ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদ্ভিন্ন ফৌজ সংক্রান্ত কোর্ট আফ রিকোএষ্টের সমস্ত আইন অন্যথা হইল।

ধারা ২। দেশীয় সেনাপতি সেনা কি অপর ব্যক্তি যাহারা দেশীয় ফৌজ সংক্রান্ত যুদ্ধের আইনের অধীন অথবা যাহারা ছাউনিতে কি থানায় বাস কি উর্দ্দু বাজারে কোন কর্ম্ম কি কারবার করে তাহাদিগের উপর টাকা কি অপর অস্থাবর বস্তু সংক্রান্ত ২০০ টাকার অনধিক দাবী হইলে ও মোকদ্দমার কারণ উত্থাপন কি নালিশকালীন আসামী উপরের লিখিতমত ব্যক্তি থাকিলে তাহার বিচার ফৌজ সংক্রান্ত আদালত ভিন্ন অপর আদালতে হইবেক না কিন্তু জাতি কি স্থাবর বস্তু সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা ফৌজ সংক্রান্ত আদালতে হইবেক না।

ধারা ৩। উক্ত আদালত কোন ছাউনি কি থানার সেনাপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও তাহাতে প্রধান সেনাপতি ও তদভাবে ঐ সেনাপতি কর্ত্তৃক অন্যূন তিন জন ইউরোপীয় কি দেশীয় সনদি সেনাপতি বিচারক নিয়োগ হইবেক দেশীয় সেনাপতি নিয়োগ হইলে অধ্যক্ষতা ও বাদানুবাদ লিপিবদ্ধ জন্য ৫ বৎসরের অধিক সৈন্য কর্ম্মকারি জনেক ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন কোন ইষ্টেসনে ঐ রূপ আদালত স্থাপনের উপযুক্ত সেনাপতি না থাকিলে নিকটস্থ অপর ইষ্টেসনে হইবেক।

ধারা ৪। উক্ত আদালত মাসেং স্থাপন ও মাহিয়ানা পাওনের পূর্ব্বে কোন এক দিনে বৈঠক হইবেক।

ধারা ৫। বিচারের কার্য্য ও সাক্ষী তলব কোর্ট মার্সেলের নিয়মানুসারে হইবেক এবং ঐ আদালতের অধিকারের বাহিরে না থাকা অনুপস্থিত ব্যক্তিও সাক্ষীর জবানবন্দি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধিক্রমে লওয়া যাইতে পারিবেক।

ধারা ৬। কোন সাক্ষী অনুপস্থিত কি সাক্ষী দেওনে অস্বীকার কি মিথ্যা শপথ করিলে কি কেহ করাইলে ও সে ব্যক্তি ফৌজ সংক্রান্ত আইনের অধীন থাকিলে কোর্ট মার্সেল কর্ত্তৃক নতুবা অধিকার বিবেচনা ব্যতিরেকে নিকটস্থ ফৌজদারি আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য ও দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৭। কোন ব্যক্তি অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করাইলে অথবা স্বয়ং কি অপরের দ্বারা ফৌজ সংক্রান্ত আদালতের কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইলে উপরোক্তমতে বিচার্য্য ও দণ্ডনীয় হইবেক।

ধারা ৮। উক্তাদালতের কার্য্যের রোয়দাদ থাকিবেক এবং তাহাতে সাক্ষীর জবানবন্দি ও গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের কারণ লিখিতে ও তাহা বিচারকদিগের স্বাক্ষর হইয়া ইউরোপীয় সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ছাউনি কি থানার সেনাপতির নিকটে অবিলম্বে প্রেরিত হইবেক।

ধারা ৯। এক বাবদে কি নানা বাবদে ২০০ টাকার অধিক দাবি করিলে ২০০ টাকার অধিক ডিক্রী হইবেক না ও ঐমত ডিক্রী হইলে তাহার পূর্ব্বের দেনা বাবদী কোন নালিশ ঐ

আদালতে কি অপর আদালতে হইবেক না এরূপ দাওয়া কোন আসামীর প্রতি হইলে ঐ আদালত তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং কোন কারবারে সূদের নিয়ম থাকিলে ও তাহা চলন সূদের অধিক না হইলে ঐ আদালত ঐ সূদ দেওনের হুকম করিতে পারিবেন এই আইন জারীর পর ২০ টাকার অধিক খরিদ বিক্রয় বাবদি যে দেনা পাওনা হইবেক তাহা আসামীর ভাষায় লিখিত হইয়া ঐ আসামী কি তাহার পক্ষে অপরের দস্তখত থাকিবেক ৬ বৎসরের অধিককাল দাবী না করিলে কি তন্মধ্যে দাবী সোধ করণের অঙ্গীকার প্রমাণ না হইলে এমত দাবীর নালিশ উক্ত কোন আদালত গ্রাহ্য করিবেন না।

ধারা ১০। বিচারকালীন কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বিষয় জ্ঞাত আছে এমত ঐ আদালতের জ্ঞাতসার হইলে এক তরফা বিচার করিবেন তাহাতে ফৈরাদীর দাবা ডিসমিস হইলে তজ্জন্য অপর নালিশ হইবেক না।

ধারা ১১। উপরোক্ত মতে সেনাপতি সাহেবের নিকট মোকদ্দমার কাগজ প্রেরিত হইলে ঐ সেনাপতি ঐ মোকদ্দমা সুধারা জন্য ঐ কি অপর সেনা সম্পর্কীয় আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং দ্বিতীয় ডিক্রীতে আইন ঘটিত দোষ না থাকিলে তাহা চূড়ান্ত হইবেক আইন ঘটিত দোষ থাকিলে প্রধান সেনাপতির নিকট প্রেরণ হইবেক তিনি অন্যথা করিলে

অপর [illegible]দিগের ব্যাঘাত হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা নূতন উত্থাপন হইলে নূতন সাক্ষীও গ্রাহ্য হইবেক।

ধারা ১২। সমস্ত নালিশ লিপিবদ্ধ হইয়া ইষ্টাফ আফিসরের নিকট দাখিল হইলে তিনি ফিস্তি করিয়া ঐ আদালত স্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্ব্বে আজীটন কি অপর প্রধানের নিকট পাঠাইবেন এবং তাহারাই আসামী তলবের দায়িক হইবেক।

ধারা ১৩। সমস্ত ডিক্রী জারীর পূর্ব্বে ইষ্টেসন আর্ডরে প্রচার করা যাইবেক।

ধারা ১৪। ঐ ডিক্রী জারী সামান্য কি বিশেষরূপে জারী হইবেক তাহার হুকুম ঐ আদালত করিবেন তাহা না হইলেও সেনাপতি সাহেব করিতে পারিবেন।

ধারা ১৫। সামান্যরূপে ডিক্রী জারী হওনের হুকুম ও অবিলম্বে টাকা আদায় না হইলে ঐ সেনাপতির স্বাক্ষরিত হুকুমনামা দ্বারা ঐ আসামীর ছাউনির অন্তর্গত কি অপর স্থানাস্থ তাহার বাটী ঘর ইত্যাদি জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলাম হইয়া টাকা আদায় হইবেক তাহাতে আদায় না হইলেও যদি আসামী সেনা না হয় তবে ১৮৪০ সালের ২ আইনমতে নিকটস্থ দেওয়ানী জেলে অথবা সৈন্য মধ্যে ২ মাসপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবেক উত্তর কাল তাহার কোন জিনিস ছাউনি কি অপর স্থানে পাওয়া গেলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইয়া আদায় হইবেক ঐ আসামী সেনা হইলে ও তাহার যুদ্ধ সরঞ্জাম ভিন্ন অপর দ্রব্য বিক্রয়

হইয়া টাকা আদায় না হইলে নীচের লিখিতমতে আহার মাহিনা হইতে মহাজনকে দেওয়াইবেক।

ধারা ১৬। বিশেষরূপে ডিক্রী জারীর হুকম হইলে ঐ সেনাপতির স্বাক্ষরিত সর্টিফিকিট ও হুকমনামা দ্বারা আসামীর মাহিয়ানা ও অপর প্রাপ্তি হইতে মহাজনকে দেওয়া যাইবেক কিন্তু কোন মাসে সনদি সেনাপতির অর্দ্ধেক ও বেসনদি সেনার সিকী অংশের অধিক বেতন কি অপর প্রাপ্তি কর্ত্তন হইবেক না।

ধারা ১৭। কোম্পানির রাজ্যের সীমার বাহির কোন স্থানে উপরোক্ত ফৌজ সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের নামে অন্যের দেনা পাওনার যে কোন দাবীর নালিশ ঐ ফৌজ সংক্রান্ত আদালতে হইতে পারিবেক কিন্তু সেস্থানের আদালতে ইউরোপীয় সেনাপতিরা বিচারক হইবেন এবং ২০০ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমা নিকটস্থ সদর আদালতে তথাকার রীতিমত আপীল হইবেক।

ধারা ১৮। এই আইন ১০ আগষ্টের পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সহিত খাটিবেক না।

আঃ ১২ জারী ১৯ জুলাই। গোঃ পূঃ ৩১৯। ১৮৪১ সাল।

ধারা ১। সরকারি মালগুজারি আদায়ের সুনিয়ম ও সুদ জরিমানা রহিত উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৬ ও ৩৮ ধারা ব্যতিরেকে ও ১৮

৩০ সালের ৭ আইন অন্যথা ও জদ্দামা যেহ আইন অন্যথা হইয়াছিল তাহা বহাল রহিল।

ধারা ২। এই আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত দিবসের পর বাকীর উপর সুদ ও জরিমানার দাবী হইবেক না।

ধারা ৩। এই আইন জারীর পর চিরস্থায়ি বন্দবস্তি মহালের বাকী আদায় কারণ প্রতি বৎসর যে২ দিবস নীলাম হইবেক তাহা কলিকাতা সদর বোর্ডের সাহেবেরা নিরূপণ করিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ ও প্রত্যেক জিলার কালেক্টর জজ মাজিষ্টর ও সমস্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর মুনছফি অথবা নীলাম করণিয়া অপর কর্ম্মকারকের কাছারিতে দেশীয় ভাষায় ঘোষণা জন্য আদেশ করিবেন ও উক্ত তারিখ বোর্ড কর্ত্তৃক অন্যথা করিতে হইলে সাল তামামির তিন মাস পূর্ব্বে উপরোক্তমতে ঘোষণা করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক নীলামে ঐ নীলামের দিন ছাড়া ১৫ দিন পূর্ব্বে উক্ত সমস্ত কাছারিতে ইশ্‌তিহার লটকাইতে হইবেক এবং উক্ত মিয়াদ মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আপন২ মহালের বাকী জানিতে চাহে কালেক্টরেরা সর্ব্বদা তাহাকে জ্ঞাত করিবেন।

ধারা ৪। সুবে বাণারস ও যে২ মহাল চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় নাই তাহার বাকী কি অপর সরকারী দাওয়ার নিমিত্তে সদর বোর্ডের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন নীলাম হইবেক না।

ধারা ৫। মাসের প্রথম তারিখে গত মাসের কিস্তির যেটাকা বাকী থাকিবেক তাহাই রাজস্বের বাকী জ্ঞান করা যাইবেক।

ধারা ৬। নীচের লিখিত মহাল ব্যতিরেক যে কোন মহালের বাকী নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বদিন সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে দাখিল না হইবেক তাহা ঐ নিরূপিত কি পশ্চাল্লিখিত পর দিবসে কালেক্টর কি তদ্দ্বারাপন্ন কর্ম্মকারক কর্তৃক নীলাম ও উচ্চডাকে বিক্রয় হইবেক উপরোক্ত সূর্য্য অস্তের পর টাকা দাখিল করিলে কি তজ্জন্য উদ্যুক্ত হইলে নীলাম রহিত কি অন্যথা হইবেক না।

ধারা ৭। গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর ব্যতিরেক বাকী মাফ কি নাদ হওয়া কি গবর্ণমেণ্টের উপর বাকীদারের অপর দাবী কি কালেক্টরের তহবিলে বাকীর সমুদয় কি কতক টাকা মজুদ থাকার ওজরে নীলাম রহিত কি অসিদ্ধ হইবেক না। তবে বিরোধ ব্যতিরেকে কেবল বাকীদারের নামে কোন টাকা লেখা থাকিলেও উপযুক্ত সময়ে দরখাস্ত করাতেও কালেক্টর সাহেব অকারণে জমা খরচ করিয়া না লইলে উক্ত নীলাম রহিত কি অসিদ্ধ হইতে পারিবেক।

ধারা ৮। নীচের লিখিত মহাল নীলাম করিতে হইলে বাকীর প্রকার ও মোট টাকার বৃত্তান্ত দেশীয় ভাষায় ইশ্তিহার লিখিয়া নীলামের দিন ছাড়া ১৫ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর কি তদ্দ্বারাপন্ন কর্ম্মকারক ও ভূমি সংক্রান্ত জিলা জজ ও সমস্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও যে থানা ও মুনছফের এলাকায় ঐ ভূমি কি তাহার কোন অংশ আছে ঐ মুনছফ ও থানার কাছারিতে লটকাইয়া তাহাদিগের রসিদ লইতে হই-

বেক অপর ইশ্‌তিহার তালুকদারের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রকাশ স্থানে লটকানো ও তাহার প্রমাণ পেয়াদার দ্বারা লইতে হইবেক এবং ঐ ইশ্‌তিহারে লিখিত হইবেক যে নীলামের পূর্ব্বদিন সূর্য্যঅস্তের পর কেহ টাকা আনিলে নীলাম রহিত কি অসিদ্ধ হইবেক না।

১। যে তালুকের চিরস্থায়ি বন্দবস্ত হয় নাই তাহার বাকী আদায় কারণ নীলাম করিতে হইলে।

২। চলিত কি পূর্ব্ব বৎসরের ভিন্ন অপর বাকী আদায় করিতে হইলে।

৩। এক তালুকের বাকী আদায় কারণ অপর তালুক নীলাম করিতে হইলে।

৪। আদালতের ক্রোকী মহালের বাকী আদায় কারণ।

৫। তাগাবি পুলবন্দি কি অপর যে কোন বাকী ভূমি সম্বন্ধীয় বাকী না হইয়াও তত্তুল্য নিয়মানুসারে আদায় হয়।

ধারা ৯। নীলামের দিবসের পূর্ব্বদিন সূর্য্যঅস্তের পূর্ব্বে বাকীদার ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি বাকী টাকা আমানত করিতে চাহিলে কালেক্টরেরা তাহা লইতে ও বাকীদার বাকী দাখিল না করিলে সূর্য্যাস্তকালীন তাহা বাকীপড়া তালুকের হিসাবে জমা করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তি ঐ তালুক কি কিয়দংশ দখলের প্রার্থনায় কোন আদালতে নালিশ করিয়া থাকিলে ঐ আদালতের উচিত যে আপীলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামীন লওনের যে নিয়ম আছে তাহা বহাল রাখিয়া কিছুকালের নিমিত্তে ঐ তালুক

তাহার দখলে রাখেন এবং আপন ক্ষতি রক্ষা জন্য আমানত করিয়াছে এমত প্রমাণ কোন আদালতে করিলে ঐ টাকা সুদ সমেত বাকীদারের স্থানে পাইবেক।

ধারা ১০। কোন মহাল কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের অধীন থাকন কালীন যে বাকী পড়িবেক এবং উত্তরাধিকারিত্ব রূপে কেবল কোন নাবালগগণের স্বত্বাধিকার কোন মহালেও তাহার বিবরণ কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের জ্ঞাপন জন্য কালেক্টরকে জ্ঞাত করা গিয়া থাকিলে তাহাতে কোর্ট আফ ওয়ার্ডেস ১৮২০ সালের ৬ আইনক্রমে হস্তনিঃক্ষেপ না করিয়া থাকিলে ও ঐ নাবালগ গণের কেহ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হওয়াপর্যন্ত উপরোক্ত উত্তরাধি হওয়ার পর যে বাকী পড়িবেক তজ্জন্য নীলাম হইবেক না এবং আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে রাজস্বের কর্ম্ম কর্ত্তা কর্ত্তৃক ক্রোক হওয়া সম্পত্তির ক্রোক কালীনের বাকী আদায় জন্য নীলাম হইবেক না এবং আদালতের হুকুমে রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক ক্রোক হওয়া সম্পত্তির ক্রোক কালীনের বাকী জন্য বৎসরের শেষ না হইলে নীলাম হইবেক না।

ধারা ১১। নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময় কালেক্টরেরা কোন মহালের নীলাম রহিত ও তদ্রূপ কমিসনরেরাও তজ্জন্য কালেকটরের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন এবং রহিত হওয়া হুকুম প্রাপ্তের পর নীলাম হইলে তাহা বিধি পূর্ব্বক হইবেক না কিন্তু কালেকটর ও কমিসনরকে নীলাম রহিত করণ জন্য কারণ রুবকারিতে লিখিয়া রাখিতে হইবেক

এবং নীলাম রুকিত জন্য কমিসনরের হুকুম কালেক্টরের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে নীলাম হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ১২। নীলাম সর্ব্বদা কালেক্টর কি তদ্ভারাপন্ন কর্ম্মকর্ত্তাকর্ত্তৃক ভূমির রাজস্বের কাছারিতে হইবেক ভিন্ন কোন পক্ষের সুভিতা জন্য সময় বোর্ডের আদেশে অন্য স্থানে নিরূপণ হইতে পারিবেক।

ধারা ১৩। পীড়িত থাকন কি কোন পর্ব্বে কি অপর কারণ নিরূপিত দিবসে নীলাম আরম্ভ হইতে না পারিলে অথবা আরম্ভ হইয়া কোন কারণে সম্পূর্ণ না হইলেও রবিবার কিম্বা পর্ব্বের দিন না থাকিলে পর দিবস নীলাম হইতে পারিবেক কিন্তু কারণ রুবকারিতে লিখিয়া তাহার নকল কমিসনরিতে পাঠাইতে ও তদ্রূপ ইশতিহার আপন কাছারিতে লটকাইতে হইবেক এবং যে পর্য্যন্ত নীলামে আরম্ভ ও শেষ না হইবেক প্রতি দিন ঐরূপ কর্ম্ম করিতে নতুবা সর্ব্বদা নিরূপিত দিবসেই নীলাম করিতে হইবেক।

ধারা ১৪। এই আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত দিবসে যে নীলাম হইবেক তাহা কালেক্টরির সেরেস্তার তৌজি কি রেজেষ্টরির লিখিত মহালের ন্যূন নম্বর হইতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক তাহার অন্যথা কোনমতে হইবেক না।

ধারা ১৫। উক্ত মতে নীলাম হইলে যে ব্যক্তি খরিদ করিবেক তাহাকে তৎক্ষণাৎ কি নীলাম সম্পন্নের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র বিবেচনা করেন ঐ খরিদারকে পনের টাকার

উপর কি শত ২৫ টাকা নগদ কি বাঙ্গালব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কি কোম্পানির কাগজ ইনডর্স করিয়া আমানত করিতে হইবেক নচেৎ তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

ধারা ১৬। পনের টাকা বেবাক নীলামের দিন হইতে ৩০ দিনের দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ও সে দিবস রবিবার কি পর্ব্ব হইলে কাছারি খুলিবার দিন দিতে হইবেক তাহা না দিলে ও যত বার ঐরূপ হইবেক আমানতি টাকা সরকারে জব্দ ও মহাল পুনর্ব্বার নীলাম ও খরিদারের দাওয়া লোপ ও প্রথম [illegible] নীলামে ন্যূন হইলে ঐ ন্যূন টাকা সরকারি মালগুজারির বাকী আদায়ের নিয়ম ক্রমে ঐ খরিদারের স্থানে আদায় হইয়া বাকীদারের হিসাবে জমা হইবেক এবং ঐরূপে যতবার পুনঃ বিক্রয় হইবেক পূর্ব্বের ডাকনিয়ারা সকলেই একত্রে কি প্রত্যেকে আপনার ন্যূন হওয়া টাকার দায়ি হইবেক এবং পুনর্ব্বার বিক্রয় জন্য ইশ্তিহার এক আইনের ৮ ধারার নিরূপিত মতে জারী করিতে হইবেক।

ধারা ১৭। উক্ত মতে কোন মহাল বিক্রী হইলে কালেক্টর সাহেবেরা দেশীয় ভাষায় এক ইশ্তিহার আপন কাছারিতে ও অবিলম্বে অপর ইশ্তিহার ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ সংক্রান্ত পোলীসের থানা কি মোনসেফের কাছারিতে ও তালুকদারের তালুকের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রধান স্থান এই সকল স্থানে লটকাইতে হুকুম করিবেন যে ঐ ইশ্তিহারের লিখিত দিবসের পর আপন ২ দেনা পাওনা এ আইনের ২১ ধারার লিখিত এক্তারা জারী পায় ও ঐ মহালের প্রজা ও মাল-

গুজারি দারেরা কাহাকে না দেয় ও তাহা দিলে খরিদারের স্থানে মজুরা পাইবেক না।

ধারা ১৮। উক্ত মতে নীলামের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্ত কমিস্যনরিতে নীলামের তারিখ হইতে ১৫ দিনের দিন কি তাহার পূর্ব্ব কি কমিস্যনরিতে পাঠাইবার জন্য কালেক্টরিতে দশ দিনের পূর্ব্ব দাখিল হইলে গ্রহণ হইতেও ঐ আইনের নিয়মানুসারে নীলাম না হইয়া থাকিলে কমিস্যনর তাহা অন্যথা করিয়া বাকীদারের ত্রুটি থাকিলে খরিদারের ক্ষতি পুরণ জন্য বিবেচনামতে বাকীদারের প্রতি আদেশ করিবেন কিন্তু ঐ ক্ষতির টাকা কোম্পানির কাগজের চলিত সুদের অধিক হই-বেক না এবং কমিস্যনরের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ১৯। কমিস্যনরেরা আপীল কালীন কোন নীলামের প্রতি নিষ্ঠুরতা কি অন্যায় বোধ করিলে তাহার হুকুম স্থকিত রাখিয়া সদর বোর্ডে জানাইবেন সদর বোর্ডের বিবেচনা সিদ্ধ হইলে নীলাম অন্যথা জন্য গবর্ণমেণ্টে জানাইবেন এবং গবর্ণ-মেণ্ট ঐ নীলাম অন্যথা করিয়া কোন নিয়মানুসারে ঐ মহাল বকীদারকে ফিরিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ২০। এই আইনের ১৬ ধারার লিখিত পনের টাকা দাখিল ও নীলামের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে ঐ নীলামের দিন ধরিয়া ৩০ দিনের দিন দুই প্রহরের সময় নীলাম সিদ্ধ হইবেক নতুবা আপীল হইলে কমিস্যনর কর্তৃক আপীল ডিসমিস হও-

নের তারিখ হইতে চূড়ান্ত হইবেক ৩০ দিনের মধ্যে ডিসমিস হইলে উক্ত ৩০ দিনের ২ প্রহরে সম্পূর্ণ হইবেক।

ধারা ২১। উপরোক্ত মতে বিক্রয় সিদ্ধ হইলে কালেক্টর কি তদ্ধারাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক নীচের লিখিত মতে খরিদারে সর্টিফিকিট পাইবেক।

আমি জ্ঞাপন করিতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরিদ করিয়াছে এবং তাহার খরিদ অমুক তারিখ অর্থাৎ নীলামের দিবস হইতে আমলে আসিবেক। অমুক কালেক্টর।

উক্ত সর্টিফিকিট বিক্রয় হওয়া মহালে ক্রেতার অধিকার হওন জন্য সমস্ত আদালতে প্রমাণ স্বরূপ হইবেক এবং কালেক্টর ঐ হস্তান্তরের বিষয় ইশ্তিহারে লিখিয়া আপন কাছারি ও ঐ মহাল কি তাহার অংশ যে মুনছফ কি থানার এলাকায় থাকে ঐ মুনছফ ও থানার কাছারিতে এবং তালুকদারের কাছারি কি ঐ তালুকের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইবেন এবং প্রথম নীলামের দিবস পর্য্যন্ত সরকারি মালের বাকী ঐ পনের টাকা কি পুনর্ব্বার নীলাম হইলে তাহার পনের টাকা হইতে লইয়া সরকারি অপর বাকী ঐ মহালের উপর থাকিলে তাহাও কর্ত্তন করিয়া বাকী টাকা রেজেষ্টরিকরা ভূম্যধিকারিগণের রসিদ লইয়া দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীর নাম জারী থাকিলে প্রত্যেকের রসিদে নতুবা সকলের স্থানে এক রসিদ লইয়া দিবেন সরকারি বাকী আদায় হইয়া ভূম্যধিকারি কি তাহার উত্তরা-

থিকে টাকা দেওনের পূর্ব্বে কেহ দাবী করিলে আদালতের হুকুম ও ডিক্রী জারী ভিন্ন তাহাকে দেওয়া কি ক্রোক হইবেক না। আদালতের হুকমে কোন টাকা দেওয়া ও পরে ঐ নীলাম আদালত কর্ত্তৃক অন্যথা হইলে ভূম্যধিকারি সুদ সমেত খরিদারের টাকা না দিলে মহাল ফিরিয়া পাইবেক না।

ধারা ২২। ঐ সর্টিফিকিট পাওয়া খরিদারকে বেদখল করণ জন্য যদ্যপি কেহ এমত কারণে নালিশ করে যে ঐ খরিদ উভয় সম্মতে বেনামিতে সর্টিফিকিট পাওয়া ব্যক্তির নামে হইয়াছিল তবে সে নালিশ মায় খরচা ডিসমিস হইবেক।

ধারা ২৩। নীলাম সিদ্ধ হইলে যেমত এই আইনের ২১ ধারা ক্রমে সংবাদ করিতে হয় কমিস্যনর কর্ত্তৃক কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলেও ঐ রূপ সংবাদ করিতে ও বায়না ও পনের টাকা কোম্পানির কাগজের উচ্চ হারের সুদসমেত তৎক্ষণাৎ খরিদারকে ফিরিয়া দিতে হইবেক।

ধারা ২৪। উক্ত খরিদার বিক্রীর দিনহইতে সরকারি মালগুজারির কিস্তির দায়িক হইবেক ঐ মহাল পনর্ব্বার নীলাম হইলেও খরিদারকে প্রথম নীলামের পর কিস্তির টাকা দিতে হইবেক।

ধারা ২৫। সরকারি বাকী কি তদুপযুক্ত দাবী জন্য এই আইন জারীর পর যে নীলাম হইবেক তাহাতে এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ না হইয়া থাকিলেও বিরুদ্ধাচরণ হইলে তাহা ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনরিতে আপীলকালীন জ্ঞাত করা না হইলেও ২০ ধারা

চূড়ান্ত হওনের

বতে নালিশ উত্থাপন না করিলে কোন আদালত ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং পনের টাকার কোন অংশ লইলে নীলামের প্রতি আপত্য হইবেক না কিন্তু অপর কোন ব্যক্তির প্রতারণাতে নীলাম হইয়া থাকিলে ঐ নীলাম জন্য ক্ষতি পূরণের দাবী ঐ ব্যক্তির প্রতি করণে নিষেধ কোন প্রকারে এই আইনে নাই।

ধারা ২৬। আদালত কর্তৃক নীলাম অন্যথার হুকুম চূড়ান্ত হইলে কোম্পানির কাগজের উচ্চহারের সুদসমেত টাকা খরিদার কোম্পানির তহবিল হইতে পাইবেক।

ধারা ২৭। এই আইনক্রমে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও বাণারসের চিরস্থায়ি বন্দবস্তি জেলার মহাল যে ব্যক্তি খরিদ করিবেক ঐ মহালের বন্দবস্তের পর ঐ মহালের উপর কোন দাবী থাকিলে তাহার সহিত খরিদদারের কোন এলাকা থাকিবেক না সে ব্যক্তি নীচের বর্জিত ভিন্ন ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার লিখিত নোটিস দিয়া জমা বৃদ্ধি ও রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেক অপর কোন আইনে নিষেধ থাকিলেও তাহার প্রতি বন্ধক হইবেক না।

১। চিরস্থায়ি বন্দবস্তের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের অধিক যে জমীর ইস্তমরারি কি মোকররি সমত একসা চালে আসিতেছে।

২। [illegible] সালের ৮ আ[illegible] ৫১ ধারার লিখিত কারণক্রমে যে জমাবৃদ্ধি হওনের যোগ্য ছিল না।

৩। মোকররী কিম্বা বর্দ্দিনি প্রজা যাহারা নিরূপিত খাজানা দিয়া ভোগকার অথবা চলিত আইনমতে নিরূপিত খাজানা দেয়।

৪। বসত বাটী কি কারখানা নির্ম্মাণ অথবা আকর বাগান পুষ্করিণী খাল দেবালয় গোরস্থান জঙ্গলবুরিকি তদনুরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্তে উপযুক্ত খাজানায় কেহ কোন ভূমির পাট্টা লইয়া থাকিলে ও ঐ পাট্টা মিয়াদি বা চিরকালের নিমিত্তে হউক পাট্টার লিখিত কার্য্য ঐ ভূমিতে ব্যবহার্য্য থাকিলে।

৫। কুড়ি বৎসরের অনধিক মিয়াদের নিমিত্তে বিনে প্রতারণা উপযুক্ত খাজানায় কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমির ইজারা লিখিত পাট্টা ক্রমে সাবেক মালিক কাহাকে দিয়া থাকিলে ও ঐ পাট্টার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্টরি হইলে কিন্তু তৎকালীন ইজারদারকে কালেক্টরের নিকট ভূমির স্থান ও জমা পরিমাণ ও পাট্টার মিয়াদ ও উভয় পক্ষের নাম লিখিয়া এক এত্তেলা দিতে হইবেক এবং তাহাতে সরকারের পক্ষে ক্ষতি থাকিলে কালেক্টরেরা আপত্তি করিতে ও কমিস্যনরের সম্মতি ক্রমে তিন মাসের মধ্যে আপত্তি সূচক ইশতিহার আপন কাছারিতে লটকাইতে পারিবেন কিন্তু তজ্জন্য ইজারার ব্যাঘাত হইবেক না কিন্তু উক্তমতে রেজেষ্টরি ও এত্তেলা হইয়া থাকিলেও

যদ্যপি প্রতারণা রহিত উচিত ব্যবস্থায় ইজারা না হইয়া থাকে তবে বাকী খাজানার কারণ নীলামের খরিদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐ ইজারা অন্যথা করিতে পারিবেক।

ধারা২৮। এই আইনানুসারে বাকী মালগুজারি আদায়ের কারণ নীলামের খরিদারেরা ২৭ ধারার লিখিত দায়যুক্ত হইয়া বসত বাটী ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ঘর ও বাগান পুষ্করিণী খাল ও জলের নালা ও তদনুরূপ অপর পাট্টা যাহার নির্দ্ধারিত খাজানা আদায় পূর্ব্বক ঐ ঐ কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে তাহা ব্যতিরেকে সাবেক মালিকদিগের তাবৎ বন্দবস্ত রহিত ও ঐ মহালের প্রথম বন্দবস্ত কালীন প্রথম বন্দবস্তকারির যে ক্ষমতা ছিল তাহা ঐ খরিদারের প্রতি অর্পণ হইবেক কিন্তু ইহাতে এমত বোধ হইবেক না যে নীলাম খরিদার যে কোন প্রজার স্থানে বেশী খাজানা তলব করিতে পারিবেক তবে সাবেক মালিক অনুগ্রহ কি নজর প্রযুক্ত পরগণা কি গ্রামের হারের কম জমায় পাট্টা দিয়া থাকিলে ও তাহা আইন বিরুদ্ধ হইলে বেশী জমা লইতে পারিবেক।

ধারা২৯। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইবেক যে কোনো মহাল বাকী খাজানা কারণ নীলামের পূর্ব্বে সাবেক মালিকদিগের পাট্টা ও হস্তান্তর পত্র ইত্যাদি অপর দায়ের বজায় কি মঞ্জুর থাকার শর্ত রাখিয়া নীলামের হুকুম দিতে পারেন এমত হইলে নীলামের সময় তাহা কালেক্টরের দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতে হইবেক তাহাতে বাকীর প্রেক্ষাতে বিক্রয় না হইলে কিম্বা উত্তরকাল

২। দশসালা বন্দবস্ত কালীন ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত কারণক্রমে যে জমা বৃদ্ধি হওনের যোগ্য ছিল না।

৩। খোদকস্তা কিম্বা কদিমি প্রজা যাহারা নিরূপিত খাজানা দিয়া ভোগকার অথবা চলিতাইনমতে নিরূপিত খাজানা দেয়।

৪। বসত বাটী কি কারখানা নির্ম্মাণ অথবা আকর বাগান পুষ্করণী খাল দেবালয় গোরস্থান জঙ্গলবুরিকি তদনুরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্তে উপযুক্ত খাজানায় কেহ কোন ভূমির পাট্টা লইয়া থাকিলে ও ঐ পাট্টা মিয়াদি বা চিরকালের নিমিত্তে হউক পাট্টার লিখিত কার্য্য ঐ ভূমিতে ব্যবহার্য্য থাকিলে।

৫। কুড়ি বৎসরের অনধিক মিয়াদের নিমিত্তে বিনে প্রতারণা উপযুক্ত খাজানায় কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমির ইজারা লিখিত পাট্টা ক্রমে সাবেক মালিক কাহাকে দিয়া থাকিলে ওঐ পাট্টার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তাহা রেজেষ্টরি হইলে কিন্তু তৎকালীন ইজারদারকে কালেক্টরের নিকট ভূমির স্থান রাজস্ব পরিমাণ ও পাট্টার মিয়াদ ও উভয় পক্ষের নাম লিখিয়া এক এত্তেলা দিতে হইবেক এবং তাঁহাতে সরকারের পক্ষে ক্ষতি থাকিলে কালেক্টরেরা আপত্য করিতে ও কমিস্যনরের সম্মতি ক্রমে তিন মাসের মধ্যে আপত্য সূচক ইশ্‌তিহার আপন কাছারিতে লটকাইতে পারিবেন কিন্তু তজ্জন্য ইজারার ব্যাঘাত হইবেক না কিন্তু উক্তমতে রেজেষ্টরি ও এত্তেলা হইয়া থাকিলেও

যদ্যপি প্রতারণা রহিত উচিত খাজানায় ইজারা না হইয়া থাকে তবে বাকী খাজানার কারণ নীলামের খরিদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐ ইজারা অন্যথা করিতে পারিবেক।

ধারা ২৮। এই আইনানুসারে বাকী মালগুজারি আদায় কারণ নীলামের খরিদারেরা ২৭ ধারার লিখিত দায় মুক্ত হইয়া বসত বাটী ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের ঘর ও বাগান পুষ্করণী খাল ও জলের নালা ও তদনুরূপ অপর পাট্টা যাহার নির্দ্ধারিত খাজানা আদায় পূর্ব্বক ঐ ঐ কর্ম্ম হইয়া আসিতেছে তাহা ব্যতিরেকে সাবেক মালিকদিগের তাবৎ বন্দবস্ত রহিত ও ঐ মহালের প্রথম বন্দবস্তকারীর প্রথম বন্দবস্তকারির যে ক্ষমতা ছিল তাহা ঐ খরিদারের প্রতি অর্পণ হইবেক কিন্তু ইহাতে এমত বোধ হইবেক না যে নীলাম খরিদার যে কোন প্রজার স্থানে বেশী খাজানা তলব করিতে পারিবেক তবে সাবেক মালিক অনুগ্রহ কি লভ্য প্রযুক্ত প্রবঞ্চনা কি গ্রামের হারের কম জমায় পাট্টা দিয়া থাকিলে ও তাহা আইন বিরুদ্ধ হইলে বেশী জমা লইতে পারিবেক।

ধারা ২৯। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে কোনো মহাল বাকী খাজানা কারণ নীলামের পূর্ব্বে সাবেক মালিকদিগের পাট্টা ও হস্তান্তর পত্র ইত্যাদি অপর দায়ের কতক কি সমুদয় বহাল রাখিয়া নীলামের হুকুম দিতে পারেন তাহা হইলে নীলামের সময় তাহা কালেক্টরের দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতে হইবেক তাহাতে বাকীর মেকদারের বিক্রয় না হইলে কিম্বা উত্তরকাল

রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত [illegible] করিবেন এই আইনের ২৩ ধারার লিখিত নীলাম চূড়ান্ত হওনের পূর্ব্বে কোন সময় গবর্ণমেণ্ট ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিয়া ৯৭ ধারার ১ নং দফার লেখা মতে অর্থাৎ [illegible] অনিয়মে নীলামের আদেশ করিতে পারিবেন নীলাম উক্তমতে চূড়ান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বাকী খাজানা কারণ নীলামের আবশ্যক হইবে উক্তমতে অনিয়মে কি নিয়ম মতে বিক্রয়ের আদেশ গবর্ণমেণ্ট করিতে পারিবেন অনিয়মে বিক্রয় হইলে অথবা নীলামের অধিক মূল্য হইলে ঐ অধিক টাকার সমুদয় কি কতক যাহাদিগের স্বত্ব রহিত করিয়া নীলাম করা গেল তাহাদিগের দেওন জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ৩০। বাটোয়ারার মহালের অংশীদারেরা যাহারা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ ও ৩৪ ধারাক্রমে আপনাদিগের অংশ নীলাম হইতে রক্ষা করিতে পারে তদ্ব্যতিরেক কোন মেজেষ্টরি কি রেজেষ্টরি ভিন্ন অংশীদারেরা বেনামে কি বিনামে এই আইনোক্ত নীলামে বাকী পড়া মহাল খরিদ করিলে অথবা অপর খরিদ কি কোন কারণে প্রাপ্ত হইলে অথবা এক মহালের দেনায় অপর মহাল নীলামে খরিদ করিলে নীলামকালীন ঐ মহালে যে দায় ছিল তাহার দায়িক ও সাবেক মালিকের যে অধিকার রাইয়ত ও জোতদারের প্রতি থাকে তাহার অধিক অধিকার প্রাপ্ত হইবেক না।

ধারা ৩১। নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত বাকীদারেরা যে পাওনা

হাইয়তের স্থানে থাকিবেক তাহা ক্রোক ভিন্ন অপর যেকোন নিয়মানুসারে আদায় করিতে পারিবেক।

ধারা ৩২। কালেক্টর কি অপর কর্ম্মকারক যাহারা [illegible] করিবেন তাহাদিগের সমীপে কেহ তৎকালীন খোলা কাগজ দিতে অবিজ্ঞা করিলে ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও তাহা না দিলে এক মাসের অনধিক দেওয়ানী জেলে কয়েদ করিতে ও মাজিষ্টরের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহা জারী করিতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনরের নিকট আপীল ও তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ৩৩। এই আইনের ১৫ ধারার লিখিত বায়না আমা- নত না করা অবিজ্ঞা বোধ করা যাইবেক।

এই আক্টের ৩ ধারাক্রমে সদর বোর্ড কর্ত্তৃক নীলামের দিন নিরূপণ।

তারিখ ২২ জানেয়ার ১৮৪২ গোঃ পঃ ৭৩।

জিলা ছিলহট ভিন্ন বাঙ্গালা ও অমলি সাল চলন জিলায়।

২৮ জুন ২৮ সেপ্টেম্বর ২৮ ডিসেম্বর ২৮ মার্চ

ফসলি চলন জিলায়।

২১ জুন ২৮ সেপ্টেম্বর ২৮ ডিসেম্বর ২৮ মার্চ

	বাঙ্গালা ও অমলি মহাল	কসলি মহাল
৫০ টাকার ন্যূন জমার মহাল	মার্চ	জুন
৫০ টাকার ঊর্দ্ধ ৫০০ টাকার ন্যূন	ডিসেম্বর ও মার্চ	ডিসেম্বর ও জুন
৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ ১০০০ টাকার ন্যূন	ডিসেম্বর ও মার্চ	ডিসেম্বর

ও জুন

জিলা ছিলহট। [illegible]

২৮ সেপ্টেম্বর ২৮ জানেয়ারি ২৮ আপ্রিল

ধারা ৩৪। এই আইন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও বানারস ও দণ্ড ও অধিকরা যে দেশ এইক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন ঐ সকল দেশে খাটিবেক কলিকাতা মান্দ্রাজ ও মালাকা ও সিঙ্গা-পুরের সহিত খাটিবেক না।

ধারা ৩৫। এই আইন ১৮৪২ সালের ১ দিবস হইতে প্রচলিত হইবেক।

আক্ট ১৩ জারী ১৬ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৫৭।

আমদানি মদিরার মাসুল ও সুকতি বাদ দেওনের বিবরণ।

আঃ ১৫ জারী ২৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬৫।

যেহেতু কলিকাতা নিবাসীর জায়দাদ ১৮৪০ সালের ২৩ আক্টক্রমে মপস্বল আদালত ক্রোক করিতে পারেন এগতে ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার যে কলিকাতা নিবাসীর জিলা আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় জামিনের আবশ্যক ছিল তাহা অন্যথা হইল।

আক্ট ১৬ জারী ৩০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬৯।

ধারা ১। উত্তরকাল জাষ্টিস আফ পিসের কর্ম করণ জন্য স্থান সম্পর্কীয় যে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে শপথ ও শপথপত্র স্বাক্ষর করিয়া উক্ত কর্ম করিতে পারি-বেন ও শপথ পত্র ঐ আদালতের সেরেস্তায় থাকিবেক।

ধারা ২। পূর্বে যাহারা অপর জাষ্টিস আফ পিসের নিকট শপথ করিয়াছেন তাহারা এই আইনমতে শপথ না করিয়াও উক্ত কর্ম করিতে পারিবেন।

আং ১৭ জারী ৩০ আগষ্ট। গোং পৃঃ ৩৭০।

ধারা ১। বঙ্গ রাজধানীর উভয় সদর ও নেজামত আদালতের প্রতি ক্ষমতা হইল যে ঐ ঐ আদালতের রেজেষ্টরের স্বাক্ষরিত হুকুম নামার দ্বারা আপীলের মোকদ্দমা বিচার কারণ প্রস্তুত ও ডিক্রী ও হুকুম জারীর ভার ঐ রেজেষ্টরের প্রতি অর্পণ করিতে ও তদ্বিষয়ে চলিতাইনমতে পরওয়ানাদি জারী জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

ধারা ২। ঐ ঐ আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার জামীন দিতে হইবেকনা এবং ঐ ঐ আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য সময়ে২ যে নিয়ম স্থির করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন তথায় তাহা স্বাব্যস্ত হইলে এই আইনের ন্যায় প্রবল হইবেক।

আং ১৮ জারী ৩০ আগষ্ট। গোং পৃঃ ৩৭০।

ধারা ১। নিজ ব্যবহারের অস্ত্র ভিন্ন বারুদ অস্ত্র কি যুদ্ধের সরঞ্জাম সরকারি কর্ম্মকারকের অনুমতি পরওয়ানা ও নিয়ম ভিন্ন কেহ কোম্পানির রাজ্যের বাহিরে রপ্তানি কি তজ্জন্য উদ্‌যোগ করিলে তাহা কষ্টম কালেক্টর কি উক্ত কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক জব্দ ও ঐ অপরাধ মাজিষ্টরের সমীপে প্রমাণ হইলে ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ২। কোন ব্যক্তি উক্ত পরওয়ানা না পাইয়া একস্থানে কি দেড় ক্রোশের মধ্যে নানা স্থানে ৵৷৷৫ সের বারুদের অধিক রাখিলে কি সংগ্রহ করিলে মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ৫০০ টাকার অন-

থিক জরিমানা ও ঐ মালের মাশুল কালেক্টর কিম্বা কাষ্টম কর্তৃক জব্দ হইবেক।

ধারা ৩। গবর্ণমেণ্টের উচিত বোধ হইলে উক্ত পরওয়ানা ব্যতিরেক উক্ত দ্রব্যের রপ্তানির অনুমতি কোন বন্দর হইতে করিতে পারিবেন।

আঃ ১৯ জারী ৩ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৭৩।

মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায় দখল নিবারণ জন্য যেমত প্রতীকার জজ কর্তৃক সরাসরি বিচারে হইতে পারে তাদৃক উত্তরাধিকারিদের ক্ষমতাক্রমে অসম্ভব জন্য আদেশ হইল যে।

ধারা ১। কোন ব্যক্তি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মৃত না হইলে ও তাহার সম্পত্তি কেহ বেদখল করিয়া থাকিলে কি তজ্জন্য উদ্‌যোগ করিলে ঐ সম্পত্তির সমুদয় কি কতক অংশের উত্তরাধিকারিরা তাহার প্রতীকারজন্য ঐ সম্পত্তি কি কতক অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেক।

ধারা ২। ঐ সম্পত্তিতে কোন নাবালগ কি অযোগ্য কি অনুপস্থিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব থাকিলে তাহার মোক্তার কুটুম্ব কি অন্তরঙ্গ কি কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব থাকিলে তাহারাও উক্ত প্রতীকার জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেক।

ধারা ৪। ঐ দরখাস্ত কোন জজ সমীপে হইলে তিনি প্রথমতঃ আপন বিবেচনামতে দরখাস্তকারির প্রমাণ প্রতিজ্ঞা ও স্যাক্ষী ও দলিলের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন তাহাতে যদি বিশ্বাস হয় যে ঐ সম্পত্তিতে দখলকারির কি তজ্জন্য উদ্যোগীর স্বত্ব নাই দরখাস্তকারির কি যাহার পক্ষে দরখাস্ত করিয়াছে তাহার স্বত্ব আছে এবং জাবেতা নালিশের দ্বারা প্রতীকার পাইতে হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা ও দরখাস্ত যথার্থ তবে আসামীকে তলব ও ঐ সম্পত্তি কাহারো দখলে না থাকুক কি দখল জন্য বিবাদ থাকুক ইশতিহারের দ্বারা সংবাদ করিবেন আবশ্যক মিয়াদ গত হইলে সরসরিমতে দখলের বিচার করিয়া দখল দেওয়াইবেন ও তজ্জন্য নীচের লিখিত মতে জাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না আসামী তলবের পূর্ব্বে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হউক বা না হউক কেহ কোন সম্পত্তি ক্রোকের দরখাস্ত করিলে ঐ সম্পত্তির তালিকা ও ক্রোক জন্য অবিলম্বে জজ অনেক আমলা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৫। সরসরি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে কোন সম্পত্তির হরণ কি ক্ষতির সম্ভাবনা ও জামীন লওনের বিলম্বে কি অনুপযুক্ত জামীন জন্য অধিক ক্ষতি জজের বোধ হইলে নীচের লিখিত কায়দা মতে এক কি ততোধিক সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন কিন্তু সরসরি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া দখলকারের দখল কি অন্যের দখলে রাখা সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগের কর্ত্তাতা রহিত হইবেক ভূমি সম্পত্তি হইলে সম্পত্তির রক্ষকতা কালেক-

এবং কি আদালত আবশ্যক প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন কিন্তু যে কোন সম্পত্তির রক্ষক নিয়োগ হইলে সেই নিমিত্ত ঘোষণা করিতে হইবেক।

ধারা ৬। ঐ সম্পত্তি রক্ষককে জজ সাধারণরূপে কি দখিলকারের জামীন না দেওয়া কি সম্পত্তির তালিকা না করা পর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির ক্ষতি ও অপহরণ নিবারণ জন্য ঐ সম্পত্তি অপর দখলে রাখিতে হুকুম দিতে পারিবেন কিন্তু দখিলকার জামীন দিলেও সম্পত্তি তাহার দখলে থাকা না থাকা জজের বিবেচনাধীন তাহার দখলে রাখিতে ও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও দস্তাবেজ ও অপর বস্তু রাখনের বিষয় জজের হুকুম তাহাকে মান্য করিতে হইবেক।

ধারা ৭। জজ ঐ সম্পত্তি রক্ষকের স্থানে বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ ও পশ্চাৎ লিখিত হিসাব দেওন জন্য জামীন লইবেন এবং তাহাদিগের কোন বিবেচনামতে স্থাবর অস্থাবরের বার্ষিক উৎপন্নের উপর শতকরা ৫ টাকার অধিক না হয় ঐ সম্পত্তি হইতে লইতে আদেশ করিবেন এবং বাকী টাকা ঐ রক্ষক কর্ত্তৃক আদালতে দাখিল হইয়া কোম্পানির কাগজ খরিদ হইবেক যদ্যপি সম্পত্তি রক্ষকের স্থানে অযোগ্যে জামীন লইতে হইবেক এবং কর্ম্মের নিয়ম নহে এই তথাপি জামীনের বিষয় জন্য কর্ম্মের ভার অযোগ্যে অর্পণ জন্য জজের প্রতি নিষেধ নাই।

ধারা ৮। মৃত ব্যক্তির সমস্ত কি কতক সম্পত্তি সরকারের মালগুজারির ভূমি হইলে দখিলকারকে তলব ও রক্ষক নিয়োগ

কি অপরকে মনোনীত করণ বিষয় জজ কালেক্টরের নিকট রিপোর্ট তলব করিবেন এবং কালেক্টর তাহার সম্পাদন করিবেন এবং জজ আবশ্যক মতে কালেক টরের রিপোর্ট না লইয়াও কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু তাহা হইলে তাহার কারণ সদর আদালতে রিপোর্ট করিবেন সদর আদালত তাহাতে অসম্মত হইলে কালেক টরের রিপোর্ট লইয়া কর্ম্ম করণজন্য জজের প্রতি আদেশ করিবেন।

ধারা ৯। সম্পত্তি রক্ষকেরা কোন নালিশ উত্থাপন ও কোন নালিশের জওয়াব দেওনজন্য জজের হুকুমানুসারে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবেন ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধ যে কোন নালিশ ও জওয়াব দেহি ঐ সম্পত্তি রক্ষকের নামে হইতে পারিবেক এবং সম্পত্তি রক্ষকের সনদে দেনা ও খাজানা আদায়ের অনুমতি থাকিবেক ও তদ্দ্বারা তাহারা প্রাপ্ত টাকার রসিদ দিবেক।

ধারা ১০। সম্পত্তি রক্ষকের জিম্মায় সম্পত্তি থাকন সময় সমাপরি বিচারে যাহার স্বত্ব দেখা যায় তাহাদিগের খরচ উপযুক্ত জজ কিছু২ দিতে পারিবেন কিন্তু সমাপরি বিচারে তাহাদিগের হক সাব্যস্ত না হইলে সুদসমেত ঐ টাকা ফিরিয়া পাওনের নিমিত্তে জজের বিবেচনামতে জামীন লইতে পারিবেন।

ধারা ১১। সম্পত্তি রক্ষকেরা মাসে২ অথবা বহুকাল ঐকর্ম্মে থাকিলে তিন মাসান্তর সংক্ষেপ হিসাব দাখিল ও কর্ম্মচ্যুত হইলে জজের বোধ যোগ্য বিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক।

ধারা ১২। সম্পত্তি রক্ষকদিগের উক্ত হিসাব তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই দেখিবেন ও আপন২ তরফ কৌনসিল নিয়োগ করিতে পারিবেক ঐ হিসাব ভুল কি অসম্পূর্ণ কি প্রস্তুত না থাকিলে কিম্বা জজের তলবমতে উপস্থিত করিতে না পারিলে ত্রুটিদোষে ১০০০ টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ১৩। কোন জিলা জজ সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করিলেও তাহা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির প্রতি হইলে ঐ রাজধানীর অন্য অপর জজ আর রক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন না কিন্তু ক্ষুদ্র সম্পত্তির প্রতি হইলে অবশেষ সম্পত্তির নিমিত্তে প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং কোন সম্পত্তির রক্ষক নিয়োগের প্রার্থনা নিমিত্ত এক জজ আরম্ভ করিলে অপর জজ তাহা করিতে পারিবেন না আর জজ কর্তৃক নানা সম্পত্তির নানা রক্ষক নিয়োগ হইলে সদর আদালতের বিবেচনামতে সমস্ত সম্পত্তির এক রক্ষক নিয়োগ জন্য আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ১৪। মৃত ব্যক্তির মরণানন্তর ৬ মাসের মধ্যে কোন উত্তরাধিকারি উক্ত দরখাস্ত জজের সমীপে না করিলে এই আইনের কার্য্য হইবেক না।

ধারা ১৫। এই আইন সরকারের সহিত বন্দবস্তে অথবা মৃত ব্যক্তির নাবালগি কি অপর কারণে আপন সম্পত্তির দখলের বিষয় আইন সিদ্ধ নিয়ম করিয়া থাকিলে তাহাতে খাটিবেক না কিন্তু ঐ রূপ নিয়ম হইয়াছে কি না তাহার নিশ্চয় ও তদনুসারে কার্য্য জজ করিতে পারিবেন।

ধারা ১৬। এই আইনের ক্ষমতানুসারে কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের দখল অন্যথা হইবেক না কোন নাবালগ কি অযোগ্য ব্যক্তির সম্পত্তি কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসের অধীন থাকিলেও জজ দখিলকারকে তলব ও সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগের অনুজ্ঞা করিবেন ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্যন্ত কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসকে নিজ জামীনে রক্ষক নিয়োগ করিবেন সরাসরি বিচারে ঐ নাবালগ কি অযোগ্য ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত হইলে ঐ সম্পত্তি কোর্ট আফ ওয়ার্ডেসকে দখল দেওয়াইবেন।

ধারা ১৭। দখিলকার ব্যক্তির তলবের পূর্ব্বে কি পরে কারণ দরখাস্ত অগ্রাহ্য কি এই আইনমতে কেহ বেদখল হইলে সাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

ধারা ১৮। এই আইনানুসারে জজ কেবল যে দখলের নিষ্পত্তি করিবেন তাহা চূড়ান্ত ও তাহার আপীল ও পুনর্ব্বার বিচার হইবেক না।

ধারা ১৯। গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হইল যে এক কি অধিক জিলার নিমিত্তে সরকারি সম্পত্তি রক্ষক নিয়োগ করেন এবং এই আইনক্রমে জজের বিবেচনা হইলে ও ঐ সরকারি সম্পত্তি রক্ষক তাহার অধিকারে থাকিলে তাহাকে নিয়োগ করিবেন।

ধারা ২০। মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের অধিকারের কোন ব্যক্তি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মৃত হইলে ঐ আদালত ঐ সম্পত্তিতে ক্ষতি কি অপচয়ের সম্ভাবনা বোধ করিলে

তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হাকি নিরাস্তি বেলে মেজেষ্টর কি সম্পত্তি রক্ষকের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

আক্ট ২০ জারী ৬ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৮৫।

ব্রিটিস অধিকারস্থ ভিন্ন মৃত হিন্দু মোছলমান ও অপরের পাওনা আদায়ের সুনিয়ম করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ

ধারা ১। মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায়ের অধিকারির সন্দেহ থাকিলে নীচের লিখিত সার্টিফিকিট কি প্রোবেট কি লেটর আফ এডমিনিষ্টর প্রাপ্ত না হওয়া ব্যক্তিকে কোন আদালত মৃত ব্যক্তির টাকা আদায়ের অনুমতি করিতে পারিবেন না।

ধারা ২। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সমুদয় কি কতক যে জিলায় আছে সেই জিলা জজের নিকট কেহ সার্টিফিকিট জন্য দরখাস্ত করিলে জজ ঐ দরখাস্ত শুনিবার দিনস্থির করিয়া এস্তেহার দ্বারা দাবীদারগণকে আহ্বান করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে কি তাহার পর অবিলম্বে সার্টিফিকিট পাওনের অধিকারি নিশ্চয় করিয়া সার্টিফিকিট দিবেন।

ধারা ৩। ঐ সার্টিফিকিটের দ্বারা স্থির হইবেক যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত পাওনা আদায়ের অধিকার তাহার প্রাপ্ত।

যে কেহ মৃত ব্যক্তির পাওনা তাহাকে দিবেক তাহার উপর আর দায় খাটিবেক না।

ধারা ৪। ঐ সার্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে তাহার আদায় করা টাকার হিসাব দাখিল ও পাওনিয়া ব্যক্তিকে অর্পণ জন্য

হুক উপযুক্ত জামীন লইতে পারিবেন এবং ঐ টাকা পাওন জন্য পাওনিয়া ব্যক্তি কর্তৃক তাহার নামে জাবেতা নালিশের প্রতিবন্ধক এই আইনে হইবেক না।

ধারা ৫। সর্টিফিকিট পাওনের বিষয় সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ আদালত তাহা [illegible] রাখিয়া অপরকে সর্টিফিকিট দেওন কি তজ্জন্য অপর অনুসন্ধানের আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলাজজ সর্টিফিকিট দিলে পর ও দরখাস্ত মতে সদর আদালত তাহা অন্যথা করিয়া নূতন সর্টিফিকিট দিতে পারিবেন ঐ সর্টিফিকট অন্যথার সংবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার দাবী নূতন সর্টিফিকিটের দ্বারা হইবেক না কিন্তু প্রথম সর্টিফিকিটের দ্বারা যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা পরের সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার স্থানে আদায় করিবেন।

ধারা ৬। ঐ সর্টিফিকট যে রাজধানীতে দেওয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত স্থানে প্রচলিত ও অপর সর্টিফিকিট নীচের লিখিত ভিন্ন সিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ৭। উক্তমতে সর্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোম্পানির কাগজের ও কোন ব্যাঙ্কের সুদ ও তাহার অংশ লইতে ও ডিবিডেণ্ট কি তাহার কোন অংশ লইতে ও তাহা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেক কিন্তু তাহা সর্টিফিকিটে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক।

ধারা ৮। যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকিট দেওনা না হইলে

পারের সার্টিফিকিট সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে পূর্ব্বের সার্টিফিকেটের বিষয় জ্ঞাত না থাকিয়া পরের সার্টিফিকিট ক্রমে কেহ টাকা দিলে পূর্ব্ব সার্টিফিকিট ক্রমে কোন দাওয়া তাহার উপর হইবেক না।

ধারা ৯। মৃতব্যক্তির কোন সম্পত্তি কোন আদালতের অধীন থাকিলেও ঐ আদালত ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমিনিষ্টরেসন দিয়া থাকিলে পরে কোন সার্টিফিকিট দেওয়া হইলে সিদ্ধ হইবেক না।

ধারা ১০। যেস্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমিনিষ্টরেসন দেওয়া না হইলে পরের সার্টিফিকিট সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে প্রোবেট কি লেটর আফ আডমিনিষ্টরেসনের বিষয় অবগত না হইয়া সার্টিফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কেহ টাকা দিলে প্রোবেট কি লেটর আডমিনিষ্টরেসন ক্রমে তাহার উপর আর দাওয়া হইবেক না।

ধারা ১১। কোন সম্পত্তি থাকা জিলা আদালত কর্ত্তৃক সার্টিফিকিট দেওয়া হইলে পর যদি প্রোবেট কি লেটর আফ আডমিনিষ্টরেসন দেওয়া হয় তবে তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির পাওনা আদায় হইবেক না এবং কেহ দিলে মজরা পাইবেক না।

ধারা ১২। যেস্থলে পূর্ব্বে সার্টিফিকিট দেওয়া না হইলে প্রোবেট কি লেটর আডমিনিষ্টরেসন সিদ্ধ হইতে পারে এমত স্থলে সার্টিফিকিটের বিষয় অবগত না হইয়া প্রোবেট কি লেটর

স্যাক্‌ অ্যাডমনিষ্টরেসনের দ্বারা কেহ টাকা দিলে সর্টি ফিকেট ক্রমে তাহার উপর আর দাবী হইবেক না।

ধারা ১৩। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনমতে নিয়োজিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষকেরা ঐ আইন জারী না হইলে সর্টি ফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি কি অংশী কি আডমনিষ্টরেটারের যে ক্ষমতা ছিল ঐ সম্পত্তি রক্ষকেরা তাহা করিতে পারিবেন না কোন টাকা আদায় করিয়া থাকিলে দেনদার মজুরা পাইবেক কিন্তু সম্পত্তি রক্ষককে ঐ টাকা সর্টি ফিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি কি অংশী কি আডমনিষ্টরেটরকে দিতে হইবেক।

ধারা ১৪। প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন দেওনিয়া স্থান সম্পর্কীয় আদালতের অধিকারের মৃত ব্যক্তির মৃত কালীন কোন সম্পত্তি থাকিলে মহারাণীর আদালতের দেওয়া প্রোবেট কি লেটর আফ আডমনিষ্টরেসন বিটিস প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেট ইত্যাদির তুল্য হইবেক ও তাহা কেবল পাওনা আদায় ও দেওনিয়া ব্যক্তির মাতবরি জন্য হইবেক এবং এই আইনের বর্জন ব্যবস্থা থাকিবেক।

ধারা ১৫। বিটিস অধিকারস্থ কোন ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটিবেক না।

আঃ ২১ জারী ৬ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৮৮।

ধারা ১। হুকুম হইল যে মাজিষ্টরেরা সাধারণের উপকার ও সুখের নিমিত্তে অন্যায় অবরোধ ও অনিষ্টকারি বস্তু রাস্তা ও সাধারণের ব্যবহৃত স্থান হইতে উঠাইতে এবং সাধারণের

স্বাস্থ্য ও সুখের ব্যাঘাত যোগ্য অবস্থা কি ব্যাপার রক্ষিত কি স্থান স্থির করিতে এবং শীঘ্র জ্বলনশিল দ্রব্য স্থাপন কি তদ্দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ নিবারণ করিতে ও জীর্ণ গৃহ ভগ্ন হইয়া লোকের অনিষ্টের প্রতি কারণ হইলে তাহা উঠাইয়া লওনের আদেশ করিতে পারিবেন।

ধারা ২। উক্ত কর্ম্ম করণ জন্য মাজিষ্ট্রেটের আবশ্যক হইলে তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষেধের হুকুম জারী ও তাহা অসাধ্য কি অত্যন্ত কষ্টজনক হইলে বাচনিক ঘোষণা করাইবেন এবং যেখানে ইশ্তিহার দিলে তাহারা জানিতে পারে এমত স্থানে লিখিত ইশ্তিহার দিবেন তাহাতে ঐ নিষেধের ক্ষমতা-চরণ না হইলে বলপূর্ব্বক মতাচরণ করাইতে ও অমান্য জন্য ২০০ টাকার অনধিক জরীমানা কি এক মাসের অনধিক শ্রম রহিত কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন। বিঘ্নকারি দ্রব্য স্থানান্তর করণজন্য খরচের আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেটেরা ঐ দ্রব্য নীলাম করিয়া খরচ করিবেন এবং বাকী থাকিলে মালিককে দিবেন এবং রাস্তার নিকটে কাহারো পুষ্করিণী কি কূপ থাকিলে লোকের সংশয় নিবারণ জন্য তাহা ঘেরিয়া রাখিতে তাহার প্রতি আদেশ করিবেন অমান্য করিলে উক্ত জরিমানার যোগ্য হইবেক।

ধারা ৩। উক্ত হুকুমের দ্বারা কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে ঐ এত্তেলা পাওনের পর ১০ দিনের মধ্যে তাহার পর যত শীঘ্র হয় ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি বিষয়ে জুরি কি পঞ্চাইত নিয়োগ জন্য

নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট করিবেক এবং মাজিষ্টর তজ্জন্য আদেশ করিবেন ও তাহা ৫ জনের ন্যূন হইবেক না তাহার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ও অর্দ্ধেক মাজিষ্টর সাহেব ঐ স্থানের নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে হইতে ও অবশিষ্ট ব্যক্তি দরখাস্তকারি মনোনীত করিবেন এবং মাজিষ্টর প্রথম হুকুম স্থগিত রাখিয়া ঐ জমি কি তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতে নিষ্পত্তি করিবেন ঐ দরখাস্তকারির ত্রুটি কি অপর কার্য্যে জুরি কিম্বা উক্ত নিয়োগ না হইলে কিম্বা কোন কারণে নিরূপিত মিয়াদ মধ্যে জুরির নিষ্পত্তি ও রিপোর্ট না করিলে ও বিশেষ কারণ জন্য মাজিষ্টর অপর মিয়াদ না দিলে পূর্ব্ব মিয়াদ গতে তাহাদিগের ক্ষমতা রহিত হইবেক উপরোক্ত কোন কারণে জুরি কি পঞ্চাইত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইতে না পারিলে মাজিষ্টরের হুকুম জারী হইবেক।

ধারা ৪। এই আইনানুসারে মাজিষ্টর যে হুকুম করিবেন অপর, হুকুমের বিষয় তাহার আপীল চলিত আইনমতে হইবেক।

ধারা ৫। উক্ত আইন মহারাণীর আদালতের অধিকারে খাটিবেক না।

আঃ ২৭ জারী ১৮ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৬১৯।

ধারা ১। ইনসালবেন্ট আদালতের হুকুমে যে সমস্ত বাব্যস্ত না হওয়া দাবীর অংশ সরকারি ত্রেজরিতে জমা থাকে তাহা বাব্যস্ত করা দাবীদারের মধ্যে বণ্টন করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে উক্তমতে কোন অংশ ত্রেজরিতে অর্পণ হইলে

পর ৬ বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্ত কি কোন অংশের উপর দাওয়া ব্যক্ত না হইলে ইনশালবেন্ট আদালত ঐ অংশ ব্যক্ত করা দাবীদারের মধ্যে বণ্টন করণজন্য এসাইনিদিগেরকে ফিরিয়া দিতে ও ঐ অংশ দাবীর ফিস্তি হইতে উঠাইয়া ফিলিতে আদেশ করিতে পারেন কিন্তু পরে ঐ ব্যক্তি আপন দাবী ব্যক্ত করিলে ও এসাইনির হিসেবর হস্তে অপর সম্পত্তি থাকিলে তাহা হইতে তাহারা আগত অংশ সহ আপন অংশ পাইতে বঞ্চিত হইবেক না।

ধারা ২। কিন্তু উপরোক্তমতে বণ্টনের এক বৎসর পূর্ব্বে ফিস্তির লিখিত দাওয়ার সংখ্যা ও প্রকার ও দাবীদারের নাম ও পূর্ব্বে কোন অংশ তাহাকে দেওয়া ও তাহার প্রমাণ লওয়া হইয়াছে কি না তাহার বেওরা সম্বলিত এক কৈফিয়তে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে গেজেটে ইংরাজি ভাষায় ও বা কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এক কি অধিক বার ঘোষণা করিতে হইবেক এবং যে অংশের দাওয়া কখনো ব্যক্ত হয় নাই এমত অংশ এই আইনক্রমে বণ্টন হইবেক না।

ধারা ৩। বরাও চাকরের মাহিয়ানা বাকী থাকিলে অংশ বণ্টনের পূর্ব্বে কি তৎকালীন তাহা দেওন জন্য ইনশালবেণ্ট আদালত আদেশ করিতে পারিবেন কিন্তু ৬ মাসের অধিক মাহিয়ানা দিবেন না।

ধারা ৪। এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জানেরের পূর্ব্বে জারী হইবেক না।

আঃ ২৮ জারী ১৫ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৩১।

১৮৩১ সালের ২৩ আইনক্রমে যেমত সিফাহিরা দণ্ডনীয় হয়েন তদ্রুপ মুলুকের আইনের অধীন ব্যক্তিরা সনদি সেনাপতি না হইলে ঐ আইন ও অন্য আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং ১৮২৪ সালের ২ আইন এই আইনোক্ত কয়েদির প্রতি খাটিবেক।

আঃ ২৯ জারী ১৩ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬৯।

ধারা ১। কোন ফৈরাদি কি আপীলাণ্ট ৬ হপ্তার মধ্যে আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করিলে তাহার মোকদ্দমা কি আপীল ডিসমিস হইবেক ডিসমিসের পূর্ব্বে এত্তেলা দেওনের আবশ্যক হইবেক না ও হপ্তা গত মাত্র আদালত কি আসামীর পক্ষের কোন উদ্যোগ ব্যতিরেক ও অপর কোন কারণ থাকিলেও ঐ মোকদ্দমা কি আপীল অবশ্য ডিসমিস হইবেক কিন্তু ঐ মিয়াদের পূর্ব্বে ফৈরাদী কি আপীলাণ্ট কি তাহাদিগের লোক হস্তগত মোক্তারের দ্বারা বিশেষ দরখাস্তের দ্বারা অপর মিয়াদের জন্যে আদালতে জনাইলে তাহার ঐ কারণকরকারিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া অপর মিয়াদ দিতে পারিবেন অপর মিয়াদের দরখাস্ত অন্যথা করিলে কারণ লিখিতে হইবেক না।

ধারা ২। উক্ত মতে কোন মোকদ্দমা কি আপীল ডিসমিস হইলে আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা দেওনের আদেশ জজ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মতে ডিসমিস হইলে এবং নালিশের কাল ও আপীলের মিয়াদ গত না হইলে অথবা উক্ত মতে

ডিসমিস হওয়া ভিন্ন উপর আপসাবুধা থাকিলে নূতন আপীল ক মালিকের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

ধারা ৩। ১৮৪১ সালের ২৬ আক্টের ২৭ ধারার ২ দফামাফিক আদেশ হইল যে উপরোক্ত মতে উদ্যোগ না করণ জন্য ডিসমিস হওয়ার আপীল মঞ্জুরির ব্যতিরেক হইবেক না।

আং ৩০ তারিখ ডিসেম্বর। শেং পৃঃ ১৮৪২ সাল।

ধারা ১। যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির আদালতের অধীন হউক বা না হউক কোন মাজিষ্টর জাইণ্ট মাজিষ্টর কি তাহাদিগের অধীন কোন ফৌজদারি বিচারক কি দেওয়ানী সংক্রান্ত উচ্চ পদাধিকারীর সমীপে তাহার প্রদর্শন অবজ্ঞা বা কোন প্রকারে যথার্থ বিচারের বাধা জন্মাইলে ঐ আদালত কর্তৃক ২০০ টাকার অনধিক জরিমানার ও তাহা না দিলে এক মাসের অনধিক কয়েদের যোগ্য হইবেক কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে উপযুক্ত আপীল আদালতে আপীল হইতে পারিবেক এবং এই আইনের পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্টের অধীন ব্যক্তিদিগের নামে যে অপরাধের নালিশ ঐ আদালতে হইতে পারিত তাহার প্রতিবন্ধক এই আইনক্রমে হইবেক না কিন্তু দুই আদালতে উক্ত অপরাধের দণ্ড হইলে হইবেক না।

ধারা ২। সদর বোর্ড কমিসনর কালেক্টর কি তহশীলদার কার্য্যকারকের সমীপে উপরোক্ত মতে বাধা জন্মাওন জন্য ২০০ টাকার অনধিক জরিমানা ও না দিলে এক মাসের অনধিক মেয়াদে বিনা কয়েদের যোগ্য ও তাহার আপীল রাজস্বের

উপযুক্ত আপীল আদালতে হইবেক ও ঐ দণ্ড ও ১ ধারার লিখিত দণ্ডের হুকুম চলিত নিয়মমতে মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে তাহা দ্বারা জারী হইবেক।

ধারা ৩। ১৮১৪ সালের ২৩ আঃ ৪২ ও ৭৪ প্রকরণ ও ১৮২৫ সালের ১২ আঃ ৫ ধারা ২।৩ প্রকরণ ও ৬ ধারা অন্যথা হইল।

আঃ ৩১ জারী ২০ ডিসেম্বর। গোঃ পঃ ১১। ১৮৪২ সাল।

ধারা ২। ১৭৯৩ সালের ৯ আঃ ৮ ও ৯ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৬ আঃ ৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৬ আঃ ৮। ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত অপরাধের যে সমস্ত মোকদ্দমা আসিষ্টান্ট মাজিষ্টর সদর আমীন ও মৌলবী কি পণ্ডিত নিষ্পত্তি করিবেন তাহার এক আপীল ঐ নিষ্পত্তির দিন হইতে এক মাসের মধ্যে, মাজিষ্টর কি জাইণ্ট মাজিষ্টরাদির নিকট হইবেক এবং উক্ত আইনের সীমার বহির্ভুত অপরাধের কি নালিশের যে সমস্ত মোকদ্দমা মাজিষ্টর জাইণ্ট মাজিষ্টর কি বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত আসিষ্টান্টেরা নিষ্পত্তি করিবেন তাহার এক আপীল উক্তমতে এক মাসের মধ্যে সেসন জজের নিকট হইবেক এবং সেসন জজের হুকুম ও নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এক আপীল ৩ মাসের মধ্যে নেজামত আদালতে হইবেক এবং এই আইনের ৩ ধারার লিখিত উক্ত আপীলের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।

ধারা ৩। নেজামত আদালত ফৌজদারি সংক্রান্ত যে কোন নীচ আদালতের নথি তলব করিয়া উপযুক্ত হুকুম করিতে পারিবেন।

ধারা ৪। নেজামত কর্তৃক নথি তলব হইয়া বা হুজুরায় আপীল হইয়া হউক নীম্নাদালতে যে দণ্ড হইয়াছে তাহার অধিক কম্বা নীম্নাদালত কর্তৃক নির্দ্দোষী ব্যক্তির দণ্ড করিতে আদেশ করিতে পারিবেন না।

ধারা ৫। সেসন জজ ও মাজিস্ট্রর ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রর ইত্যাদির আপন ২ নীম্নাদালতের নিষ্পত্তি রীতিমত হইয়াছে কি না বুঝিবার জন্যে কারণ ঐ ঐ আদালতের রোয়দাদ তলব করিতে পারিবেন কিন্তু রীতিমত আপীল ভিন্ন তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না।

ধারা ৬। কোন আইনে নিষেধ থাকিলেও সেসন জজেরা আপন ক্ষমতাধিক দণ্ড কোন অপরাধির পক্ষে বোধ করিলে নেজামতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন।

ধারা ৭। ১৮৩৭ সালের ২৪ আইন ও অন্য ২ আইনে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পোলীসের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের অভিপ্রায় মতে মন্তান্তর ও তাহাতে হস্তনিঃক্ষেপ হইবেক না।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীঃ।

সদর নেজামত আদালতের সাধারণ লিপি।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানেয়ারি গেজেট পৃষ্ঠা ১৫।

২ নাং ৪। যেহেতু ফাঁসীর হুকুম জারী করনিয়ার অনবধান প্রযুক্ত ফাঁসী রজ্জু ছিঁড়িয়া পড়া ও তজ্জন্য অপরাধির যন্ত্রণা ও অদ্ব্যবহার প্রকাশের ব্যাঘাৎ দৃষ্ট হইতেছে এমতে হুকুম হইল যে উত্তরকাল ফাঁসীর হুকুম জারী সংক্রান্ত প্রত্যেক সার্টি-ফিকিটে লিখিত হইবেক যে উক্ত কর্ম্মে কোন দৈঘটিত ভ্রম কি দুর্দ্দৈবঘটনা হয় নাই যদ্যপি ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ ও কাহার ত্রুটিতে ঘটিয়াছে ও তজ্জন্য কিরূপ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা ফিরিয়া পাঠানো ওয়ারেণ্টে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানের। গেঃ পৃঃ ২৫।

যেহেতু ইংরাজি এফ্রে শব্দের নানা অর্থ নানা আইনে লিখিত হওয়ায় কর্ম্মের অশুভ ও উত্তরকাল এক সাধারণ অর্থ স্থির করা উচিত বোধ হইয়া আদেশ হইল যে সমস্ত ফৌজদারি রোয়দাদে এফ্রে শব্দের স্থানে খানাজঙ্গি ও দাঙ্গা হঙ্গামা ও বিবাদ জন্য লোক সংগ্রহ করিলে হঙ্গামা লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ জানেয়ারি। গেঃ পৃঃ ৩৮।

১৮৩৯ সালের ফৌজদারি কর্ম্মের কেফিয়ত তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জানেয়ারি। গেঃ পৃঃ ৪৯।

নেজামতের আদেশে সদ্ব্যবহারের জামিন জন্য কয়েদি দিগের নাম ও হুকুমের তারিখ ও তদ্বিষয়ে সাময়িক বিবেচনার নিয়ম সেসন আদালতে কিরূপ আছে তাহার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ জানেয়ারি। গেঃ পঃ ৪৯।

মাজিষ্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া ঐ হুকুমের মতাচরণ স্থকিত জন্য কেহ ইনচার্য্য সেসন জজের নিকট দরখাস্ত করিলে ঐ জজ তাহার নকল আপন রোয়দাদ সম্বলিত মাজিষ্টরিতে এই অভিপ্রায় পাঠাইবেন যে তিনি আপীলের মর্ম্ম অবগত হইয়া সেসন জজের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ঐ হুকুম স্থকিতের সুযোগ করেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩১ জানেয়ারি। গেঃ পৃঃ ৮৫।

খেয়াঘাটের বাকী আদায় কারণ মাজিষ্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্ত রিগুলেসন ডিষ্ট্রিক্‌ট অর্থাৎ আইন চলিত দেশে সেসন জজেরা গ্রহণ করিবেন না।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিব্রুআরি। গেঃ পৃঃ ৪৯।

পোলীস আমলার বাছুনি করাতে সুধারা হইয়াছে কি না তাহার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২০ মার্চ। গেঃ পঃ ৫০।

জেলে কয়েদি থাকনের স্থানের বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ মার্চ। গেঃ পৃঃ ৫০।

কোন হত্যা কি প্রাণ সংশয় আঘাতের বিষয় ডাক্তরেরা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিলেও ঐ মোকদ্দমা দওরা সোপর্দ্দ হইলে ডাক্তর সাহেবের সপথপূর্ব্বক জবানবন্দি মাজিষ্টরিতে লইতে হইবেক এবং ঐ জবানবন্দি ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাই দিবসীয় সাধারণ লিপির ৬।৭ ধারামতে স্বাক্ষর ও প্রমাণ করা হইলে ঐ ডাক্তরের অবর্ত্তমানে দওরার সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এবং ডাক্তর সাহেবের নিতান্ত সাক্ষির আবশ্যক সমস্ত মোকদ্দমায় ঐরূপ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ মার্চ। গেঃ পৃঃ ৫০।

যাবজ্জীবন কয়েদের অনুরোধ সম্বলিত নেজামত অর্পিত মোকদ্দমায় ঐ কয়েদি দ্বীপান্তরে কি আলিপুরে কয়েদ থাকিবেক তদ্বিষয়ে আপন অভিপ্রায়ের কারণ সম্বলিত রিপোর্ট সেসন জজদিগকে নেজামতে করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপ্রিল। গেঃ পৃঃ ৫১।

এক জিলার কয়েদির মৃত্যু কার্য্যক্রমে অপর জিলায় কি তথা গমনাগমন কালীন হইলে তাহার সংবাদের রিপোর্টের বিষয় নানা জিলায় নানা প্রকার ব্যবহার হইয়াছে এমতে আদেশ হইল যে প্রত্যেক মাজিষ্টরেরা আপন অধীন কয়েদি দিগের মৃত্যুর সংবাদ ঐ কয়েদিরা নিজ জিলার হউক বা অপর জিলা হইতে আগত হইয়া থাকুক আপন মাসকাবারে লিখিবেন রাস্তায় কর্ম্ম করণ কি অপর কারণ জন্য গমনাগমন কালীন

পথে কোন কয়েদির মৃত্যু হইলে তাহার সংবাদ যে জিলা হইতে প্রেরিত হইয়াছে তথাকার মাসকাবারে লিখিত হইবেক ঐ অপর জিলায় পঁহুছিয়াছে এমত সংবাদ পাইলে তাহার জিলা হইতে খারিজ হইয়া অপর জিলার কৈফিয়তে দাখিল হইবেক এবং প্রত্যাগমনকালীনও ঐমত হইবেক পথি মধ্যে কি প্রেরিত হওয়া জিলায় পঁহুছিয়া মৃত্যু হইলে ঐ মাজিষ্টর আপন স্বাক্ষর ও মোহরে ঐ মৃত্যুর সংবাদ প্রেরিত করা মাজিষ্টরের পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপ্রিল। গোঃ পৃঃ ৫২।

৬ সংখ্যার মাসকাবারের লতায় ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের পরিবর্ত্তে ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট লিখনের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ২২ আপ্রিল। গোঃ পঃ ৫২।

জাবজ্জীবন কয়েদির স্থান জেলে কি প্রকার তাহার বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে। গোঃ পৃঃ ৭২।

জেলে স্থানাভাব জন্য বাহিরে শয়ন করা কয়েদির ষাণ্মাসিক রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ২৯ মে। গোঃ পঃ ৮৫।

জামীন উপযুক্ত অপরাধে কয়েদ থাকার কারণ ১ সংখ্যা কৈফিয়তে লিখিবার আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ৫ জুন। গোঃ পৃঃ ৮৫।

জষ্টিস আফপিস পদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা চতুর্থ উইলি-

এমের মন্তব্যের পর শপথ করিয়া না থাকিলে সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট পোলীস দওরা কালীন তাহারদিগের জিলায় গমন করিলে তাহার সমীপে অথবা কার্য্যক্রমে কলিকাতা আইলে ঐ সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট কি কলিকাতার চিফ মাজিষ্টরের সমীপে শপথ করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৫ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৬।

কালেক্টরি খাজাঞ্চির হস্তে ফৌজদারি তহবিল জিম্মা হওনের আবশ্যক থাকিলে কালেক্টরেরা জামিনি নামার ১ দফায় লিখিয়া লইবেন যে ফৌজদারি তহবিলে কোন ক্ষতি হইলে তাহার নিশা করিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৬।

২। পোলীসের কর্ম্মে ভূমাধিকারিরা মনোযোগি হন না এমত রিপোর্ট মাজিষ্টরের দারোগা কি পোলীস আমলার দ্বারা পাইলে সপ্তাহ কি দশ দিনের মধ্যে তাহার স্থানে বেওরা তলব করিবেন ঐ বেওরা অনুপযুক্ত বোধ হইলে কি উক্ত মিয়াদের মধ্যে বেওরা দাখিল না করিলে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা জওয়াব দাখিল জন্য নিরূপিত মিয়াদে তাহাকে তলব করিবেন উপস্থিত হইলে অবিলম্বে অনুসন্ধান হয় এনিমিত্তে ঐ দাবীর ও অপবাদির জওয়াবের প্রমাণ জন্য উক্ত নিরূপিত দিবসে সাক্ষি উপস্থিত করিতে কহিবে।

৩। বিচারকালীন উপস্থিত থাকনজন্য কয়েদে না রাখিয়া জামিন লইতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৭।

২। দাঙ্গায় কাহারো অস্থি ভগ্ন হইলেই মাজিষ্টরের নিষ্পত্তি যোগ্য হইবেক না এমত নহে আঘাৎ ও দৌরাত্মের প্রতি বিবেবেচনা করিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি কি দওরা সোপদ্দ করিবে।

৩। উক্ত বিবেচনা মতে কোন মোকদ্দমা দওরা সোপর্দ্দ হইলে সেশন জজেরা তাহাদিগের বিচার যোগ্য নহে বলিয়া অন্যথা করিতে পারিবেন না দণ্ডের বিষয় সুনিয়ম করিলেন।

৪। ৬২৩ ও ৬২৮ সংখ্যক কনেস্টকসনে আদেশ আছে যে অস্থিভক্ত আঘাৎ মাজিষ্টরের বিচার যোগ্য নহে তাহা অন্যথায় আদেশ হইল যে উত্তরকাল অস্ত্রের বিবেচনা না করিয়া আঘাৎ দৃষ্টে স্বয়ং দণ্ড কি দওরা সোপদ্দ করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৮।

১। কোন ব্যক্তি জমীদারের পাট্টা সুরত ভূমিতে দখিল থাকিলে ও মিয়াদ গতে ভোগ ত্যাগ না করিলে ১৮৪০ সালের ৪ আক্টের ২ ধারামতে মাজিষ্টরেরা জমীদারের পুনঃ ভোগ স্থাপন করিতে পারেন কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেহেতু ঐ আক্টের ১০ ধারাক্রমে জমীদারদিগের ক্রোকের ক্ষমতা সাব্যস্ত আছে এমতে ক্রোকের ক্ষমতা প্রকাশ করিলে তাহারি বিচার পূর্ব্ব দখলের বিচারের অগ্রে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৮। ৮৯।

১৮৩২ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে মৌলবীর ফওয়া ব্যতিরেকে জুরি ও এসেসর কি

পঞ্চাইতের দ্বারা বিচার করা মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম জন্য নেজামত সোপর্দ্দ হইবেক তাহা কেবল যে অপরাধ আইনে লিখিত নাই ও যে অপরাধের দণ্ড জন্য জজেরা ক্ষমাবান নহেন তাহাতেই খাটিবেক নতুবা চলিত আইনের লিখিত ফৌজদারি আদালতের দণ্ডনীয় অপরাধ হইলে সেসন জজেরা অবশ্য তাহার দণ্ড করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ জুন। গেঃ পঃ ৮৯। ৯০।

১৮৪০ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্তের ফৌজদারি ও দেওয়ানী জেলের নেওয়া ভজন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৯।

১৮৩৯ সালের ২২ নবেম্বর দিবসীয় নাঃ লিপিক্রমে দওরার আমলাদিগের যে অসম্পূর্ণ কারণে দওরা সোপর্দ্দি রোয়দাদের নকল করিতে হয় তাহা কেবল যে দওরা সোপর্দ্দ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সেসন জজের বিবেচনায় নেজামতের বিশেষ মনোযোগের আবশ্যক তাহাতেই খাটিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ১১৩।

১। ১৮১২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার প্রতিবিশেষ মনোযোগী অর্থাৎ দরিদ্র সাক্ষিরা দওরায় অথবা অপর আদালতে সাক্ষি দেওন জন্য বাটী হইতে বাহির হইলেই ফৈরাদি কিম্বা সরকার হইতে খোরাকি পায় তাহার নিশ্চয় করিবে।

২। সদর মোকামে সাক্ষিদিগের অধিক বিলম্ব না হয় এজন্যে

ফৌজদারি মোকদ্দমা যত শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় তাহার প্রতি মনোযোগ করিবে এবং অধীন আদালতবর্গকে জানাইবেন।

৩। দেশীয় আমলা কর্ত্তৃক সাক্ষির প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারণ ও প্রমাণ হইলে উচিত দণ্ড করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৪৭।

১। পাগল অবস্থায় কেহ অপরাধ করণ জন্য দোষী হইলে দণ্ডের হুকুমে যে প্রকার লিখিতে ও মাজিষ্টর কর্ত্তৃক যে প্রকার জামিনের একরার লইতে হইবেক তাহার মুসাবিদা পাঠাইতেছি।

১। ১৮২৫ সালের ৩০ সংখ্যক সাঃ লিপি ও তাহার ৪।৫ ধারার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও মাজিষ্টর দিগের প্রতি মনোযোগী হওনজন্য আদেশ করিবে।

দণ্ডের হুকুমের মুসাবিদা।

নেজামত আদালত অথবা সেসন জজ জ্ঞাত হইলেন যে আসামী বাতুল অবস্থায় উকদ্রুম্ম করিয়াছে এমতে তাহাকে নির্দ্দোষী করিয়া হুকুম করিলেন যে যে পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির অন্তরঙ্গ কি কুটুম্বেরা তাহার দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য এত টাকার তায়দাদে জামিনী লিখিয়া না দেয় ও তাহাকে তাহার কুটুম্বের হস্তে অর্পণ করণে সাধারণের শঙ্কট নাই এমত নিশ্চয় বোধ না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে কোন উপযুক্ত স্থানে আটক রাখা যাইবেক।

জামিনীর একরার।

লিখিতং শ্রীঅমুক জমীদার সাকিম অমুক জিলা অমুক কস্য জামিনীপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে উন্মাদাবস্থায় হত্যা করণ জন্য নেজামতের বিচারে যে অমুক কয়েদ ছিল আমার প্রার্থনা মতে নেজামতে রিপোর্ট হওয়ায় নেজামতের হাকিমের আদেশে আমার জামিনীতে মুক্ত হইল এমতে আমি একরার করিতেছি যে উক্ত ব্যক্তির উন্মত্তভাবের কোন কর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তির শরীর কি সম্পত্তি সম্বন্ধে ক্ষতি হইলে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিরা ২০০ টাকা জরিমানা মাজিষ্টেরি তহবিলে দাখিল করিব কিম্বা করিবেক উক্ত জামিনী হইতে মুক্ত হওনের প্রয়োজন আমার কি আমার উত্তরাধিকারির হইলে ঐ ব্যক্তিক মাজিষ্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়া মুক্ত হইব নতুবা এই জামিনী বহাল ও নীচের লিখিত জমীদারি বন্ধক থাকিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ২২১।

অজ্ঞান করিয়া কাহারো দ্রব্য হরণ করণ জন্য বিষ ব্যবহার করিলেই ১৮২৪ সালের ৭ নে ২২১ সংখ্যা সাং লিপির হকুম খাটিবেক নতুবা কেবল উন্মত্ত করণ জন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলেও প্রাণ হিংসার সম্ভাবনা না থাকিলে খাটিবেকনা অতএব বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করণ জন্য দোষী হইলেই নেজামত অর্পণ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ২৪১।

হাসপিটালের নিয়মের পুস্তক পাঠাইবার বিষয়।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আক্টোবর। গেঃ পঃ ২৬০।

মাজিষ্টরেরা মপস্বল গবনাগমন জন্য প্রত্যেক ৮ বৎসরে ৩৫০ টাকার মূল্যের এক খুঁটির এক তাম্বু ও কালেক্টর দিগের না থাকিলেও ঐরূপ পাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ আক্টোবর। গেঃ পঃ ১৩। ১৮৪১ সাল।

১৮২৯ সালের ২৭ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণমতে কেহ দোষী হইলে যে কেবল কয়েদ ভিন্ন শ্রমের নিষেধ ১১২৫ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনে ছিল তাহা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে সর্তী কর্ম্মের সাহায্যকরণ অপরাধ দুর্ষনিয় হত্যার মধ্যে গণ্য এমতে উক্ত অপরাধে শ্রমের হুকুম হইতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৩ নবেম্বর। গেঃ পঃ ৩৯।

১।২ । ১৮৩৭ সালের ৩৩৪।। নম্বরি সাঃ লিপির লিখিত মুলতবি মোকদ্দমার ৩ নম্বরি কৈফিয়তের ২ লতায় যে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হওনের তারিখ ও ৫ লতায় যে দওরা সোপর্দ্দের তারিখ লেখা যায় ঐ দুই তারিখের মধ্যে উক্ত সাধারণ লিপির উল্লেখ কর্ম্ম প্রকৃত সময়ে হইয়াছে কি না জ্ঞাপন জন্য নীচের লিখিতমতে সুধারা হইবেক।

৩। দওরাসোপর্দ্দের তারিখ হইতে দওরার মুলতবি মোকদ্দমা গণ্য যে ১৮৩৬ সালের ৩৬ নম্বর সাঃ লিপিতে লিখিত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে বিবেচনা হইল যে উভয় পক্ষেরা দওরায় উপস্থিত হওনের দিন হইতে দওরার উপস্থিত মোকদ্দমা গণ্য হইবেক কিন্তু নিরূপিত তারিখ হইতে উভয় বিবাদি উপ-

স্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যে বিলম্ব হইবেক তাহার বেওরা মাজিষ্টরি হইতে লইয়া কৈফিয়তের ঘরে লিখিতে হইবেক।

২ দফা	৫ দফা
দওরা সোপর্দ্দের তারিখ ও উভয় পক্ষকে উপস্থিত করণ জন্য মাজিষ্টর যে তারিখ স্থির করিয়াছে	উভয় পক্ষ উপস্থিতির জন্য সেশন জজ যে তারিখ স্থির করেন ও সেই তারিখে উভয়পক্ষ ও কাগজাত পঁহুছে।

ইং ১৮৪০ সাল ১৩ নবেম্বর। গো: প: ২৬১। ১৮৪০ সাল।

দওরার মৌলবীর বেওরা নীচের লিখিত নক্সামতে পাঠাইতে হইবেক।

অমুক আদালতের মৌলবীর বেওরা।

নাম টিকিটের নকল সঙ্গে থাকিবেক	বয়ঃক্রম	কর্ম্ম	দখলের ভূমি	কর্ম্মে নিয়োগের তারিখ ও কর্ম্ম	আচরণ ও গুণ

ইং ১৮৪০ সাল ২০ নবেম্বর। গো: প: ২৭৭।

ওয়ারেণ্টের নক্সা ৭ কেতা পাঠানো যাইতেছে অধিকের আবশ্যক হইলে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ২৭৭।

১৮৪০ সালের ফৌজদারি মোকদ্দমার সালিয়ানা কৈফিয়তের তাকিদ।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৫। ১৮৪১ সাল।

দওয়ার মৌলবীরা বিদায় প্রার্থনা করিলে সেসন জজেরা বিদায় দেওয়া না দেওয়ার বিষয় আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৫। ৩৬।

মিডিকেল বোর্ডের অভিপ্রায়।

হিন্দুস্থানের জেলে কিম্বা যে জেলে অধিক হিন্দুস্থানি কয়েদি থাকে তথায় কয়েদিদিগের খোরাকি আটা না দিয়া মাজিষ্টর কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিশ্বাসি ব্যক্তির দ্বারা গম আনাইয়া কয়েদিদিগের দ্বারা পিসাইয়া আটা প্রস্তুত করিলে আটা ওয়ালার তঞ্চকতা জন্য কয়েদিদিগের ক্লেশ নিবারণ হইতে পারে।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৩৬। ৩৭।

নীচের লিখিত নক্সামতে কৈফিয়ত প্রস্তুত করিতে হইবেক।

মাজিষ্টরি আদালত।

৪০ সালের উপস্থিত মোকদ্দমা	সম্বৎসর যত আপীল হইয়াছে	নিষ্পত্তি করণে যত বিলম্ব হইয়াছে	যে মোকদ্দমা অধিককাল মুলতবি আছে	কৈফিয়ত

স্ত্রীলোক কয়েদির কৈফিয়ত।

জেলা	জাবজ্জীবন কয়েদ	মিয়াদি কয়েদ	মোট

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ ফিব্রুয়ারি। গেঃ পৃঃ ১১৮। ১৮৪১ সাল।

২। মুলতবি মোকদ্দমার সংক্ষেপ কৈফিয়তের বিষয় মাজিষ্ট্রেরের ১ নম্বরি কৈফিয়তের পৃষ্ঠে যে কেবল কয়েদ হওয়া জামীনে থাকা ও মুচলকা দেওয়া আসামীর নাম লেখা যায় ও আপীল হওয়া মোকদ্দমার নথি না পঁহুছিলে লেখা যায় না ইহা সুনিয়ম নহে অতএব আদেশ হইল যে কোন মোকদ্দমার দরখাস্ত কি অপর সংবাদ পাওয়া হইলে আসামীর হাজির হওয়া না হওয়ায় বিবেচনা না করিয়া ও আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলেই মুলতবি মোকদ্দমার কৈফিয়তে লিখিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ মার্চ। গেঃ পৃঃ ২২৭।

১।২। ১৮২৪ সালের ৭ মে দিবসীয় সাং লিপিক্রমে যে মোকদ্দমা নেজামতে সোপর্দ্দ করিতে হয় তাহার দপ্তরা সোপর্দ্দী রোয়দাদে বারম্বার দোষ প্রকাশ হইতেছে সম্প্রতি এক রোয়দাদে চুরি অভিপ্রায় ধুতরা খাওয়ানো লেখা হইয়াছে বিষ বলিয়া উল্লেখ হয়নাই অতএব হুকুম হইলযে উত্তরকাল এমত রোয়দাদে উক্ত ৭ মে অথবা গত ১৮ সেপ্টেম্বর দিবসীয় সাং

সারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং তাহার নালিশ পত্র নীচের লিখিত মতে প্রস্তুত ও প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ মতান্তর হইবেক।

১৮৪০ সালের ২৫ আপ্রিল তারিখে এবং ১৮৪০ সালের ৫ মে তারিখে জিলা হুগলীর মাজিষ্টর ও সেসন জজের সম্মুখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোন আবশ্যক বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক বিপরীত সাক্ষ্য দেওন প্রযুক্ত মিথ্যা শপথে নালিশ গ্রস্ত হইয়াছে।

ইং ১৮৪১ সাল ২ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩০১। ১৮৪১ সাল।

১৮৩১। ৩৫। ৩৬ সালের নেজামত সাং লিপির ৩৪। ১৫০ ১৯৩ সংখ্যানুসারে যে মাজিষ্টরি আদালতের তহবিল রাখনিয়া আমলার জামিনীর বেওরা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে পাঠাইতে হইত তাহা অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪১ সাল ৯ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩৭৮। ১৮৪১ সাল।

১। ফৌজদারি জেলের কয়েদিরা প্রত্যহ খোরাকী জন্য সিধা পাইবেক টাকা কোন প্রকারে পাইবেক না।

২। প্রত্যেক বঙ্গদেশীয় কয়েদি প্রত্যহ ৮০ সিক্কা ওজনের /১ সের চালু /১।। সের কাষ্ঠ ও এক কাচ্চা তামাকু পাইবেক।

৩। ডাক্তর সাহেবের লিখিত প্রার্থনামতে কোন কয়েদিকে মাজিষ্টর প্রত্যহ /১। সের চালু দিতে পারিবেন কিন্তু তাহার রিপোর্ট নেজামতে করিতে হইবেক।

৪। কয়েদি দিগের খোরাকি নীচের লিখিত মতে কান্ট্রাক্টের দ্বারা যোগাইতে হইবেক।

রবিবার চালু ও তরকারি সোমবার চালু ও মৎস্য অথবা মাংস।

মঙ্গলবার চালু ও তরকারি বুধবার চালু ও ডাউল।

বৃহস্পতিবার চালু মৎস্য মাংস শুক্রবার চালু ও তরকারি।

শনিবার চালু ও ডাউল।

৫। কোন প্রকারে টাকা জেলের ভিতর যাইবেক না।

৬। উপরোক্ত খোরাকির নিয়মের পরিবর্ত্ত কোন প্রকারে হইবেক না।

৭। খোরাকির নমুনা লোকাদের ডাক্তর সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়া মোহর করা থাকিবেক এবং খরচ লিখিয়া দিতে হইবেক।

৮। দওয়া সোপর্দ্দি ও হাজতে থাকা কয়েদি ভিন্ন বাকী কয়েদিরা দল দল বিভক্ত হইবেক।

৯। প্রত্যেক দল ২০ জন ও তাহারদিগের ১ জন বাবুরচি হইবেক।

১০। ঐ দলের মধ্যে কেহ পৃথক থাকনের অনমতি পাইলে প্রতি তিন মাসে তাহার কারণ সম্বলিত কৈফিয়ত নেজামতে পাঠাইতে হইবেক।

১১। কয়েদিরা কর্ম্ম করণ জন্য বাহিরে গেলে ঐ দলের বাবুরচি ঘর সাপ জল আনা বাসন পরিষ্কার ও সিধা লওয়া ও পাকের আয়োজন ও জেলের ঘাস নিড়াইবেক।

১২। তাহাদিগের পাকের উপযুক্ত লৌহ ডেগচীত্যাদি কমি-সরিএট দপ্তর হইতে মাজিষ্টর আনাইবেন সাং লিং ১৭ ডিসেম্বর ১৮৪১ দৃষ্টাং।

১৩। মোকামের ডাক্তর সাহেব সপ্তাহে অন্যূন একবার পূর্ব্ব সংবাদ না করিয়া হঠাৎ কয়েদিদিগের আহার সময় যাইবেন।

১৪। ডাক্তর সাহেব যে সময়ে২ জেলে যাইবেন তাহার রেজেষ্টরি বহি রাখিবেন ও তাহাতে কয়েদিদিগের খোরাকি বিষয়ের আবশ্যক অবস্থা লিখিয়া রাখিবেন ও ঐ রেজেষ্টর রীতিমত রাখা হইয়াছে কি না সেসন জজ তাহা দৃষ্টি করিবেন।

১৫। সিধা যোগানিয়া কানট্রাক্টর জেলের নিকট সরকারি কোন স্থানে গোলা বান্ধিতে পারিবেক এবং সম্বৎসর সিধা যোগাইলে গোলার অর্দ্ধেক মূল্য সরকার হইতে পাইবেক।

১৬। ঐ উক্ত সিধার অতিরিক্ত প্রত্যেক কয়েদি ধোপা নাপিতের নিমিত্তে এক পয়সা পাইবেক।

১৭। ধোবা নাপিতের কর্ম্ম ফুরাণের দ্বারা হইবেক।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ম।

১। উক্ত নিয়ম জেলের যে কোন কয়েদি শ্রমযুক্ত কি শ্রম রহিত কি হাজত কি দওরা সোপর্দ্দী স্ত্রী কি পুরুষ সকল কয়েদির প্রতি খাটিবেক এবং সিধা ১১ ধারাক্রমে বাবুরচি কয়েদির স্থানে দেওয়া যাইবেক।

২। প্রত্যেক কয়েদির খোরাকির বিষয় যে /১ সের চাল স্থির হইয়াছে তাহা দ্রব্যের পরিমাণের বিষয় মূল্যের বিষয়ে নহে অধিক আবশ্যক হইলে মাজিষ্টরেরা আগোণে রিপোর্ট করিবেন।

৩। উক্ত নিয়মের লিখিত ডাক্তরের রিপোর্ট পাইবামাত্র মাজিষ্টর নেজামত রিপোর্ট করিবেন কিন্তু ঐ রিপোর্টের মতাচরণ জন্য নেজামতের হুকুমের অপেক্ষা করিতে হইবেক না।

৪। অপর খাদ্য ও মসলা ও চাউলের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবহারাদি অন্য ২ ক্ষুদ্র বিষয়ে মাজিষ্টরেরা কয়েদিদিগের ব্যবহার ও ইচ্ছামতে বিবেচনা ও পরিবর্ত্ত করিবেন উক্ত লিখিত নিয়ম কোন স্থানে অজ্ঞ ডাক্তর ও মাজিষ্টরের বিবেচনায় হইলে তাহার বিশেষ রিপোর্ট নেজামতে করিবেন ডাক্তরের রিপোর্ট মাজিষ্টরের দ্বারা প্রেরিত হইবেক।

৫। জেলের ভিতর টাকা কড়ি কোন প্রকারে যাইবেক না।

৬। কয়েদিরা কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের সহিত পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক না কেবল মাজিষ্টরের নিবপিত্ত লিখা পাইবেক।

৭। এই নিয়মের এক নকল মাজিষ্টর কর্ত্তৃক ডাক্তর সাহেবেরা পাইবেন।

৮। শ্রমযুক্ত ও শ্রম রহিত সকল কয়েদিরা মাজিষ্টর কর্ত্তৃক সহভোজি দলে বিভাগ হইবেক এবং কয়েদিরা সকলে এক

স্থানে ভোজন করিবার স্থানাভাব থাকিলে গবর্ণমেণ্ট প্রতীকার করিবেন।

৯। কয়েদিদিগের জাতি বিবেচনা কি অপর কারণে ২০জনে দলবদ্ধ হওনের সম্ভব না থাকিলে ন্যূন সংখ্যায় দলবদ্ধ হইবেক এবং দলবদ্ধ কালীন শ্রমযুক্ত কয়েদিকে শ্রম রহিত কয়েদির সহিত পৃথক রাখিতে হইবেক এবং শ্রমযুক্ত কয়েদি হইতে শান্ত প্রভাব বাচিয়া শ্রমে রহিত কয়েদিকে বাবরচী করিতে হইবেক ও ঐ বাবরচি তাহাদিগের সহিত একত্রে আহার করিবেক।

১০। অল্প কারণ বশতঃ দলের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না।

১১। বাবরচিকে বাহিরে কর্ম্ম করিতে হইবেক না জেলের ঘর পরিষ্কার কারণ বাবরচি কোন আপত্য করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহার উচিত বিবেচনা করিবেন।

১২।১৩।১৪। উক্ত নিয়মের নকল ডাক্তর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবেক।

১৫। সম্ভব পর হইলে সিধার চুক্তি সম্বৎসরের নিমিত্তে একবারে করিতে হইবেক এবং তাহাতে সরকারের ক্ষতি ও কয়েদির ক্লেশ না হয় এমত দৃষ্টি থাকিবেক।

উক্ত নিয়ম কেবল পুরুষের পক্ষেই করা গেল কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভব হইলে মাজিষ্টরেরা প্রচলিত করিবেন।

ইং১৮৪১ সাল ২৯ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ৪৪১। ১৮৪১সাল।

মৌলবীর সাহায্যে বিচার হওয়া যে মোকদ্দমায় সেসন জজ ফাঁসীর অনুরোধ করিবেন তৎভিন্ন অপর নেজামত সোপর্দ্দ

মোকদ্দমার রুবকারির তরজমা পাঠাইতে হইবেক না এই লিপি কটকে পাঠানো গেল না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গোঃ দ্বঃ ৩৯ পঃ ৩।

গত ৯ জুলাইয়ের সাধারণ লিপির ১২ ধারাতে যে কমি-সরিএট হইতে লৌহার ডেগচি আনাইবার আদেশ আছে ঐবিষয়ে হুকুম হইলযে মাজিষ্টরেরা ঐ ডেগচি খরিদের নিয়ম স্থগিত করিবেন।

সমাপ্তঃ।

A ৭।

CONTINUATION

of the

abstract Bengalee Constructions.

of the

REGULATIONS AND ACTS

From the Year 1841 to Feby 1842

BY

RADARUMAN BOSE.

অপরঞ্চ

কনষ্টিকসন।

[illegible]

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত কর্তৃক

আইন ও আক্টের অভিপ্রায়।

ইং ১৮৪১ [illegible] ফিব্রুয়ারি [illegible]

শ্রীরাধারমণ বসু কর্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

নিমতলা বিধিসুকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৮৪২ সাল।

আইন ভিন্ন কনেষ্ট্রকসন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ

কনেষ্ট্রকসন।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত কর্তৃক আইন ও আকটের অভিপ্রায়

১৮২৫ আঃ ৪। ১৮২৮ আঃ ৮।

৮ জানের ১৮৪১। সং ১২৯০।

মাজিষ্টর কোন অপরাধির প্রতি এক বৎসর মিয়াদ ও ৫০ টাকা জরীমানা ও তাহা না দিলে অপর দুই মাস মিয়াদ ও ১০০ টাকার ভায়দাদে এক বৎসরের নিমিত্তে ফেয়াল জামিন ও তাহা না দিলে ততকাল পর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেওয়াতে হুগলির সেসন জজের বিবেচনায় মাজিষ্টর কর্তৃক ২ বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওয়াতে শেষোক্তাইনের বিধি উল্লঙ্ঘন বোধ হইয়া প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ১৮২৫ সালের ৪ আইন ক্রমে মাজিষ্টরি ক্ষমতা ১৮২৮ সালের ৮ আইনক্রমে কিছু অন্যথা হয় নাই এমতে মাজিষ্টরেরা পূর্ব্ব আইনের ক্ষমতার সম্পূর্ণ দণ্ড করিতে ও তদ্ভিন্ন জামীন তলব ও তাহা না দিলে আর এক বৎসর কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধা ৩ বৎসরের অধিক মিয়াদ হইবেক না।

১৩ ফিব্রুয়ারি ১৮৪১। সং ১২৯১।

গোপাল ও রামদাস ফৌজের ছাউনিতে কারবার করে কিন্তু তথায় তাহাদিগের বাস ছিল না গোপাল রামদাসের নামে ফৌজ সংক্রান্ত কোর্ট আফ রিকোএষ্টে নালিশ ও ডিক্রীর দ্বারা টাকা আদায় করিলে উক্ত মোকদ্দমা উক্ত আদালতের বিচার্য্য নহে বিবেচনায় ঐ টাকা ফিরিয়া পাওনজন্য রামদাস দেওয়ানী আদালতে নালিশ করাতে আদেশ হইল যে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা বিধিপূর্ব্বক দেওয়ানী আদালতের বিচার যোগ্য নহে।

১৭৯৩ আঃ ১৬ ধাঃ ২।

২৬ মার্চ ১৮৪১। সং ১২৯২।

উক্তাইনক্রমে প্রধান সদর আমীনেরা উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে কোন মোকদ্দমা সালিশ অর্পণ করিতে পারেন।

অন্তব্য প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে প্রশ্ন হওয়াতে কেবল তাহারি প্রতি উত্তর হইল।

১৮৩১ আঃ ৫ ধারা ৩ প্রঃ ৪।

৩০ আপ্রিল ১৮৪১। সং ১২৯৩।

উক্তাইনের লিখিত ইশ্তিহার আসামীকে এজেলা দেওনের পূর্ব্বে জারী করিতে ও তদ্দ্বারা উপস্থিত দাবীদারেরা খরচার অংশ দেওনের যোগ্য হইবেক।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ১৯ প্রঃ ২।

১৪ মে ১৮৪১। সং ১২৯৪।

প্রধান সদর আমীন আপন নিষ্পত্তির পুনর্বিচারের প্রার্থনা

উক্তাইন মতে জজের নিকট করিলেও জজ তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাই চূড়ান্ত ও তাহার আপীল হইবেক না।

২১ মে ১৮৪১। সং ১২৯৫।

মুনসেফেরা আপন আমলার জরিমানা করিলে জজের হুকুম ব্যতিরেক আদায় ও মাফ করিতে পারিবেন না। ঐ জরিমানার রুবকারি মোনসেফ কর্ত্তৃক জারি না হইলে জজকে না জানাইয়া মাফ করিতে পারিবেন।

১৮৩৭ আঃ ২৭ ধাঃ ৩৩। ৩৫।

২১ মে ১৮৪১। সং ১২৯৬।

আজিম গড়ের সেসন জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তাইন মপস্বল নিবাসী বৃটিস অধিকারস্থ ব্যক্তির প্রতি খাটিবেক না যেহেতু এমত কোন আইনে বিধি নাই যে উক্ত ব্যক্তিরা জিলার ফৌজদারি আদালতের অধীন হন।

১৮৩৩ আঃ ১২ ধাঃ ২ প্রঃ ৬।

২৮ মে ১৮৪১। সং ১২৯৭।

উক্তাইন যোত্রহীনরূপে হওয়া মোকদ্দমায় খাটে কি না যশোহরের জজকর্ত্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে উকীল মোক্তেয়ারের মধ্যে আফশোষে বন্দবস্ত হওয়া সকল মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটিবেক।

২৮ মে ১৮৪১। সং ১২৯৮।

বৃটিস অধিকারস্থ নীলকর সাহেবেরা সর্ব্বদা ভূম্যাধিকারি দিগের স্থানে ইজারাদি লইয়া কবুলতির এক দফায় লিখিয়া

থাকেন যে পোলিস সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকম ভুম্যাধিকারির প্রতি চলিতাইন মতে হইবেক তাহার আজ্ঞা মের দায়িক ঐ নীলকর সাহেবেরা থাকিবেক কিন্তু নীলকর সাহেবেরা বিটি-নীয় প্রজাভাবে জিলা মাজিষ্ট্রেটের অনধিন জন্য উক্ত কবুলতির লিখিত কর্ম্ম না করিলেও দণ্ডনীয় হইতে পারে না এমতে উক্ত বন্দবস্তমতে ভুম্যাধিকারি মুক্ত হইতে পারে কিনা ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে ভুম্যাধি-কারিরা চলিত আইনমতে যে কর্ম্ম করণ জন্য বদ্ধ থাকে তাহা অপরের সহিত বন্দবস্ত করিলে মুক্ত হইতে পারে না।

৪ জুন ১৮৪১ সাল। সং ১২৯৯।

দিগম্বরাম শাকা সেরথ মুন্সির মোনসফিতে গণেশ গজিয়ানের নামে ১৯৬ টাকার দাবীতে ১৮৪০ সালের ৬ জন তারিখে নালিশ করিলে আসামী ঐ দাবী উড়াইবার চেষ্টায় আপন অন্তরঙ্গ গোপাল গজিয়ানের দ্বারা উক্ত মাসের ৫ তারিখে বরজোরার মোনসফিতে এক নালিশ তাহার আপন নামে উত্থাপন ও ৮ তারিখে কবুল দাবী ও আপন সমস্ত জায়দাদ ক্রোক দিয়া ঐ দিবস ডিক্রী করাইয়াছে এইক্ষণে উক্ত বিষয়ের কি কর্ত্তব্য বাঁকুড়ার জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে উক্ত প্রতারণা জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদার আপন ক্ষতির দাবীতে ঐ প্রতারকের নামে জাবেতা নালিশ করে ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক থাকে।

১৮৩১ আঃ ৫ ধারা ৬ প্রঃ ৪।

১৮ জুন ১৮৪১। সং ১৩০০।

উক্তাইন মতে মোনসফকে যে অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা কেবল যে বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ হইয়াছে ঐ নালিশের অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যে কেহ দাবী করিলে তাহাতে খাটিবেক নতুবা মৃত ব্যক্তির সম্পন্ন সম্পত্তির প্রতি খাটিবেক না।

১৮২৯ আঃ ১০ ক্লিস্তি (খ) ধাঃ ৮।

২৫ জুন ১৮৪১। সং ১৩০১।

গোপাল আপন প্রাপ্ত ডিক্রী জারীতে আসামীর জায়দাদ নীলাম করাইবার উদ্যোগে রামদাস নামক ব্যক্তি মোজাহেম হইয়া ঐ জায়দাদে আপন স্বত্ব প্রমাণ করায় নীলাম স্থকিত ও গোপালের আপত্য থাকিলে হকিএতে নালিশের আদেশ হয় এইক্ষণে গোপাল দাবীর মূল্য কি রূপ করিবেক প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেহেতু উক্ত মোকদ্দমা আসামীর জায়দাদ নীলাম করণের অনুমতি পাওন জন্য নতুবা দখলের নিমিত্তে নহে এমতে দাবীর আইন উক্ত ধারার ৪ প্রকরণ মতে জায়দাদের মূল্য ধরিয়া কি পাওনা টাকা ন্যূন হইলে ঐ টাকার দাবীতে নালিশ হইবেক।

১৮৩৪ আঃ ২ ধাঃ ৬।

২ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০২।

সেসন জজেরা উক্তাইন মতে বেতমারা দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবেন না তাহা কেবল জেলের সাসন জন্য মাজিষ্টরের অধিকার।

১৮৩১ আঃ ৮ ধাঃ ৬।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৩।

উক্তাইন জারীর পূর্ব্বে যে সমস্ত সরাসরি ডিক্রী জজেরা করিয়াছেন তাহা অন্যথা জন্য জাবেতা নালিশ ঐ জারীর পর ১ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ৫ প্রঃ ২।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৪।

৩০০ টাকার অধিক খতের কিস্তি খেলাপী দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলেও আসামী তাহাতে হাজির হইয়া আপত্তি না করিলে মৌনসফেরা এক তরফা বিচার করিতে পারিবেন তদ্রূপ ৩০০ টাকার অধিক ইজারার বাকী খাজানার দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলেও পারিবেন।

১৮১৯ আঃ ৬ ধাঃ ৬ প্রঃ ১।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৫।

উক্ত আইনের অন্যথাচরণে কেহ সরকারি খেয়া ঘাটের নিকট আপন নৌকায় পারাপার করিলে ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারার ক্ষমতাক্রমে ম্যাজিষ্টর কর্তৃক ক্ষুদ্রাপরাধ জন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

১৮২৯ আঃ ১০ ক্লিস্তি কেং ধাঃ ২।

২০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৬।

মোক্তারি কর্ম্ম করণ জন্য মাসিক বেতন ও খোরাকী দেওনের অঙ্গীকার থাকিলে তাহা উক্তাইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পে

১৮১৭ আঃ ২০ ধাঃ ১০ প্রঃ ৫।

৩০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৭।

যশোহরের জজের প্রশ্ন মতে আদেশ হইল যে উক্তাইন মতে মাজিষ্টর কাহারো দণ্ড করিলে তাহার আপীলকেবল জজের নিকট হইবেক সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৫ প্রঃ ৩।

২৮ আগষ্ট ১৮৪১। সং ১৩০৮।

গোপাল রামদাসের নামে কবালার লিখিত জায়দাদ ভোগবান হওন জন্য মোমসফিতে নালিশ করিলে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব অপর ডিক্রীতে রামদাসের ঐ জায়দাদ নীলাম করিয়াছেন এইক্ষণে মোনসেফ গোপালের স্থানে খরিদারকে আসামী করণ জন্য অপর দরখাস্ত লইতে পারেন কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার লিখিত ভুল সুধারা করণ জন্য ভেতম্বায় দরখাস্ত গণ্য নহে যাহা লওন জন্য মোনসফের প্রতি নিষেধ আছে অতএব খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ফৈরাদির স্থানে মোনসফ লইয়া বিচার করিতে পারিবেন।

১৮৩৩ আঃ ১২ ধাঃ ২ প্রঃ ৫।

১৫ সেপ্টেম্বর। সং ১৩০৯।

উক্ত প্রকরণ অপর মোকদ্দমার ন্যায় পাপরের মোকদ্দমায় খাটিবেক।

১৮২৩ আঃ ৬ ধাঃ ৫ প্রঃ ৪ ।

২৪ সেপ্‌টেম্বর ১৮৪১ । সং ১৩১০ ।

উক্তাইনের লিখিত দাদনদারেরা কবুলতির মতাচরণ না করিলে যে ৩ গুণ জরীমানা হয় তাহা দাদনের টাকার ৩ গুণও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা মুলতবি সময়ের সুদ দিতে হইবেক কি না এলাহাবাদের জজকর্ত্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে দাদনের টাকার তিন গুণের অধিক সুদ দিতে হইবেক না ।

১৫ আক্‌টোবর ১৮৪১ । সং ১৩১১ ।

কোন আখড়াধারি মোহন্তের নগদ টাকার মহাজনি কারবার ছিল সে ব্যক্তি উন্মাদ হইলে ঐ মোহন্তের কারবারের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত জন্য জজের নিকট তাহার চেলা দরখাস্ত করাতে জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উন্মাদ ব্যক্তির কেবল অস্থাবর বস্তু থাকিলে দেওয়ানী আদালত তাহাতে হস্ত নিঃক্ষেপ করিতে পারেন না কারণ কোন আইনে এমত বিধি নাই ।

১৮১২ আঃ ৫ ধাঃ ৭ । ১০ ।

১৮২২ আঃ ১১ ধাঃ ৩২ । ৩৩ ।

১৮৪০ আঃ ৪ ধাঃ ১০ ।

২২ আক্‌টোবর ১৮৪১ । সং ১৩১২ ।

নীলাম খরিদারেরা দেওয়ানীতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত না করিয়া কেবল ক্রোকের দ্বারা সাবেক মালিকের পত্তনি তালুক অন্যথা করিতে পারেন কি না নদিয়ার মাজিষ্টর কর্ত্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে শেষোক্তাইনমতে নালিশ উপস্থিত

হইলে যদি নীলাম খরিদার উত্তর করে যে বিধিপূর্ব্বক ক্রোক করিয়াছে তবে মাজিষ্টর নিশ্চয় করিবেন যে বিরোধি ভূমি বিষয়ে শেষোক্ত ১০ ধারা খাটনের প্রতি নিষেধ আছে কি না তাহা না থাকিলে খরিদারকে আপন স্বত্ব রক্ষা নিমিত্তে কোন নালিশ করিতে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৮

৩ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৩।

গোপাল ইষ্টাম্প মাসুল ও উকীল খরচা দিয়া রামদাসের নামে নালিশ করিলে রামদাস এক ডিক্রীজারী করিয়া গোপালের ভূমি সম্পত্তি নীলাম করায় পরে গোপালের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ও সদর আপীল হইলে ডেতম্বা দরখাস্তের দ্বারা দাবী সুধারা হইয়া পুনর্বিচার হওন জন্য উক্ত মোকদ্দমা ফেরত হয় গোপাল যোত্রহীন হওয়াতে অধিক ইষ্টাম্প মূল্য দেওনে অসক্ত প্রযুক্ত প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় মোকদ্দমার মধ্যস্থলে পাপর অগ্রাহ্য বিধায় মোকদ্দমার নম্বর খারিজ ও সদরে সরাসরি আপীল হয় এইক্ষণে গোপালের যোত্রহীনতার অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমার বিচার কি ননসুট হইয়া নূতন নালিশ করিতে হইবেক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে যোত্রহীন জন্য সুধারা আরজীর ইষ্টাম্প মূল্য দেওনে অক্ষম প্রযুক্ত তাহার যোত্রহীনতার অনুসন্ধান ও প্রমাণ হইলে বিচারের মধ্যে পাপর পাইতে পারিবেক ঐ মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন আদালতে উপস্থিত থাকিলে পাপরাগ্রাহ্য জন্য জাহারাদের ফর্দ্দ সম্বলিত জজের নিকট দরখাস্ত করণ জন্য এক মিয়াদ

দিবেন এবং জজ স্বয়ং অনুসন্ধান কি প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করিবেন।

১৮৩১ আঃ ৯ কনেষ্টুকসন ১২৫০।

১০ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৪।

উক্তাইনমতে যোত্রহীন না থাকা আসামী আপীল করণ জন্য সাদা কাগজে ডিক্রীর নকল লইতে ও আপীলের দরখাস্ত সাদা কাগজে লিখিতে পারিবেক কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ডিক্রীর নকল সাদা কাগজে লইতে পারিবেক কিন্তু আপীলের দরখাস্ত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক।

১৮৪১ আঃ ২৯ ধাঃ ১। ১৭৯৭ আঃ ১২ ধাঃ ৩।

৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১। সং ১৩১৫।

সদর আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ দাখিলের দিন হইতেও ঐ দরখাস্ত সদরে পাঠাইবার জন্য জিলা আদালতে করিলে সদর আদালতে পঁহুছিবার দিনহইতে ৬ হপ্তার মধ্যে যে আপীলাণ্টকে মোকদ্দমার উদ্যোগ করিতে হইবেক সে উদ্যোগ কি প্রকার প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ৬ হপ্তার মধ্যে আপীলাণ্ট স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া আপীলের ওজুহাত দাখিল না করিলে অনোদ্যোগজন্য আপীল ডিসমিস্ হইবেক কেবল উকীল নিয়োগ করিলে আপীল ডিসমিসের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

১৮৪১ আঃ ২০ ধাঃ ২।

১৪ জানেব ১৮৪২। সং ১৩১৬।

সর্টিফিকিট পাওন প্রার্থনায় যে দরখাস্তকরিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৭ ধারার লিখিত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক এবং ঐ দরখাস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবেক কারণ আপত্যকারিরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং উক্ত ধারার লিখিত সর্টিফিকিট সাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।

১৭৯৩ আঃ ৪ ধাঃ ৩।

১৮০৩ আঃ ৩ ধাঃ ৬।

১৮ জানেয়ারি ১৮৪২। সং ১৩১৭।

প্রথনতঃ মোকদ্দমায় আসামী আরজীর জওয়াব দিয়া গরহাজির হইলে কি কর্ত্তব্য গাজিপুরের জজ প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে উক্তাইনমতে ৮ দিবস মিয়াদে এক নোটিস আদালত ঘারে লটকাইতে হইবেক ইতিমধ্যে হাজীর না হইলে একতরফা বিচার হইবেক।

১৮৪১ আঃ ৩১।

২৬ জানের ১৮৪২। সং ১৩১৮।

উক্তাইন জারীকালীন যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা মুলতবি আছে তাহা ঐ আইনের বিধিক্রমে নিষ্পত্তি হইবেক।

১৮৪১ আঃ ১৯ ধাঃ ৩।

১১ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২। সং ১৩১৯।

উক্ত ধারাক্রমে যে ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক তাহা

দরখাস্তকারিকে স্বয়ং করিতে হইবেক মোক্তারের দ্বারা হইবেক না।

১৭৯৩ আঃ ১৬ ধাঃ ২।

১১ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২। সং ১৩২০।

উক্তাইনক্রমে সদর আমীন ও মোনসেফেরা উভয় বিবাদির সম্পত্তিক্রমে কোন মোকদ্দমা সালিশে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেক।

সমাপ্তঃ।

গেঃ পৃঃ ২০৯। ১৮৪২ সাল।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৭ প্রঃ ১।

১৮৪১ আঃ ২৯।

১৮ ফিব্রুয়ারি ১৮৪২ সং ১৩২১।

ফৈরাদীর অনোদ্যোগ বিষয়ে প্রথমোক্ত আইনে মোনসফদিগের যে নিয়ম আছে তাহা শেষোক্তাইনের দ্বারা অন্যথা হইয়াছে কি না এবং অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস করণের পূর্ব্বে মোনছফকে ৬ হপ্তা অপেক্ষা করিতে হইবেক কি না মোরাদাবাদের জজ কর্ত্তৃক প্রশ্ন হওয়ায় আদেশ হইল যে নিরূপিত সময়ের পর ৬ হপ্তার মধ্যে অনোদ্যোগ জন্য মোনছফ কর্ত্তৃক ডিসমিস করণ বিষয়ের কোন আইন শেষোক্তাইনক্রমে অন্যথা হয় নাই শেষোক্তাইনের অভিপ্রায় এই মাত্র যে ৬ হপ্তার অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি না থাকিয়া ডিসমিস হয়।

১৮৪১ আঃ ৩১।

১৮ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২২।

আজিমগড়ের সেসন জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তাইনে যে নিষ্পত্তি ও হুকুম শব্দ আছে তাহা মোকদ্দমার বিচারকালীন হুকুমের বিষয় খাটিবেক না এমতে অধস্থ আদালতের বিচারকালীনের হুকুমের প্রতি উপরিস্থ আদালতের হস্ত নিঃক্ষেপের প্রতি উক্তাইনে নিষেধ নাই।

৯ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২৩।

মোনছফেরা যে মুতফরকা হুকুম করিবেন তাহার নকল সাদা কাগজে দিবেন এবং তাহার আপীল এক মাসের মধ্যে করিতে হইবেক কিন্তু প্রার্থনা করিলে পর নকল পাইতে যে বিলম্ব হইবেক তাহা বাদ পড়িবেক।

মন্তব্য যে তারিখে নকল জন্য প্রর্থনাকরে ও যে তারিখে প্রস্তুত হয় তাহা সর্ব্বদা মোনছফকে ঐ নকলে লিখিতে হইবেক।

১৮১৭ আঃ ১৭ ধাঃ ৮ প্রঃ ৫।

২১ মার্চ ১৮৪২ সং ১৩২৪।

মাদক দ্রব্য খাওয়ানো ও চৌর্য্য করণের মোকদ্দমায় উক্তা ইন খাটিবেক না।

কনেষ্টকসন ১৯০ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে যে মোকদ্দমার কারণ একবৎসরের অধিক কাল উত্থাপন হইয়া থাকিলে সে মোকদ্দমা মোনসফের বিচার্য্য নহে এমতে তমসুক যে তারিখে লিখিত হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে মোকদ্দমা উত্থাপনের কারণ গণ্য হইবেক কি যে তারিখ টাকা পরিশোধের মিয়াদ আছে সেই তারিখ হইতে গণ্য হইবেক প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে পরিশোধের মিয়াদের দিন হইতে মোকদ্দমা উত্থাপনের কারণ গণ্য হইবেক।

সাঃ লিঃ ১৮৩৩ সাল ২৬ জুলাই। ৯১ সংখ্যা।

৫। বিশেষ কারণ থাকিলে সদর আমীন ও মোনসফের ডিক্রী জারী কারণ প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইতে পারিবেক।

৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরা আপন কৃত ডিক্রী জিলা জজ আদালতের কৃত ডিক্রী জারীর নিয়মানুসারে জারী করিতে পারিবেন এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মোনসেফদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় সদর আদালতের অভিপ্রায় যে তাহারাও আপন কৃত ডিক্রীজারী দরখাস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ ধারার নিয়ম মতে জারী করিতে পারিবেন কিন্তু সাবেক সদর আমীন ও মোনসেফ কৃত ডিক্রী জারীর দরখাস্ত জজের সমীপে হইবেক এমতে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারাক্রমে মোনসফের ডিক্রী জারীর বিষয় যে বিশেষ নিয়ম ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারার সাধারণ নিয়ম ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ধারাক্রমে মোনসফ আদালতে চলিত হওয়ায় সদর আদালতের বিবেচনায় উক্ত ৪৫ ধারা অন্যথা হইয়াছে কিন্তু সাবেক মোনসফের কৃত ডিক্রীর প্রতি সাব্যস্ত আছে এমতে উক্ত ৪৫ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৮

১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারা ৮ প্রকরণ বর্ত্তমান মোনসফ কর্ত্তৃক ডিক্রী প্রতি খাটিবেক না সাবেক মোনসফের ডিক্রী প্রতি খাটিবেক এবং ঐ ৫ প্রকরণ মতে নূতন নালিশ করিতে হইলে জজের সমীপে হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমা এক তরফা না হইয়া থাকিলে জজ অনায়াসে নিষ্পত্তি করিতে ও এক তরফা হইয়া থাকিলে দাবীর সংখ্যানুসারে নীম্নাদালতে সোপর্দ্দ করিতে পারিবেন।

সাং লিঃ ১৮৩৫ সাল ৬ নবেম্বর। ১৫৬ সংখ্যা।

২ দফার শেষাংশ। কোন সাক্ষীর জবানবন্দি লওন জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইন্‌চার্য্য মোনসফেরা অবিলম্বে জজের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং জজ উচিত বোধ করিলে মোনসফ আদালতের রীতিমত জবানবন্দি লওনের আদেশ করিতে পারিবেন।

সাং লিঃ ১৮৩৬ সাল ২৯ জুলাই। ১৭৮ সংখ্যা।

১ দফার শেষাংশ। —আপীল হওয়া মোকদ্দমার নথি পাঠাইবার সময় উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি উভয় পক্ষের দাখিলি দলিলের সহিত পৃথক২ লেফাফায় নীচের লিখিত মতে শিরনামা * দিয়া ফিস্তি ও সর্টিফিকিট অর্থাৎ নিদর্শন লিপির যোগে পাঠাইতে হইবেক।

* অমুক ফৈরাদী কি আপীলাণ্ট } ফেরাদী কি আপীলাণ্টের অথবা
অমুক আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট } আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্টের দাখিলি দলিল ইত্যাদি।

সাঃ লিঃ ১৮৩৯ সাল ২০ সেপ্টেম্বর। ৪৯ সংখ্যা।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪১ ধারা ১ প্রকরণ ও ৪৩ ধাঃ ১ প্রকরণ ও ঐ আইনের ৭৩ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ দৃষ্টে সদর আদালত নীচের লিখিত নিয়ম স্থির করিলেন।

৪। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারাতে মোনসেফ দিগের কাগজ পাঠানের যে বিধি আছে তাহা ঐ আইনের ৭৩ ধারাক্রমে সদর আমীন ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারা ৪ প্রকরণ মতে প্রধান সদর আমীন আদালতে চলিত হইয়াছে অতএব তাহাদিগের কাগজপত্র জজাদালতে থাকন জন্য মাসকাবারের পর ১৫ দিনের দিন কি তন্মধ্যে গত মাসের নিষ্পত্তি হওয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার রিপোর্ট আসল কাগজ ও দলিলের সমভিব্যাহারে পাঠাইতে হইবেক।

৭। মোনসফেরা যে নিষ্পত্তি ও শেষ হুকুম করিবেন ঐ হুকুমের দিন হইতে এক হপ্তার মধ্যে তাহার নকল প্রস্তুত করিয়া লওন জন্য তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিকে সংবাদ করিতে হইবেক এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাক্রমে যে২ মোকদ্দমা সদর আমীন ও প্রধান আমীনকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহাতেও ঐ নিয়ম খাটিবেক তদ্ভিন্ন অপর মোকদ্দমায় উক্ত সময়ের মধ্যে নকল দেওন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবেক।

৮। জিলা জজ আদালতে যে নিষ্পত্তি ও শেষ হুকুম হইবেক

ঐ হুকুমের দিনহইতে ১০ দিনের মধ্যে তাহার নকল দেওন জন্য প্রস্তুত হইতে হইবেক।

৯। মোনসফ ও সদর আমীনরা যে মোকদ্দমার কাগজপত্র পাঠাইবেন তাহা গত ৭ ডিসেম্বর দিবসীয় সাঃ লিপির নিরূপিত সময়ে পাঠাইতে হইবেক এবং তাহার সহিত নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট ও আসল কাগজ ও দলিল যে পাঠাইবেন তাহার সহিত শেষ ডিক্রী ও থাকিবেক যেহেতু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৩ ধারার ১ প্রকরণে আদেশ আছে এবং ঐ নিয়ম ৫০০০ টাকার ন্যূন মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের প্রতি খাটিবেক এবং মাসকাবারের পর ১০ কি ১৫ দিনের মধ্যে জজ আপন কৈফিয়ত সদরে পাঠাইতে পারেন এমত উদ্যোগ করিবেন।

১০। মোনছফ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন যে জাবেতা মোকদ্দমার কাগজ রাখন জন্য জজাদালতে পাঠাইবেন তাহার সহিত গত মাসের নিষ্পত্তি হওয়া ডিক্রীজারী ও অপর মতফরকা মোকদ্দমার কাগজ পাঠাইতে হইবেক কিন্তু যে ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নম্বর খারিজ হইয়া কাগজ পাঠাইবার পূর্ব্বে ছানি জারীর দরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে নথি না পাঠাইয়া নম্বর খারিজের হুকুমের ও ডিক্রী জারির দরখাস্তের ও তৎসংক্রান্ত রুবকারির নকল পাঠাইলেই হইবেক।

১১। জজেরা অনুসন্ধান করিবেন যে অনোদ্যোগ জন্য ডিক্রী

জার্য্যার মিছিল যে নম্বর খারিজ হইয়াছে তাহা বিধিপূর্ব্বক হই-য়াছে কি না না হইয়া থাকিলে সুধারার উদ্যোগ করিবেন।

১৩। ৫০০০ টাকার অধিক মোকদ্দমায় উক্ত নিয়ম খাটি-বেক না তাহার নথি ছয় মাসপর্য্যন্ত প্রধান সদর আমীন আদালতে থাকিবেক কারণ আপীল হওয়া মোকদ্দমায় সদর আদালতের কোন হুকুম হইলে তাহার মতাচরণ করিতে পারিবেন কিন্তু মাসকাবারে ঐ সকল নিষ্পত্তি থাকিবেক।

সাঃ লিঃ ১৮৩৯ সাল ১১ আক্টোবর। ৫২ সংখ্যা।

ফৈরাদী কি তাহার উকীল দাবী পরিত্যাগ কি রফা ইত্যাদি যে কোন কারণে আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করণের অভি-প্রায় আদালতে বাচনিক প্রকাশ করিলে আদালত তাহা লিপি বদ্ধ করিয়া ফৈরাদীর পক্ষে মোকদ্দমা করণের অভিপ্রায় না থাকন জন্য নম্বর খারিজ লিখিবেন ও তাহা উদ্যোগ না করণ জন্য ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার কৈফিয়তে থাকিবেক।

সাঃ লিঃ ১৮৪১ সাল ৮ জানেয়ারি।

গেঃ পৃঃ ৩৮। ১৮৪১ সাল।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারা ও ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ ও ৪ প্রকরণ ও ২৭ আইনের ৯ ধারার তরজমা অধীন আদালতে থাকা নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগের জ্ঞাত করিবে যে তাহাদিগের উচিত যে তাহাদিগের আদালতের উকীল ও মোক্তারেরা নালিশের আরজী জওয়াব দরজওয়াব

ও রদ্ধ জওয়াব আপীলের ওজুহাত ও তাহার জওয়াব ঐ আই নের নিয়মমতে, লিখিত হয় কি না তাহার নিরীক্ষণ করেন তাহা না করিলে তাহাদিগের কার্য্যের নিতান্ত শৈথিল্য জ্ঞান করিয়া ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার মতাচরণ হইবেক।

সংগ্রাহকের উক্তি।

১৮৩৭ সালের ২৫ আক্টের ৩ ধারা ও ১৮৩৭ সালে ২৩ ফিব্রুয়ারি দিবসীয় সাধারণ লিপির বাঙ্গালা তরজমায় যে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার মোকদ্দমা সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইবেক লিখিত আছে তাহা ভ্রম ঘটিত হইয়াছে তাহাতে কেবল প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দের প্রতি বিধি আছে।

অপর ৮৭২ সংখ্যক কনেষ্ট্রক্সনের বাঙ্গালা তরজমা যে ৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৮ ধারাক্রমে [illegible]ল্যের দাবী নন্‌সুট হইলে সরসরি আপীল হইতে পারিবেক না লিখিত আছে তাহাও ভ্রম ঘটিত হইয়াছে তাহাতে সরসরি আপীলের প্রতি বিধি আছে।

14

CONTINUATION

of the abstract Bengallee

CIRCULAR ORDERS of THE SUDER DEWANY and NIZAMUT ADAWLUT

From the Year 1840 to 1841

BY

RADARUMAN BOSE

ক্রমাগত

সরকুলর আডর।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালতের সাধারণ লিপি।

ইংরেজি ১৮৪০ সাং ১৮৪১ সাল।

শ্রীরাধারমণ বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা

নিমতলা বিধিমুকুর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৮৪২ সাল।

৩৭

সুচিপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
উপযুক্ত ইষ্টাম্প কওনজন্য মিয়াদ	১
প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক সদর আপীলের দরখাস্ত প্রেরণ ও বিশেষ হুকুম ভিন্ন নথি না পাঠাওন	২
১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারা সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন আদালতে না খাটন	২
লে নসেফের প্রতি বাকী খাজানা জন্য ক্রোক বিক্রয়ের নিষেধ	৩
ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিদারক দৃষ্টি নিষেধ ও পরোক্ত কি আমীন নিয়োগ	৩
বিক্রয় আমীনদিগের স্থাবরাস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের ক্ষমতা	৩
পরিদর্শা প্রস্তুতের বিষয়	৪
৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় মাসকাবারের সহিত সটিফিকিট	৪
দেশীয় বিচারকদিগের পদবৃদ্ধির দরখাস্ত জজের দ্বারা প্রেরণ	৪
একটিং ও ইনচার্য মোনসেফদিগের বেতন	৫
সাধারণ লিপি ইত্যাদিতে ডেপুটি রেজেষ্টরের দস্তখত	৫
১৮৪০ সালের ৫ আক্টক্রমে প্রতিজ্ঞা	৫
এক অধিকারের মোনসেফদিগের পরস্পর রুবকারি প্রেরণ	৬
দেশীয় বিচারকদিগের অবর্ত্তমান কালের বেতন কর্ত্তন	৬

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্ট | পত্রাঙ্ক

নির্ঘণ্ট — পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

চরণভরসা

সদর দেওয়াণী আদালতের
সরকিউলর আরডর অর্থাৎ সাধারণ লিপি
যাহা
ঐ আদালতের রেজেষ্টর
কর্তৃকনিম্নাদালতে লিখিত হইয়াছে।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জানের গেজেট পৃষ্ঠা ১৫।১৬

কোনব্যক্তি অনবধান কি ভ্রম প্রযুক্ত আইনুক্ত নিরূপীত মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে লিখিত না হওয়া দলিল আপন মোকদ্দমায় কোন আদালতে দাখিল করিলে গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু ঐ ব্যক্তি মালের কার্য্যকারকের দ্বারায় রীতিমত উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প করাইবার প্রার্থণা করিলে ঐ আদালত তজ্জন্য তাহাকে উপযুক্ত মেয়াদ দিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ জানের গেঃ পৃঃ।২৬।২৭

১৮৩৮সাল২৩ ফিবরেল৪ সংখ্যক সাধারণ লিপির ৬ ধারার শুধারায় আদেশ হইল যে প্রধান সদরআমীনের নিষ্পত্ত্য ৫০০০ টাকার অধিক দাবির মোকদ্দমায় সদর আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে কি ঐ প্রধানের আদালতে দাখিল হইবেক ঐ প্রধানের নিকট ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্ট দ্বিবসীয়

১৬ সংখ্যক সাধারণ লিপীর লিখিত নিরূপীত মেয়াদে আপী লের দরখাস্ত দাখিল হইলে ঐ প্রধান অবিলম্বে ঐ দরখাস্ত ও তাহার সহিত দাখিলি দলিল আপন কর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাক্ষর ও মোহরের সার্টফিকীটের সহকারে অপর রূবকারির সহিত যাহাতে নিষ্পত্তির সংক্ষেপ বিবরণ ও বাদি ও প্রতিবাদির নাম ও ডিক্রীর দিবস ও আপীলের দরখাস্ত দাখিলের তারিখ লিখিত থাকে সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর আদা- লতের বিশেষ হুকুম ব্যতিরেকে আসল নথির নকল কি নথি পাঠাইবার উদ্যোগ করিবেন না সদর আদালতের হুকুম হই- লে ঐ নথির নকল জজের মোহাফেজ দপ্তরে রাখিয়া আসল নথি সাবধান পূর্ব্বক ১৮২৪ সালের ৭০ সংখ্যক ২১ মে দিবসীয় ও ১৮২৩ সালের ৬৭ সংখ্যক ১৯ সেপ্তম্বর দিবসীয় সাধারণ লিপীর উপদেশ মতে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জানের গেঃ পৃঃ ৩৩

উত্তরাধিকারিত্বের মোকদ্দমায় ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫৭। ৫৮। ৫৯ ধারাক্রমে যে স্থান সম্বন্ধীয় বিশেষ বিধি চট্ট- গ্রামের মুনছফ দিগের আদালতে ও যাহা ঐ আইনের ৭৩ ধারাক্রমে সদর আমীন আদালতে প্রচলিত হইয়া ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ধারার ১প্রকরণমতে অন্যথা হই- য়া কেবল ৫৯ধারা সমস্ত মুনছফ আদালতে প্রচলিত হইয়াছে এমতে উক্ত ৭৩ ধারা সদর আমিন আদালতে ও ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণমতে প্রধান সদর আমিন আদা লতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ২৪ জানের গেঃ পৃঃ ৩৪

১৮১৩ সালের ৩ জুন দিবসীয় ৩৬ সংখ্যক সাঃ লিপীর দ্বারা দেশীয় আমিনেরা জমিদারের পক্ষ হইয়া বাকীদার প্রজার ক্রোকী মালামাল বিক্রয় করিতেন কিন্তু ১৮৩৯ সালের ১ আ-ইন মতে ক্রোকীবস্তুর বিক্রয়ের ক্ষমতা মুনছফদিগের হস্তহইতে লওয়া গিয়াছে এমতে তোমার অধিন মুনছফগণকে উক্ত সাধারণ লিপীর আদেশ মতে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ ফিবরেল গেঃ পৃঃ ৫৪

১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৩ ধারার নিষেধ ক্রমে কোন হিসাবের নির্য্যাস জন্য খাজাঞ্চীর রিপোট তলবকরা অবিধি এমতে প্রয়োজন হইলে জজেরা এসেসার অর্থাৎ সহকারি নিয়োগ করিবেন তাহাতে শুভিতা না হইলে মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া বাদি কি প্রতিবাদির খরচে আমিন নিয়োগ ও উভয় বিবাদির অভিপ্রায় মতে ঐ আমিন আদালতে কি মহাজনের বাটীতে হিসাব বহি দৃষ্টি করিবেন যেহেতু এসেসার নিয়োগ জন্য ক্ষমতা দেশীয় জজদিগের প্রতিনাই তাহারা আমিনের দ্বারায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

ইং ১৮১০ সাল ৭ ফিবরেল গেঃ পৃঃ ৫৪

১৮২৫ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণমতে ১৮৩৭ সালের ১৩ জানের দিবসীয় ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ লিপির লিখিত ডিক্রী জারি জন্য বিক্রয় আমিনেরা স্থাবর অস্থাবর দুই প্রকার সম্পত্তিই বিক্রয় করিতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিব্রুরেল   গেঃ পৃ ৫৬

পোষ্ট মাষ্টর জেনেরেল সাধারন লিপীর দ্বারায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পুলিন্দার দুই কিনারা সেলাই নাকরিয়া কিম্বা বাহিরে রজ্জু না বান্ধিয়া মোহর করিলে এমত কোন পুলিন্দা কোন পোষ্ট মাষ্টর গ্রহন করিবেননা অতএব আপনারা কাগজপত্র পাঠাইবার সময় উক্ত বিষয়ে মনোযোগী হইবে।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফিবরেল   গেঃ পৃঃ ৫৭

গত সেপ্তম্বর মাসের ২০ দিবসীয় সাধারণ লিপির শেষ ভাগের লিখিত সার্টিফিকীট যে দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম সংখ্যার মাসকাবারের সহিত পাঠাইতে হয় তাহা কেবল যে মাসে প্রধান সদরআমিন ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন সেই মাসে পাঠাইবেক নতুবা উক্ত লিপির ১২ ধারার নিরূপীত কৈফিএতের ৪ অংশের ক্রোর পত্রের নিম্নভাগে বৃত্তান্ত লিখিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ মার্চ   গেঃ পৃঃ ৫৭।৫৮

দেশীয় বিচারক দিগের গুণাগুণ কর্ম্মদক্ষতা ও পূর্ব্ব কর্ম্ম জজ দিগের বার্ষিক রিপোর্টেই ব্যক্ত থাকে ও তদ্দ্বারায় তাহা দিগের দরখাস্ত ব্যতিরেকে পদ বৃদ্ধি হইতে পারে তত্রাপী তাহারা কোন দরখাস্ত জজের দ্বারায় করিতে চাহিলে জজ তাহা অবশ্য পাঠাইবেন এবং এবালিসি মুনসফাদির প্রতিও ঐ রূপ অনুগ্রহ হইবেক কিন্তু উক্ত নিয়মমতে না পা-

ঠাইয়া একেকালে সদরে দরখাস্ত করিলে তাহা শ্রবণ ও তৎ সম্বলিত দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ মার্চ গোঃ পৃঃ ৬৯।৭০

সদরের অনুরোধ ক্রমে গবর্ণমেণ্টের আদেশ যে উত্তরকাল একটীং মোনছফ দরমাহা ৫০ টাকা ও ইনচার্য্য মোনছপ দরমাহা ২৫ টাকার হিসাবে পাইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপরিল গোঃ পৃঃ ৭০

১৮৪০ সালের ৭ আক্টমতে সদরের ডিপুটী রেজেষ্টর মেস্তর কারপেটরিক সাহেবের প্রতি সাধারণ লিপি ও ইষ্ট্যাম্পো লিখিত নকলে ও প্রথম আশীষ্টাণ্ট মেস্তর ইষ্টুর সাহেবের প্রতি পরিসেপ্টে ও সাদা কাগজে লিখিত নকলে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা দেওয়াগেল এবং প্রথম আশীষ্টাণ্টের অবর্ত্তমান কালে ঐ ডিপুটী রেজেষ্টর তাহার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ আপরিল গোঃ পৃঃ ৭১

১৮৪০ সালের ৫ আক্ট মতে নীচের লিখিত বাক্যানুসারে যাহারা শপথ করিবেক তাহাদিগেরকে কোন প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে হইবেক না কেবল উক্তবাক্য পাঠ ও শ্রবণ করিবেক এবং তাহার জবানবন্দির প্রথমেই লিখিতে হইবেক যে ১৮৪০ সালের ৫ আক্টের বিধ্যনুসারে শপথ করিলেক।

শপথ

আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য হইবেক এবং সত্য ভিন্ন হইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ আপরিল গেঃ পৃঃ ৭১

এক অধিকারের নানামুনছফেরা সরকারি কর্ম্ম সম্বন্ধে জজকে না জানাইয়া পরস্পর খবকারি প্রেরণ করিতে পারিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ আপরিল গেঃ পৃঃ ৭২

১৮৩৪ সালের ২৬ সেপ্তম্বর দিবসীয় ১১৫ সংখ্যক সাধারণ লিপির অন্যথায় আদেশহইল যে দেশীয় বিচারকেরা পূজা ও মহরমের বিদায়ের অতিরিক্তকাল পীড়িত জন্য কর্ম্ম স্থানে আসিতে না পারিলেও পরে কর্ম্ম স্থানে পৌঁছিয়া পীড়িতথাকার বিষয় চিকীৎসকের সার্টিফিকীট দর্শাইলে উক্ত লিপির লিখিত অবর্ত্তমান কালের মাহিয়ানা কর্ত্তন হইবেক না। ২৭ অক্তবর সাঃ লিঃ দৃষ্টাঃ

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আপরিল গেঃ পৃঃ ৭২

১৮১২ সালের ২০ আইনের অভিপ্রায়মতে মোকদ্দমার খরচার জামিনি নামা রেজেষ্টরি হইতে পারে অতএব উক্ত নিয়ম দলিল রেজেষ্টরি করা কর্ম্মকারককে জ্ঞাত করিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আপরিল গেঃ পৃঃ ৭২

গবর্ণমেণ্টের নাম সম্বলিত বাকী খাজনা আদায়কারণ নিলাম খরিদারের নামে ন্যালিসী মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্ট তারিখে দেওয়ানী আদালতের কোন২ রীতি পরিবর্ত্ত করিয়া যে সাধারণ লিপি প্রচার হয় গবরণ বাহাদুরের অভিপ্রায় মতে তাহা অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ আপরিল গেঃ পৃঃ ৮০।৮১

জেলার পণ্ডিতদিগের বিবরণ নিচের নকসা মতে ও কোন পণ্ডি

তের পদ শূন্য থাকিলে কতদিন শূন্য ও কিরূপ কর্ম্ম চলিতেছে ও বেতন কি হইতেছে তাহার বেওরা লিখিবে।

নাম ও নিয়োগের তারিখ	বয়ঃক্রম ও জন্মস্থান	বেতনের সংখ্যা	সাধারণ যোগ্যতা ও চরিত্র	পণ্ডিতের কত তাঁহার সম্পত্তি নিজ জেলায় কি অপর জেলায় আছে

ইং ১৮৪০ সাল ১ মে গেঃ পৃঃ ৮১

মিলেটরি বোর্ডের সাধারণ লিপি যে গত ৩১ মে দিবসীয় লিপির সহিত প্রচার হইয়া ছিল তাহার ৩ ধারায় যে আদালত ঘরের সাসি দরজা ভঙ্গ করণজন্য দণ্ডের নিয়ম ছিল তাহা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে আদালতের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাহার বিবেচনা করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে গেঃ পৃঃ ৮১ নাং ৮৩

১ ডিক্রীর নকল লওন জন্য সমস্ত ইষ্ট্যাম্প এককালীন দাখিল করিতে হইবেক কতক দাখিল করিয়া থাকিলে বাকী কাগজ ঐ নকল প্রস্তুত হওনের অবকাশে দিতে হইবেক তাহাতে বিলম্ব হইলে ঐ বিলম্ব জন্য সময় আপীলের মেয়াদে বাদ পড়িবেক না।

২ ডিক্রীনবিস প্রত্যেক ডিক্রীর পৃষ্টে ডিক্রী প্রস্তুত হওনের তারিখ লিখিবে এবং নকল জন্য কত ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক তাহার নিমিত্তে নকলের প্রার্থনীয় ব্যক্তিকে সংবাদ করিবেক ও তাহার প্রমাণ জন্য স্বয়ং কি উকীলের স্থানে আসল ডিক্রীর পৃষ্টে লিখাইয়া লইবেক স্বয়ং কি উকীল উপস্থিত না থাকিলে জজকে জানাইবেন এবং জজ উত্তরকাল স্মরণ জন্য তাহার ইয়াদ দাস্ত রাখিবেন।

৩ উপযুক্ত ডিক্রী প্রস্তুত হওনের দিন হইতে ইষ্ট্যাম্প দাখিল পর্য্যন্ত যে বিলম্ব হইবেক তাহা আপীলের মেয়াদে বাদ পড়িবেক না এবং ডিক্রীর নকল কালিন অপর ইষ্ট্যাম্পের আবশ্যক হইলেও ঐ নিয়মে কর্ম্ম করিবেক।

৪ আপীলের মেয়াদ নির্ণয় কারণ প্রত্যেক ডিক্রী ও হুকুমের নকলের পৃষ্ঠে নীচের লিখিত মেওজা লিখিতে ও প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিন ও মোনছফ দিগের উক্ত নিয়মের প্রতি মনোযোগী হইতে আদেশ করিবেন।

অমুক তারিখ আসল ডিক্রী স্বাক্ষর হইল

অমুক তারিখ বাদী প্রতিবাদী আপীলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট নকল কারণ এতকেত্তা ইষ্ট্যাম্প দাখিল করিলেক

অমুক তারিখ এই নকল স্বাক্ষর ও মোহর করা হইল

অমুক তারিখ নকল দেওয়া গেল

অমুক তারিখ নকল প্রস্তুত হইয়া পাবার কি অপরকে দেওয়া গেল কিম্বা না লওয়াতে সেরেস্তায় রহিল।

পাপরের মোকদ্দমা মোনছক আদালতে হইলে।

অমুক তারিখে পাপর কি অপর পক্ষকে সংবাদ করায় স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হওয়াতে নকল সেরেস্তায় রহিল।

রুবকারির নকল।

অমুক তারিখ রুবকারি স্বাক্ষর হইল।

অমুক তারিখে বাদি প্রতিবাদি আপীলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ রুবকারির নকলের প্রার্থনা করিলেক।

অমুক তারিখে এতকেতা ইষ্টাম্প দাখিল করিলেক।

অমুক তারিখে নকলে দস্তখত ও মোহর হইল।

অমুক তারিখে নকল দেওয়াগেল।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে। গেঃ পৃঃ ৮৩।

১০০০ সংখ্যক কনেষ্টকবণ অন্যথায় আদেশ হইল যে অপর জেলার জায়দাদ বিক্রয় জন্য কোন জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ ঐ দরখাস্ত ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজের নিকট পাঠাইবেন তৎপরে ঐ জায়দাদ সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকুম ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হইবেক তাহা ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজ করিবেন।

৩। রাজস্বের কর্ম্মকর্ত্তারা কোন বিক্রয়ের মধ্য ব্যক্তি থাকুন বা না থাকুন সমস্ত বিক্রয়ের প্রতিই উক্ত নিয়ম খাটিবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৫ মে। গেঃ পৃঃ ৮৩।৮৪।

দেশীয় বিচারকদিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরি-

বর্ত্তকালীন রবিবার ভিন্ন প্রতি দিন ৫ ক্রোশের হিসাবে ও তদ্ভিন্ন প্রবাসের আয়োজনজন্য অপর সপ্তাহ মজুরা পাইবেক তাহার অধিক বিলম্ব হইলে ঐ বিলম্ব সময়ের বেতন পাইবেক না, যে জেলায় গমন করিবেক তথাকার জজের অনুমতি লইয়া বিলম্ব করিলেও বিলম্বকালের বেতন কর্ত্তন হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ২৯ মে। গেঃ পৃঃ ৮৪।

যে কোন নালিসের আরজীর ইষ্টাম্প মূল্য ফিরিয়া দিতে হইলে চলিত সাঃ লিপিক্রমে আসল আরজী কালেক্টরিতে পাঠাইতেহইবেক, তৎসংক্রান্ত গত ৬ ডিসেম্বর দিবসীয় ৬০ সংখ্যক সাধারণ লিপির ৩ ধারা অর্থাৎ শেষাংস অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৮৪।৮৫।

যেহেতু মোনসফ আদালতে সরকারী উকীল নাই, অতএব তাহাদিগের নিকট পাপরের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ সোপর্দ্দ হইলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার নকল সরকারী উকিলের জ্ঞাপন জন্য সর্ব্বদা জজ আদালতে পাঠাইবেন যদ্দারা সরকারী উকীল জ্ঞাত হইয়া মালের কর্ম্মকর্ত্তার উপদেশ মতে সরকারী স্বত্ব রক্ষার উপায় করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৪।৯৫।

১ চীঠী। ডিক্রীজারির বিলম্বের অনুসন্ধান বিষয়ক।

২ চীঠী। অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার নূতন নালিস বিষয়ক ১৮৪১ সালের ২৯ আক্ট দৃষ্টে।

৩ চৌঠী। কালেক্টরিতে অর্পিত ১৮১৯ সালের ৫ আইনের ৩০ জুন পর্য্যন্তের মুলতবি মোকদ্দমার রিপোর্ট তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৫।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৮ ও ৭৩ ধারা ও ১৮৩৩ সালের ২৮ সংখ্যক ও ১৮৩৫ সালের ১৪৫ সংখ্যক সাধারণ লিপিক্রমে মুনসেফ ও সদর আমিনের রেজেষ্টরি বহি ও আমানতি বহি ও ইয়াদদাস্তের প্রতি বারম্বার জজ দৃষ্টি করিবেন।

৩। কোন মুনসেফ নাজির নিয়োগ করিয়া মিরনলইলে কি আমানতি টাকা ব্যবহার করিলে কিম্বা আপন সেরেস্তাদারের প্রতি তাহার নাম দস্তখতের অনুমতি দিয়া থাকিলে জজ তাহার প্রতিকার করিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৬।

ইষ্টাম্প মাসুলের সাহায্য কি বিলাত আপীল অযোগ্য করণ জন্য দাবির ন্যুন করিয়া কেহ নালিস করিয়াছে, এমত আপত্তি কোন প্রতিবাদি করিলে চারি কেতা কাগজ দাখিলের পূর্ব্বে জজ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিস্তীর ৮ ধারা ও ১০৪৬ সংখ্যক কনেষ্টকষণ মতে অনুসন্ধান করিয়া উচিত আদেশ করিলে অসন্তুষ্টি ব্যক্তি সরাসরির আপীল করিতে পারিবেক।

২। উক্ত নিয়ম প্রধান সদর আমিনকে জ্ঞাত করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১১ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৬।

কওয়া ও ব্যবহার বার্ষিক নকল যে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় এবং ১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্তেম্বর দিবসীয় সাধারণ লিপির ১৪ ধারার লিখিত মাসকাবারের সহিত প্রধান সদর আমিনেরা যে সর্টীফিকট পাঠান তাহা ইংরাজী কাগজে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৯ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৭।

নীচের লিখিত নক্সানতে ১৮৩১ সালের ৫ আইনোক্ত নিয়োজিত প্রধান সদর আমিন ও সদর আমিনদিগের কৈফিএৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩১ সালের ৫ আইনোক্ত নিযোজিত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমিনের কৈফিএৎ।

কর্ম্মকারক	নাম	জন্মস্থান	বাসস্থান নগরগ্রাম পরগণা জেলা	বয়ঃক্রম	দেশীয় নাহইলে কতদিন বাস	বেতন মায়দপত্র বসবপ্রাপ্তি	নিয়োগের তারিখ
প্রধানসদর আমীন							
সদর আমীন							

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ জুন। গেঃ পৃঃ ৯৭।৯৮।

নীচের লিখিত নক্সানুসারে ১৮৩৩ সালের ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ লিপি ক্রমে নিযোজিত আমিনদিগের ৩০ জুন পর্য্যন্তের কৈফিয়ৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩৭ সালের ১৩ আইনের দ্বিতীয় ধাঃ লিপি ক্রমে অমুক জেলার নিযুক্ত আমিনের কৈফিয়ৎ।

নম্বর	আমিনদিগেরনাম ও ধাম	নিয়োগেরতারিখ	যেজেলা বাএলাকায়কর্ম্ম করে	জামিনের নাম ও তায়দাদ	আইন মতে উপযুক্ত কিনা	সাধারণকৈফিয়ৎ
১	অমুকস্থান নিবাসীঅমুকব্যক্তি	অমুক মাসেরঅমুক তারিখ	১সংখ্যক কি অমুক মুনছুফী এলাকায়	৩০০ অমুক স্থানের অমুক২	কোনআইন মতে অনোপযুক্ত নহে	ঐজেলারকোন বিচারক কি আমলার সহিতকুটুম্বিতা আছে কিনাতাহা এইঘরে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৮।

দেশীয় জজদিগের যত মোকদ্দমা মাসকাবারে করিতে হয় তাহার সংখ্যা পূর্ণকরণ জন্য নালিসের তারিখ ও নম্বর বিবেচনা না করিয়া সহজ নিষ্পন্ন যোগ্য মোকদ্দমা অগ্রে নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে তাহা নিবারণ করিবে এবং সদরে রিপোর্ট পাঠাইবে।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ জুলাই। গেঃ পৃঃ ১০৬।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিস্তীর ৭ ধারার ফারসী তরজমায় যে ভ্রমক্রমে এক কথা অর্থাৎ ইহার

মধ্যে ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবেক, যে লিখিত হইয়াছে তাহা আসল ইংরাজীতে নাই।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই। গেঃ পৃঃ ১৩২।

সদর আদালতের উপস্থিত সরকারী মোকদ্দমায় সরকারী উকীলের পাওনা খরচা হুকুমের ১ দফায় লিখিতে হইবেক কারণ তদ্দ্বারা উকীল আপন খরচা আদায়ের উপায় বোর্ড কি অপর কর্ম্মকারক যাহারা ঐ মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছেন তাহাদিগেরদ্বারায় করেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৯৯।

১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির আপীল সদরের গ্রাহ্যোপযুক্ত কি না ত্বরায় নির্য্যাস জন্য ঐ প্রধানদিগের প্রতি আদেশ করিবেন, যে তাহারা যে কোন নম্বরি কি মুতফরক্কা মোকদ্দমার সমস্ত রুবকারিতে ঐ মোকদ্দমার দাবি সিক্কা ৫০০০ টাকার ন্যূন কি অধিক বিশেষ করিয়া লিখেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১১২

ক্রোট আফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায়।

এতদ্দেশীয় আমলাদিগের ভারি জরিমানা করণে তাহাদিগের অনুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানোর হেতু হইতে পারে অতএব উচিত কর্ম্মে কোন আমলা অস্বীকার হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য বাধ্য ব্যক্তিকে নিযোগ করিলে জরিমানা করা হইতে উত্তম সম্ভবে।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১০৭।

।/ পূজায় ২৩ সেপ্তম্বর হইতে ২৭ অক্তবর পর্য্যন্ত আদালত বন্দের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ১৪ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১২৫।

১। জজ আদালতে আপীলের মকর্দ্দমা যত নিষ্পত্তি হইবেক তাহার ফয়ছলায় যে দিবস ঐ মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি কারণ নিম্নাদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছিল তাহার তারিখ সর্ব্বদা লিখিতে হইবেক।

২। এবং অধিন আদালতের প্রতি আদেশ করিবেন যে তাহারা প্রথমত যে মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার ফয়ছলায় সোপর্দ্দ হওনের তারিখ লিখেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২১ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১২২।

১৮৩১ সালের ৫ আইনের মতাচরণ কালিন যে সদর আমীনেরা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন তাহাদিগের কর্ম্ম পারগতা ও আচরণ ও এইক্ষণে কত বেতনে কিকর্ম্ম করিতেছেন কি কর্ম্ম নাই তাহার বেওরা অবিলম্বে লিখিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ২১ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ১২২।১২৩

১। মুনছফি কর্ম্মাকাংক্ষিদিগের সাময়িক পরীক্ষা জন্য গবর্ণমেণ্ট পাটনা, মুরসীদাবাদ, ঢাকা, ও কলিকাতা, ৪ স্থান নিরূপণ করিয়া যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন তাহার নকল পাঠানো যাইতেছে।

২ । ঐ নিয়ম দেশীয় জজদিগরকে বিশেষ দশম নিয়মের প্রতি মুনছফ গণকে মনোযোগ করিতে আদেশ করিবে।

৩ । প্রথম পরীক্ষা নবেম্বর মাসে ও দ্বিতীয় পরীক্ষা ৪১ সালের জানের মাসে ও পরে যাণ্মাসিক পরীক্ষা প্রতি জানের ও জুলাই মাসে হইবেক।

গবর্ণর কৌন্সল কর্তৃক ১৮৪০ সালের

৪ আগষ্ট দিবশীয় পরীক্ষার নিয়ম।

১ । মুনছফী কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের পরীক্ষার নিমিত্তে এলাহা-বাদ রাজধানীতে তিন সমাজ ও বঙ্গ রাজধানীতে ৪ সমাজ ঐ ঐ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপন হইবেক প্রত্যেক সমাজে স্থান সম্পর্কীয় কমিসনর ও জেলা জজ মাজিষ্টর ও প্রধান সদর আমিনেরা ও অপর যাহাকে ২ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন তাহারা পরীক্ষক হইবেন।

২ । ঐ আকাঙ্ক্ষিরা যে সমাজে পরীক্ষা দিবেন তাহার অন্ত র্গত কোন জেলা জজের নিকট পরীক্ষা দিবসের ২ মাস পূর্ব্বে দরখাস্ত করিবেন কিন্তু এমত দরখাস্ত পরীক্ষক জজের নিকট হইবেক না।

৩ । জেলা জজেরা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি দিগের আচরণের উচিত্ত অনুসন্ধান করিয়া উক্ত কর্ম্মের অযোগ্য বোধ না করিলে তাহার দরখাস্তে লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা যোগ্য।

৪ । পরীক্ষা যোগ্য ব্যক্তি দিগের পরীক্ষা জন্য পরীক্ষকেরা বৎসরে দুই বার বৈটক করিবেন।

৫। সদর আদালত সময়েং যে পরীক্ষার নিয়ম স্থির করিবেন তদনুসারে পরীক্ষা হইবেক।

৬। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সদর আদালতের মঙ্গমতে মোনছফি কর্ম্মের যোগ্যতাপত্র দিয়া সদরে তাহাদিগের নাম পাঠাইবেন।

৭। কোন মুনছফি পদ শূন্য হইলে ও যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিরা দরখাস্ত করিলে জেলা জজ ও কমিসনরেরা তাহার নিমিত্তে অনুরোধ করিবেন এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যতাপত্র না পাওয়া ব্যক্তির অগ্রে সদর আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইবেক।

৮। যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির দরখাস্ত না পাওয়াতে উপস্থিত কর্ম্মে অপরের নামকরণ কোন জেলা জজ করিলে ও সদরে যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জজের মনোনিত ব্যক্তিকে নিয়োগ জন্য আপত্য ভাবে কিছু কালের নিমিত্তে তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিবেন কিন্তু আগত পরীক্ষার বৈঠকে তাহাকে যোগ্যতাপত্র লইতে হইবেক।

৯। উক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আগত পরীক্ষা কালীন যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত না হইলে তাহার পদ শূন্য বোধ করা যাইবেক।

১০। যোগ্যতাপত্র না পাওয়া সাবেক মুনছফের কর্ম্মের গতিকে জেলা জজ তাহাকে অযোগ্য বোধ করিলে কমিসনরের ঐক্যমতে আগত পরীক্ষার বৈঠকে পরীক্ষা দেওন জন্য তাহাকে আদেশ করিবেন পরীক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কি অপর মুনছফি কর্ম্ম পাইবেক না।

১১। উত্তরকাল সদর আদালতের অনুরোধ করা তিন জন মুনছফের একজন না হইলে ও ঐ অনুরোধের পূর্ব্বে এক বৎসর কাল মুনছফি কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে কেহ সদরআমিন হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালার গবর্ণর কর্তৃক অপর নিয়ম।

তারিখ ৮ ডিসেম্বর ১৮৪০ সাল। গেঃ পৃঃ ৬।২ পুস্তক।

১। পরীক্ষা কতক বাচনিক ও কতক লিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারায় হইবেক।

২। পরীক্ষা সময় উপস্থিত এমত সংবাদ সদর দেওয়াণী আদালত পাইলে দেওয়াণী সংক্রান্ত আইন ও কর্ম্ম সাধনের বিধান দৃষ্টে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা সমাজে পাঠাইবেন।

৩। কর্ম্মাকাংক্ষি ব্যক্তিরা কোন পুস্তক কি অপর ইয়াদ দাস্ত না দেখিয়া পরীক্ষা সমাজের দুই জন সভ্যের সমীপে প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন জজ কি কমিসনর থাকিবেন পরে সমস্ত সভ্যেরা উত্তর বিবেচনা করিয়া পারগতার বিষয় রিপোর্ট করিবেন, কর্ম্মাকাংক্ষিরা যে কোন ভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবেন অপর বিষয়ে কর্ম্মক্ষম হইলে ও দেশীয় চলিত ভাষা উত্তমরূপে জানেন কি না পরীক্ষকেরা জ্ঞাত হইবেন।

৪। প্রশ্নের উত্তর লিখিলে কোনএক মোনছফের সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া নিষ্পত্তিকরা কোন এক মোকদ্দমার শেষনিষ্পত্তি পত্র ভিন্ন অপর সমস্ত কাগজ কর্ম্মাকাংক্ষিদিগেরনিকট অনেক

উমেদার মুহুরি পাঠ করিয়া এবং ঐ কর্ম্মাকাংক্ষিরা উভয় বিবাদীর বিরোধ বিষয়ে আইন ও শাস্ত্রানুসারে যেরূপ নিষ্পত্তি করা উচিত হয় তাহার অভিপ্রায় লিখিবেন ও তাহা সমস্ত সভারা বিবেচনা করিয়া পারগতার বিষয় বিচার করিবেন।

৫ । পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হওয়া কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের উত্তর সদরে পাঠাইবেন।

৬ । বাচনিক পরীক্ষা পরীক্ষাসমাজের সম্পূর্ণ সভায় লওয়া যাইবেক এবং আইন সংক্রান্ত দেশীয় বিচারক দিগের বিচারের রীতি ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয় প্রত্যেকে জিজ্ঞাস্য হইবেক।

৭ । পরীক্ষা সমাপ্ত ও বিবেচনা সিদ্ধ হইলে কৌন্সল কর্তৃক নিয়মের ৬ ধারাক্রমে সদর আদালতের প্রস্তুত নক্সামতে কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের যোগ্যতাপত্র দিয়া তাহাদিগের ফর্দ স্বাক্ষর করিয়া সদর আদালতে পাঠাইবেন।

৮ । মপস্বলসমাজে কেবল যাহারা সদর আদালতের প্রেরিত সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিবেন তাহারাই যোগ্যতাপত্র পাইবেন যদি মপস্বল সমাজ এমত বোধ করেন যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত উত্তর দেওনে অক্ষম হয়ে ও অপর বিশেষ কারণে মুনচফি কর্ম্মের যোগ্য তবে তাহার লিখিত উত্তর ও যে কারণে কর্ম্মের যোগ্য তাহার বেওরা রাজধানীর প্রধান সমাজে পাঠাইবেন এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যতাপত্র পাওনের যোগ্য কি না তাহার বিবেচনা ঐ প্রধান সমাজ করিবেন কিন্তু উক্ত নিয়ম

প্রধান সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না তাহারা পর্ব্বমত ক্ষমতাবান থাকিবেন।

৯। যোগ্যতাপত্র দেওন বিষয়ে সভ্যদিগের সমান অংশের দ্বিমত হইলে সে ব্যক্তি কর্ম্মের অযোগ্য হইবেক।

১০। কর্ম্মাকাংক্ষি কোন ব্যক্তির সহিত কোন সভ্যের অন্তরঙ্গতা থাকিলে তিনি তাহার বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

১১। প্রথম পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উত্তীর্ণ না হইলে ও ঐ ব্যক্তির বোধগম্য দৃষ্টে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওনজন্য ঐ ব্যক্তিকে সভ্যগণেরা অপর মেয়াদ দিতে পারিবেন কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাহাকে জেলা জজের নিকট হইতে সার্টিফিকীট লইতে হইবেক।

১২। জেলা জজের নিকট সার্টিফিকীট জন্য কেহ দরখাস্ত করিলে ঐ ব্যক্তির আত্ম অন্তরঙ্গের মান্যতা ও সদাচার ও বোধগম্যের উচিত অনুসন্ধান করিয়া তাহার দরখাস্তের উপর লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে অথবা ঐ ব্যক্তি আপন ভদ্রতা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

১৩। জজ কর্তৃক এইরূপ সার্টিফিকীট লিখিত হইবেক যে দরখাস্তকারীর ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র ও পূর্ব্ব আচরণের অনুসন্ধানের দ্বারায় নিশ্চয় বোধ হইলে ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা দেওনের যোগ্য এবং ঐ সার্টিফিকীট সদরে পাঠাইবেন সদর আদাল-

তের আপত্য না থাকিলে এইরূপ সার্টিফিকীট লিখিবেন যে দরখাস্তকারীর পরীক্ষা জন্য তাহাদিগের আপত্য নাই।

১৪। কোন ব্যক্তির পরীক্ষা কালিন সভ্যদিগের আপত্য থাকিলে সদর আদালতের হুকুম কি অপর অনুসন্ধান জন্য তাহার কারণ ঐ সার্টিফিকীটে লিখিয়া সদরে পাঠাইবেন।

অমুক সাকিমের অমুকের দরখাস্ত।

আমার প্রার্থনা যে উচিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট দিবসীয় নিয়ম যাহা ১৫ দিবসীয় গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় ধারায় নির্দ্ধারিত সার্টিফিকিট প্রদান হয়।

দরখাস্তকারী ও তাহার পিতার নাম।	বয়ক্রম	জাতি ও ধর্ম্ম	বাসস্থান নগর গ্রাম পরগণা ও জেলা।	সরকারী যেকর্ম্ম পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিলে	কর্ম্মকারি ক্ষেত্রভূমি কিঅপর সম্পত্তি কোথা কোথা আছে	কর্ম্ম কাহাকি মহাজন কি খাতক ও তাহার মহাজন ও খাতকের বাস কোথা	[illegible] সার্টিফিকেট
জেলা ও তারিখ							

উক্ত ২১ আগষ্ট দিবসীয় অপর দুই চিঠীর এক চিঠীর ২ ধারায় অধিকান্ত আদেশ যে পরীক্ষা সমাজের সভ্যগণের সহিত অপর ভদ্রলোকের বৈঠক হওয়া জজের বিবেচনায় ভদ্র দায়ক হইলে তাহা স্থির করিয়া রিপোট করিবেন অপর ৩০ জুন দিবসীয় গবর্ণমেণ্ট চিঠীর আদেশ যে সরকারী কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত সমাজে সভ্য করণ জন্য সদর আদালত অনুরোধ করিলে বঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ আগষ্ট গেঃ প্ ১৪৩।

নিচের লিখিত নিয়মানুসারে মুনছফী কাছারির পেয়াদার তলবানার হার ও দিন নিরূপণ করিয়া তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করিবে ও তাহাতে যে কাছারিতে যত পেয়াদা তাহাদিগের রোজ ও তলবানার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিবেন।

তলবানার নিয়ম।

১ । জজেরা বর্ত্তমান মুনছফী কাছারির পরওয়ানা জারিজন্য আবশ্যক পেয়াদার সখ্যা স্থির ও উপযুক্ত ব্যক্তি বাছনি করিয়া নিচের লিখিত মতে তাহাদিগের নামের রেজেষ্টরিজন্য মুনছফ গণকে আদেশ করিবেন অর্থাৎ ঐ রেজেষ্টরিতে পেয়াদার নাম ও তাহার পিতারনাম চাপরাসের নম্বর বয়ঃক্রম বাস স্থান ও সম্ভব পর অবয়বের প্রকার লিখিতে হইবেক।

২ । মুনছফেরা আপন পরওয়ানা জারী জন্য উক্ত রেজেষ্টরি পেয়াদা ভিন্ন অপরকে নিয়োগ করিতে বিশেষ হুকুম রুবকারিতে ও ঐ পরওয়ানার পষ্ঠে না লিখিয়া পারিবেন না।

৩ । উক্ত রেজেষ্টরি পেয়াদারা আপন২ খরচে নম্বর যুক্ত চাপরাস পাইবেক।

৪ । মুনছফেরা তাহাদিগের হুকুম জারিজন্য চলিত নিয়মানুসারে তলবানার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে কাছারি হইতে তাহার এলাকার যেস্থান যত দূর ও দূরান্তর বিবেচনায় যত দিনের তলবানা দিতে হইবেক তাহার বেওরা থাকিবেক।

৫ । ঐফর্দ্দ জজের নিকট প্রেরিত ও জজকর্তৃক শুধারা ও ধার্য্য হইলে সাধারণের জ্ঞাপন জন্য মুনছফি কাছারিতে লটকানো থাকিবেক মুনছফের রুবকারির লিখিত বিশেষ আদেশ ভিন্ন ঐ ফর্দ্দের লিখিত তলবানার অধিক পাইবেকনা।

৬ । উক্ত তলবানা পরওয়ানা জারীর পূর্ব্বে দাখিল হইবেক এবং যত টাকা যাহার মারফত দাখিল হইল মুনছফ তাহা ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবেক ঐ পরওয়ানা জারী হইয়া ফিরিয়া আইলে ঐ টাকা মজকুরি পেয়াদা পাইবেক।

৭ । ঐ তলবানার জমা খরচের রেজেষ্টরি নিচেরলিখিত নক্সা মতে হইবেক।

৮ । ঐ দাখিল হওয়া তলবানার অতিরিক্ত তলবানা কি খোরাকী কোন পেয়াদা চাহিলে কি লইলে কর্ম্মচ্যুত ও চলিতাইন মতে দণ্ডনীয় হইবেক।

৯ । পেয়াদারা অতিরিক্ত তলবানা লইতে নাপারে এনিমিত্তে মুনছফেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন এবং তলবানার মিরণ কেহ পাইবেনা সমস্ত তলবানা কেবল পেয়াদাই পাইবেক।

তলবানার রেজেষ্টরি

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
নম্বর মকদ্দমার	ফিরাদির নাম	আসামির নাম	তলবানার [illegible]	গোয়াহের সংখ্যা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	পেয়াদার নাম	পেয়াদাদিগের [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৈফিয়ত

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ আগষ্ট গেঃ পঃ ১৫৯

প্রথম নালিসের কি আপীলের আরজী অথবা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১২ ধাঃ ১ প্রকরণ মতে যোত্রহিন রূপে আপীলের আরজী লিখিতে এককেতা ইষ্টাম্পের অধিক আবশ্যক হইলে সম্পূর্ণ মুল্যের এক কেতা ইষ্টাম্পে লিখিয়া অবশেষ সাদা কাগজে কি ঐ মুল্যের দুই তিন কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিতে পারিবেক।

২। জওবাদিতে অধিক কাগজ যোগের বিষয় ৮৭০ সংখ্যা কনেষ্ট্রকষণে ব্যক্ত আছে অর্থাৎ সাদা কাগজ যোগ হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর গেঃ পঃ ১৪৫

প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপীল হইলে যে কাগজের নকল ঐ প্রধান আদালতে করিতে হয় তাহার নকল নবিসের বেতন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ফিঃ ৪০০০

কথায় ১ টাকা স্থির হইয়াছে এমতে হুকুম হইল যে উভয় বিবাদির খরচে যে বাঙ্গলা ফারসী ও উর্দ্দু লিখিত কাগজের নকল হইবেক তাহা শুদ্ধ সুস্পষ্ট ও অনাশ পাঠ যোগ্য হইলে ফিঃ ৪০০০ কথায় ১ টাকা পাইবেক এবং অঙ্ক সকল কথা গণ্য হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ১৫৮।

১ । সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন দিগের স্বকার্য্য সাধন জন্য বিবাএর দরখাস্ত তাহাদিগের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার ফর্দ্দ সম্বলিত একেবারে সদর আদালতে প্রেরিত হইবেক।

২ । ঐ সমস্ত দরখাস্ত বর্ত্তমান রীতি ক্রমে জজ পাঠাইবেন কিন্তু তাহার সহিত দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন কাগজ থাকিবেক না কেবল দরখাস্ত গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের বিষয়ে আপন অভিপ্রায় লিখিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ১৯৮।

১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রায় এই স্থির হইয়াছে যে আদালতের আদিষ্ট নিলাম ঐ আদালতের বিশেষ হুকুম ভিন্ন কালেক্টরেরা স্থগিত রাখিতে পারেন না অতএব আদালত কর্তৃক নিশেধ নাহইলে নিরূপিত দিবসে অবস্যই নিলাম হইবেক সুতরাং ৯৭৪ সংখ্যক কন্সেট্রকষণের শেষভাগ অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ২২৭।

ডিক্রিজারিতে কোন সম্পত্তির বিক্রয় কালিন যে ঐ সম্পত্তির পূর্ব্ব বন্দক গৃহিতার দাওয়ার বিচার সরাসরি মতে হইয়া আসিতেছে তাহা বিধি পূর্ব্বক নহে কারণ যখন আইনে আদেশ আছে যে বিক্রয় কালিন ক্রেতাকে জানাইতে হইবেক যে বিক্রিত বস্তুতে আসামির যে সত্ত্ব আছে তাহার অতিরিক্ত ক্রেতা পাইবেক না তখন পূর্ব্ব বন্দক সত্ত্বে ঐ সম্পত্তিতে আসামির সত্ত্বই বিক্রয় হইবেক এমতে আদেশ হইল যে বিক্রয়ের পূর্ব্বে এমত দাওয়া উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়ার বিষয় ক্রেতাকে জ্ঞাত করিয়া বিক্রয়ের রুবকারিতে লিখিবেন এবং নিম্নাদালতেও এরূপ ব্যবহার হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ সেতম্বর। গেঃ পৃঃ ২২৮।২২৯।

যে হেতু ১৮৩৭ সালের ২৬ আইনে আদেশ আছে যে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা জজের ন্যায় ক্ষমতাবান আছেন এবং তাহার আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক এমতে তাহারা ৫০০০ টাকার অধিক দাবির মোকদ্দমায় আসামিকে স্বয়ং কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন অতএব ১৮৩৩ সালের ৭৬ সংখ্যক সাঃ লিপি প্রচারের পূর্ব্ব মালের কর্ম্ম কারকের পরওয়ানা দ্বারায় প্রেরিত কয়েদিদিগের কয়েদ ও খালাস কারণ যেরূপ কারাগার রক্ষকের প্রতি জজ আদেশ করিতেন ৫০০০ টাকার অধিক দাবির

মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েদির প্রতি সেইরূপ আদেশ করিবেন।

ভুলশুদ্ধ।

১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বাঙ্গালা তরজমার ভুল নীচের লিখিত মতে শুধারা হইল।

হিসাবি নরাকৃতি ও কর্জা ও ক্রয় বিক্রয় ও ইক্রিপত্র সংক্রান্ত আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ মকদ্দমা ২০০ টাকার দাবির অধিক হইলে ঐ মকদ্দমায় সালিশমণ্ডল জন্যে আদালত উভয় বিবাদিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ২ আক্টবর গেঃ পৃঃ ২১৩

১। ১৮১৭ সালের ১২ সংখ্যক ও ১৮০২ সালের ৩০ সংখ্যক ও ১৮৩৩ সালের ১৭৯ সংখ্যক সাধারণ লিপির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ঐ লিপির বিবরণ নিম্নস্থ অধীন বিচারক গণকে জ্ঞাত করণের আদেশ। ১৮৪১ সাল ৮ জানের সাঃ লিঃ দপ্তর ১।

২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২১ ধারার যে বিধি প্রধান সদর আমিনের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অবিকল মত আচরণ জন্য ঐ প্রধানের প্রতি আদেশ করিবে এবং তাহা দিগের কে জ্ঞাত করিবে যে তদ্বিষয়ে শৈথল্য করিলে সদর আদালত প্রতিকার করিবেন।

৩ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথম- মত মকদ্দমায় খাটে তদ্রূপ আপীলের মকদ্দমায় খাটী-

বেক এমত বিবেচনায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ ও উত্তর প্রতি উত্তরাদির ক্ষেত্র বিশেষ করিয়া সমস্ত মকদ্দমার রুবকারিতে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৪৩। ২৪৪

এক দপ্তরের কর্ম্মকারক রাধানাথ শিকদারের ন্যায় কোন কলম পেসা কর্ম্মকারককে অন্য দপ্তরে নিযোগ করণ জন্য প্রবৃত্তি লওয়ানো অত্যনুচিত এমতে কোর্ট আফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায় যে অপর দপ্তরে কর্ম্ম করণজন্য অন্য দপ্তরের নিযোজিত কোন কর্ম্মকারকের দরখাস্ত ঐ দপ্তরের প্রধানের সম্মতি ভিন্ন গ্রাহ্য হইবেক না।

দ্বিতীয় লিপি। ইংরাজি লিখিবার সরঞ্জাম মিলেটরি বোর্ড সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট ভাণ্ডার হইতে লওনের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৬০

গত ১০ আপরিল দিবশীয় সাধারণ লিপির ২ ধারার অন্যথায় আদেশ হইল যে কোন অল উপস্থিত দেশীয় বিচারকেরা প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে কি পরে চিকিৎসকের সর্টিফিকট কি অন্য প্রকারে পিড়ীত থাকন জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রত্যাগমনে অসক্ততা জজের প্রবোধ জন্মাইতে না পারিলে তাহার মেয়াদের অতিরিক্ত কালের সমস্ত বেতন কর্ত্তন হইবেক কিন্তু ছুটির সময়ের বেতন কর্ত্তন হইবেক না।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ অক্তবর গেঃ পৃঃ ২৪৪। ২৪৫

১ দেশীয় বিচারক কি অপর কর্ম্মকারকেরা আপনং কর্ম্মের

সুখ্যাতির বিষয় কোন দরখাস্ত জজের নিকট দাখিল করিলে জজ তাহা গবর্ণমেণ্ট পাঠাইবেন না ঐ কর্ম্মকারকে ডাকের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবেক।

২ কিন্তু ইহাতে ১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১৮৪০ সালের ৬ মার্চ্চের সাং লিপি অন্যথা হইয়া এমত বোধ হইবেক না।

৩ এবং মাজিস্টর ও জাইণ্ট মাজিস্টরের নিকট ইহার নকল পাঠাইতে হইবেক।

দ্বিতীয় লিপি। মন্‌সেফদিগের মাহিনা কি প্রকারে পাঠানো যায় তাহার বেওরা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ অক্টোবর গোং পাং ২৪৪। ৭৬৫।

নীচের লিখিত নকশামতে কাগজ মনসেফের নিকট হইতে তলব ও নিরীক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ বিবরণ সদরে পাঠাইতে হইবেক।

আদালতকে অমান্য করণ জন্য [illegible] মনসেফ

কর্ত্তৃক জরিমানার [illegible]।

মনষ্টফ ওচৌকীর নাম	যে তারিকে দফায় জরিমানা হয়	যত টাকা জরিমানা হইয়াছে	উক্ত [illegible] কত তারিখে জমা হইয়াছে	[illegible] খাজাঞ্চির নোট	কৈফিএত

ইং ১৮৪০ সাল ৬ নবেম্বর গোং পাং ২৪৬।

উপযুক্ত কর্ম্মকারকদিগের পদবৃদ্ধি জন্য মুন্‌সেফদিগের বিবরণ ছাপার প্রেরিত নকশামতে পাঠাইবে।

তৃতীয় সরকীল মুরশিদাবাদ প্রদেশ মোং মুরশিদাবাদ।

৭ জেলা অর্থাৎ বীরভূম ভাগলপুর দিনাজপুর পুরনিয়া রাজশাহী রঙ্গপুর মুরশিদাবাদ।

চতুর্থ সরকীল বেহার প্রদেশ মোং পাটনা।

৫ জেলা অর্থাৎ বেহার সারণ সাহাবাদ ত্রিহুত পাটনা।

এইক্ষণে যে ২৬ জেলায় ১৮ জন পণ্ডিত আছেন তাঁহা- দিগের পদ শূন্য পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিবেন।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ ডিসেম্বর গেঃ পৃঃ ৯। ১৮৪২ সাল

১ জজ আদালতে যে সমস্ত নালিসের আরজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারা ক্রমে দাখিল হইবেক তাহা ১৮৩৩ সালের ১২ আইনমতে বিশেষ মোক্তার কি জজ কি প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন যে কোন আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা দাখিল হইতে পারিবেক এবং জজ সাহেব এমত উপায় করিবেন যে উক্ত মোকদ্দমা বিচার জন্য যেং আদালতে সোপর্দ্দ হইতে পারে সেইং আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ নালিসের আরজী দাখিল হয়।

২ এবং জজেরা প্রত্যেক আদালতের নিমিত্তে প্রত্যেক উকীল বিভাগ করিয়া দিবেন তাহা হইলে এক আদালতের উকীল অন্যাদালতে কর্ম্ম করিতে পারিবেক না।

৩ ১৮৩৩ সালের ১২ আইন উচিৎমতে প্রচার হইয়াছে কি না তাহার সংবাদ করিতে এবং উক্ত হুকুম প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে জানাইতে হইবেক।

অপর অনুসন্ধান কারণ যে মোকদ্দমা জজ ও প্রধান সদর

আমীন আদালতে প্রেরিত হইয়া মুলতবি ও জজ কর্তৃক যত মোকদ্দমা নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা তলব।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ ডিসেম্বর গেঃ পৃঃ ১২। ১৮৪১ সাল।

২। মফঃসল আদালতের সফীনা যেপ্রকার কলিকাতায় জারী হইবেক তাহা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ৪ ধারায় প্রকাশ আছে অতএব কলিকাতা নিবাসী সাক্ষীর সাক্ষ্য লওন জন্য চিফ মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন হুকুম পাঠাইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের প্রতি নিষেধ হইল।

৩। উক্ত আইনমতে যে সফীনা কি রিট কি ওয়ারেণ্ট কি পরওয়ানা পাঠাইবে তাহা ঠিক ঐ আইনানুসারে লিখিবে নতুবা শুধারা জন্য ফেরত হইবেক।

৪ এই লিপীর নকল মাজিষ্ট্রেটীতে পাঠাইবে এবং সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে জ্ঞাত করিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ৮ জানের গেঃ পৃঃ ৭১। ১৮৪১ সাল।

১৮৪০ সালের ২ আক্টোবর দিবসীয় সাঃ লিপির প্রথম ধারায় যে প্রত্যেক অধীন বিচারক শব্দ লিখিত আছে সে স্থলে তাহা যেং কর্ম্ম কারকের প্রতি খাটিতে পারে তাহা দিগের কথা লিখিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানুআরি গেঃ পৃঃ ৭০। ১৮৪১ সাল।

এক বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমার বিবরণ যথার্থ কারণ সম্বলিত নীচের লিখিত নক্সামতে প্রস্তুত ও প্রত্যেক মার্চ জুন সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাহার মাস কাবারে লিখিবে এবং মুতফরকা মোকদ্দমার বিবরণ জুন ও ডিসেম্বর মাহার মাস–

দেওয়ানী কৈফিয়তের ৩ ধারার লিখিত

এক বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমার বিবরণ।

	১ বৎসরের অধিক মুলতবি মোকদ্দমা।			কৈফিয়ত্তঃ।
	প্রথম মোকদ্দমা।	আপীল	মোট	
জজের সমীপে	৩	১	৫	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৭ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ ১৮৪০ সালের ১ জানুআরি পাইয়া এত্তেলা জারী করা গিয়াছে ১ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা আপীলের মোকদ্দমার সহিত বিচার করিতে হইবেক ১ ঐ ঐ শ্রবণজন্য প্রস্তুত ১ আপিল। ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত ২ ৫
প্রধান সদর আমীনের সমীপে	১	২	৩	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৮ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ পাইয়া আমীন পাঠান গিয়াছে ১ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত ১ ৩
সদর আমীনের সমীপে	০	০	০	নাই।
মুনসফের সমীপে	২	০	২	১৮৩৮ সালের মোকদ্দমা পুনর্বিচার কারণ পাইয়া আমীন পাঠান গিয়াছে ১ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণজন্য প্রস্তুত ১ ২

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের গেঃ পঃ ৭২। ১৮৪১।

১। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে মুলতবি মোকদ্দমার কৈফিয়তে গত বৎসরের মোকদ্দমা ভিন্ন অপর বৎসরের মোকদ্দমা না থাকে অলপ মোকদ্দমা থাকিলেও তাহার কারণ দর্শান যায় এবং প্রাচীন মোকদ্দমা সুকঠিন জন্য নূতন সহজ নিষ্পত্তি যোগ্য মোকদ্দমা জজেরা যে অগ্রে বিচার করিয়া থাকেন তাহা অকর্ত্তব্য এবং যাহারা তাহা না করিবেন প্রশংসাযোগ্য হইবেন।

২। ৩। এমতে সদর আদালতের অভিপ্রায় যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৯ ধারায় যে মোকদ্দমা উপস্থিতের শ্রেণীপূর্ব্বক বিচারের আদেশ আছে তাহার প্রতি সমস্ত জজেরা বিশেষ মনোযোগি হন।

৪। মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে জজ ও প্রধান সদর আমীন আদালতে ৮। ১০ মাসের অধিক অলপ মোকদ্দমা মূলতবি থাকিতে পারে এবং সদর আমীন ও মুনসেফ আদালতে ৬ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে পারে না।

৫। ১৮৩২ সালের ৬৩সংখ্যক সাঃ লিপিতে যে ফি মাস ২৫ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের আদেশ দেশায় বিচারকদিগের প্রতি আছে তাহা অতি ন্যূন সংখ্যা তাহার অধিক অনায়াসে নিষ্পত্তি হইতে পারে বিশেষতঃ তমসুক বাবুদি দেনা পাওনা হইলে।

৬। এক মুনসেফি আদালতের অনেক মুলতবি মোকদ্দমা

হইলে তাহার পরিবর্ত্ত কারণ অনুরোধ করিলে সদর আদালত স্বীকার করিবেন ঐরূপ পরিবর্ত্ত হইয়া তুষ্টিজনক কর্ম্ম করিলে শীঘ্র পদবৃদ্ধির যোগ্য তাহাকে সদর আদালত বোধ করিবেন।

৭। উপরোক্ত কর্ম্ম সফল জন্য অন্যায় কি অবিবেচনা পূর্ব্বক কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে সদরের অভিপ্রায় এই মাত্র যে দেশীয় বিচারকদিগের উদ্‌যোগে উত্তম রূপে কর্ম্ম করা হয়।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের গেঃ পৃঃ ৭৩। ১৮৪১ সাল।

১। জজ আদালতে যত নালিস হইবেক সমস্তই উপযুক্ত নিম্নাদালতে অর্পণ হইবেক।

২। নিম্নাদালতের নিষ্পত্তির আপীল নিরূপিত রীত্যানুসারে সম্ভব পর অবিলম্বে শ্রবন ও সুধারা করিতে হইবেক।

৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারা ও ১৮৩২ সালের ৬৫ সংখ্যক সাঃ লিপিক্রমে যে মুন্‌সেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির কতক আপীল প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ জন্য সদরে দরখাস্ত করিতে হয় তাহা যখন ঐ প্রধানের নিকট ২০০ মোকদ্দমার ন্যূন মুলতবি থাকিবেক তখন করিবেন।

৪। নিম্নাদালতের দেওয়ানী কার্য্যের অধ্যক্ষতা সাবধান পূর্ব্বক করিবে এবং বিশেষ কারণভিন্ন ৬ কিম্বা ৮ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে দিবেনা।

৫। ৫। ৬। ৭। ৮। ১০। ১১। ১২ নম্বরিল তার লিখিত মুলতবি ও উপস্থিত সমস্ত মুতফরকা ও অপর মুতফরকা মোকদ্দমা যাহা আইনমতে ঐ প্রধান সদর আমীনের সোপর্দ্দ

যোগ্য তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ধারাক্রমে ঐ প্রধা-নের নিকট সোপর্দ্দ হইবেক।

৬ । বেডাড়া সওয়াল জওয়াব নিবারণ ও উপযুক্তমতে ডিক্রী প্রস্তুত ও তজ্জন্য নিম্নাদালতকে উপদেশ করিবে।

৭ । খাস আপীল ও পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য জন্য চলিত আইন ও সদর আদালতের উপদেশমতে কর্ম্ম করিবে।

৮ । দেশীয় জজদিগের বিশেষ ত্রুটী ও অপারগতার বিষয় অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যাহারা উত্তম কর্ম্ম করিয়াছে এবং উচ্চপদের যোগ্য তাহাদিগের প্রার্থনা সর্ব্বদা জানাইবে।

ইং ১৮৪১ সাল ২৯ জানের— গেঃ পৃঃ ১০৬। ১৮৪১ সাল।

প্রধান সদর আমীনদিগের আমলাগান ও দপ্তর সরঞ্জামির ফর্দ্দ তলব।

ইং ১৮৪১ সাল ৫ ফিব্রুআরি গেঃ পৃঃ ৯১। ১৮৪১ সাল।

মুন্সেফদিগের প্রভেদকারণ মাসকাবার ইত্যাদিতে উচ্চ শ্রেণী মুন্সেফের নামের অগ্রে ১ শ্রেণী ও কমিটীর যোগ্যতা পত্র প্রাপ্ত মুন্সেফের নামের অগ্রে ইংরাজী (ডি) অক্ষর লিখিতে হইবেক।

২ । ১৮৩৫ সালের ১৫৬ সংখ্যক সাঃ লিপির ৫ নাং ৮ ধারার বিধি সুন্দররূপে পালন হইতেছে না এমত আদেশ হ-ইল যে যে মুন্সেফেরা অনউপস্থিত সপ্তাহে কি বিদায় প্রার্থনা করেন তাহাদিগের সম্বন্দে ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট সংবাদ অবশ্য লিখিয়া পাঠাইবে।

আমীনেরা পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিয়োগ হইলে তাহাদিগের বেতন কর্ত্তন হইবেক না তাহাদিগের পরিবর্ত্তে যাহারা কর্ম্ম করিবেন ১৮৩৩ সালের ২৯ আইনের দ্বিতীয় অনুপস্থিত কর্ম্মকারকের প্রতিনিধিস্বরূপ কর্ম্মকারকের নিয়মানুসারে বেতন পাইবেক এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট খরচ পড়িবেক।

২। যদি ঐ সস্পেণ্ড হওয়া কর্ম্মকারকেরা একেবারে কর্ম্মচ্যুত হন তবে তাহাদিগের কর্ম্ম যাহারা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহারা ঐ তাবৎকালের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

৩। সরকারের নিরর্থক খরচ না হয় বিধায় সস্পেণ্ড হওয়া উক্ত কর্ম্মকারকদিগের বিচার অবিলম্বে করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ ফিব্রুআরি গেঃ পৃঃ ১১৭। ১৮৪১ সাল।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিস্তির ৪১ ধারার তরজমার ছল নীচের লিখিতমতে সুধারা হইবেক।

৪১ ধারা।

পার্টিসন অর্থাৎ বিভাগপত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারি কি অংশিদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমীদারি ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে কি হিন্দুর ব্যবহারমতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে এক২ অংশীর অংশ ৮০০ টাকার অধিক হইলে প্রত্যেক অংশির ঐ বিভাগ পত্রের নকল ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পো লিখিত হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ ফিব্রুআরি গেঃ পঃ ১৪৭। ১৮৪১ সাল।

১৮৩৮ সালের ২৩ নবেম্বর ২৬ সংখ্যক সাঃ লিপির অভি

হইয়া কিম্বা দৈবঘটনায় অনুপস্থিত হইলে ঐ মোকামে যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্টেট থাকিবেন তাহাদিগকে সর কারি তহবিলের ভার গ্রহণ করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ মার্চ গেঃ পঃ ১৬৩। ১৮৪১ সাল।

জাবেতা আপীল গ্রাহ্য জন্য এইমাত্র জানিবার আবশ্যক যে নিরূপিত সময়ে আপীল ও ১৮৩২ সালের ৬০ সংখ্যক সাঃ লিপির লিখিত ইষ্টাম্পে আপীলের আরজী লিখিত হইয়াছে আপীল হইলে রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা দেওয়া হইয়া থাকুক কি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণমতে আপীল শবণকালীন যদ্যপি প্রকাশ হয় যে আপীলাণ্ট প্রথম আদালত হইতে উচিৎমতে এত্তেলা পাইয়াছে এবং আদালতের রীতি ও আইনমতে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং অনদাযাগের কারণ যে আপীলাণ্ট দর্শায় তাহাও গ্রাহ্যযোগ্য নহে তবে অবশ্য আপীল ডিসমিস হইবেক নত্তবা এক তরফা বিচার হইলেই অপর অনুসন্ধান কি পুনর্বিচার কারণ ফিরিয়া পাঠাইতে হই বেক এমত নহে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ মার্চ গেঃ পঃ ১৫১। ১৮৪১ সাল।

দেশীয় বিচারকদিগের আচরণ বৃদ্ধি ও আইন বিষয়ে বিজ্ঞ তা জ্ঞাপনজন্য জজ আদালতে আপীল হওয়া যত মোকদ্দমা বিচারের দোষে পুনর্বিচার কারণ নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত নীচের লিখিত নক্সামতে মাস২ পাঠাইবে এবং জজও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সধারা জন্য যাহা সদর আদালত হইতে প্রেরণ হইবেক তাহার কৈফিয়তঃ ঐরূপ

সদর আদালতে প্রস্তুত হইবেক এবং জানুআরি ফিব্রুআরি মার্চ মাসের কৈফিয়ত অবিলম্বে পাঠাইবে।

অমুক সালের অমুক মাসে অমুক জিলার প্রধান সদর আমীন ও মুন্‌সেফ কর্তৃক নিস্পত্তি ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধিক্রমে পুনঃ বিবেচনা কারণ যত মোকদ্দমা জজকর্তৃক নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
প্রধান সদর আমীন সদর আমীন ও মুন্‌সেফের নাম	স্পষ্ট অন্যায় নিষ্পত্তি	আইন বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	শাস্ত্র বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	সরা বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	যে মোকদ্দমায় যে আইন খাটে তাহার বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি	সম্পূর্ণ বিচার না হওয়া নিষ্পত্তি	অনুভবের দ্বারায় যে নিষ্পত্তি সে অবৈধ ও ভ্রমযুক্ত	পুনর্বিবেচনা জন্য ফেরত মোকদ্দমার মোট	কৈফিয়ত

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ মার্চ। গেঃ পৃঃ ১৬৪। ১৮৪১ সাল।
২। দেশীয় বিচারকেরা। পূজা ও মহরমে ছুটির দরখাস্ত করিলে জজেরা তাহার অনুমতি করিয়া তাহাদিগের নাম সদরে পাঠাইবেন কিন্তু ছুটির সময়ের অধিক কালের নিমিত্তে বিদায়ের দরখাস্ত করিলে সদর আমিন ও প্রধান আমিনের বিষয়ে গত ৫ সেপ্‌টেম্বর দিবসীয় সাধারণলিপিক্রমে গবর্ণমেণ্টের হুকুম জন্য সদরে রিপোর্ট করিতে হইবেক।
৩। ১৮৩৮ সালের ২৩মার্চ দিবসীয় ৮ সংখ্যক সাঃ লিপির অভিপ্রায় মতে উক্ত নিয়ম ফৌজদারি আদালত বন্ধ বিষয়ে ঐ আদালতের মৌলবির প্রতিও খাটিবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ১৯১।

আদালতে যে সমস্ত রুবকারি ইত্যাদি কাগজপত্র লিখিত হইবেক তাহা ১৭৯৩ সালের আইন যেপ্রকার ভাষায় তরজমা হইয়াছে ঐ প্রকার সর্ব্বসাধারণের বোধ যোগ্য আদালতের চলিত ভাষায় লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ১৯১।
১।২ সদর আদালতের যে সমস্ত ডিক্রী জেলা আদালত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে জারি হয় নাই তাহার কৈফিয়ত নীচের লিখিত নক্সা মতে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে লিখিয়া এপ্রেল মাসের ১ তারিখ হইতে প্রতি মাসে পাঠাইতে হইবেক তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ডিক্রীর বিষয়ে মধ্যে ২ যে মেয়াদি কৈফিয়ত পাঠাইতে হইত তাহা হইবেক না কিন্তু ত্রৈমাসিক কৈফিয়তে বিলম্বের কারণ

বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক যদ্দারা সদর আদালত জ্ঞাত হইতে পারেন যে কাহার ত্রুটিতে বিলম্ব হইতেছে।

৩। পরওনগিল কোর্ট কি বিলাত আপীলের কোন ডিক্রী জারি না হইয়া জেলায় থাকিলে তাহার শতন্ত্র কৈফিয়ত পাঠাইবে।

সদর আদালতের জারি না হওয়া ডিক্রীর ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত জেলা অমুক তারিখ ১ এপ্রেল ১৮৪১ সাল।

জেলা রেজেষ্টরের নম্বর	সদরের ডিক্রীর তারিখ ও নম্বর	প্রথম পরিসেপ্টের নম্বর ও তারিখ	উভয় বিবাদির নাম	ডিক্রীর খোলসা	জারি না হওনের কৈফিয়ত
১	নং ১১৮ সন ১৮৩৯ ডিক্রী ১০ জুন ১৮৩৯ সাল	নং ৬১ ২ ফিবরেল ১৮৪০ সাল	রামমোহন আঃ খৈরুল্লা রেঃ ডিক্রীদার	জমীদারি বিষ্ণুপুর ও ওয়াশীলাত ২ বৎসরের দেওানো	দখল দেওয়ানো গিয়াছে ওয়াশীলাতের আমীন মশগুল আছে
২	নং ২৩০ সন ১৮৩৯ ডিক্রী ১৫ সেপ্তেম্বর ১৮৩৯	নং ৮৭ ৫ মে ১৮৪০ সাল	তিনকড়ি আঃ আসাম বিবি রেঃ ডিক্রীদার	১০০০০ টাকা মায় খরচা আদায় করণ	২ বারদস্তক জারিতে আঃ গ্রেপ্তার হয় নাই

ইং ১৮৪১ সাল ১৬ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ২০৩। ১৮৪১ সাল।

জজ ও প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপীল হওয়া মোকদ্দমার কাগজ কাগজতলবি পরিসেপ্ট পঁহুছিবার দিবস হইতে ২ মাসের মধ্যে নকল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবেক।

২ । ঐ আপীল সংক্রান্ত ব্যক্তি কি তাহাদিগের উকিলকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিবে যে আপীলের ওজুহাত ও তাহার উত্তর ও জামিন দাখিল জন্য চলিতাইনের অভিপ্রায় মতে বিশেষ তৎপর হন নতুবা অতি বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন তজ্জন্য অপর মেয়াদ পাইবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ এপ্রেল। গেঃ পৃঃ ২০৪।

মুনছফি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি দিগের দরখাস্ত ও সর্টিফিকিটের নক্সা জেলা ২ পাঠানো ও ইংরাজিতে বেওরা লিখিয়া সদরে পাঠাইবার আদেশ।

ইং ১৮৪১ সাল ২ মার্চ। গেঃ পৃঃ ২১৯ নাং ২২৬।

১৮৪১ সালের ২৩ আইন সম্বন্ধে নীচের লিখিত বিস্তারিত মতে উপদেশ করা যাইতেছে।

১ । প্রত্যেক দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরওয়ানা একখামে বন্ধ করিয়া ডাকের দ্বারা কিম্বা পেয়াদার বা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা যাহাতে সুগম হয় কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাহার

সঙ্গে (ক) চিহ্নিত নীচের লিখিত শরওয়া মতে লিখিত এক পত্রও পাঠান যাইবেক।

২। ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে যে কিছু টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা জেনরল ট্রেজুরীর উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের এক হুণ্ডির দ্বারা পাঠান যাইবেক।

৩। অধঃস্থ সমস্ত বিচারকের আদালতের যে কোন পরওয়ানা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জারী করণের আবশ্যক হয় তাহা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে নির্দ্দিষ্টমতে পাঠাইবার নিমিত্তে আপনারদের উপরিস্থ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন।

৪। সমস্ত পরওয়ানা (খ) এবং (গ) চিহ্নিত শরওয়ামতে কিম্বা সদর দেওয়ানী এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সময়ে২ অন্য যে কোন শরওয়া পাঠান তদনুসারে লেখা যাইবেক।

৫। যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন সাক্ষির তলব হয় তিনি ঐ সাক্ষির খরচের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ করেন তাহা সাক্ষিকে দিতে প্রস্তুত হইবেন।

৬। জিলা আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা অতি সাবধান হইয়া আপন২ পরওয়ানা লিখিবেন এবং তাঁহারদের অধঃস্থ আদালতের যে২ পরওয়ানা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তাহা এই২ বিধি এবং গবর্ণ-

মেণ্টের আইন ও হুকুমানুসারে লেখা হইয়াছে কি না তাহার তহকীক করিবেন।

৭ । আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে এই আদালতে এক কৈফিয়ৎ পাঠাইবা তাহাতে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে তোমার জিলার আদালত হইতে যে পরওয়ানা জারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা ও রকম এবং তাহার নিমিত্ত উভয় পক্ষের যে খরচ হইয়াছে তাহার জমা লেখা থাকিবেক।

(ক)

শ্রীযুত কলিকাতার সরিফ সাহেব বরাবরেষু।

আমি তোমার নিকটে এক তলবচিঠী (অথবা যে বাটীতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরা বাস করে তাহার সদর দরওয়াজায় দিবার নিমিত্ত এক ইশ্‌তিহারনামা। অথবা তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদের উপর জারি হওনার্থ এক সফীনা। অথবা তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সাক্ষিরদিগকে ধরিবার ও গেরেফ্তার করিবার এক ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক) পাঠাইতেছি এবং তাহার মধ্যে লিখিত ব্যক্তিরদের উপর তাহা জারী করিতে হইবেক অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট আদালতের জজ সাহেবদিগকে তাহা দিবেন।)

২ । এই হুকুম জারীকরণে যে খরচা লাগে তাহা আপনি আমাকে জানাইলে জেনরল ট্রেজরীর উপর এক বিলের দ্বারা

আপনার নিকটে তাহা পাঠাইব আসামীকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত এক জন ইহার পর আপনার নিকটে যাইবেক (অথবা এক জন এই পত্রের সঙ্গে যাইতেছে।) ইতি অমুক জেলা

(খ)

ফৌজদারী হুকুম।

১ নম্বর। সমন।

কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি রামধন মিস্ত্রী প্রতি আগে।

চব্বিশ পরগনার শিয়ালদহ নিবাসি সেখ রমজু মারপিটের বাবতে তোমার নামে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ১৮৪১সালের আপ্রেল মাসের ১৫তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিস্ট্রেটের (অথবা প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীনের) সম্মুখে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওবাব দিবা। ইহাতে গাফিলী করিবানা ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২ আপ্রিল।

২ নম্বর। ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক ও জামিনী।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শিয়ালদহ নিবাসি জান বৌণের নামে রামপ্রসাদ বেহারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক মারপিট এবং দারুণ আঘাতের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে

যে উক্ত জান বৌনকে গ্রেফ্‌তার করিবা এবং ১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার নিমিত্তে তাহার স্থানে পাঁচ সত টাকার জামিন লইবা। এবং যদি ঐ জান বৌন উপরের লিখিত জামিন না দেয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল। ইহাতে কসুর করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

---

৩ নম্বর। ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শালিকা নিবাসি পীরবক্স প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কড়োয়া নিবাসি আবদুল্লা গাড়ওয়ানের নামে খুনের অপরাধে নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ঐ আবদুল্লা গাড়ওয়ানকে গ্রেফতার করিয়া উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৫ আপ্রিল।

---

৪ নম্বর। খানাতালাসীর পরওয়ানা।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতে নাজির

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মাণিকতলা নিবাসি রামদুলাল প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই এজহার ও নালিশ করিয়াছে যে নীচের লিখিত বিষয় অর্থাৎ ২

পিতলের ঘোটা ও এককড়া সোণার হার এবং দুই থান লাক্ষা ক্রাত পূর্ব্বোক্ত মাণিকতলায় তাহার বাটী হইতে চুরী হইয়াছে। এবং উক্ত জিনিস কলিকাতা শহরের চোরবাগান নিবাসি হুকমচাঁদ মঘের ঘর ও বাটীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে এমত তাহার বোধ হয়। অতএব ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে এবং তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে আবশ্যক ও উপযুক্ত সহায় লইয়া দিবাভাগে ঐ হুকমচাঁদ মঘের ঘর ও বাটীতে প্রবেশ করিবা এবং যদি উক্ত জিনিস সেখানে পাওয়া যায় তবে তাঁসি ঐ প্রাপ্ত জিনিস এবং ঐ হুকুমচাঁদ মঘকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবা ইতি। ১৮৪১ সালের ৬ আপ্রিল।

---

৫ নম্বর। সফীনা।

কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি সেখ পীরবক্স
প্রতি আগে।

মারপিটের নালিশে শালিখা নিবাশি সেখ মিস্কিনের তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হওনের আবশ্যক আছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ১৮৪১ সালের ৬ আপ্রিল তারিখে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের (অথবা প্রধান সদর আমীনের) সম্মুখে হাজির হইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২ আপ্রিল।

৬ নম্বর। সাক্ষির বিষয়ে ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের নাজির
শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মারপিটের নালিশে শালিখা নিবাসি সেখ মিস্কিনের তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসি সেখ পীরবক্সের নামে রীতিমতে সফীনা হইয়াছিল। এবং সেখ রমজু পেয়াদার কথা ক্রমে বোধ হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবক্সকে খরচার নিমিত্ত পাঁচ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ সেখ রমজু পেয়াদা ঐ সফীনা রীতিমত জারী করিয়াছিল এমত কহে। কিন্তু ঐ পীরবক্স সফীনার হুকুমমতে হাজির হইতে ত্রুটি এবং অস্বীকার করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবক্সকে গ্রেফতার করিয়া উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির করাইবা ইহাতে গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৭ আপ্রিল।

---

৭ নম্বর। ফৌজদারী অপরাধে আসামীর হাজির হইবার ইশ্তিহার।

জিলা চব্বিশ পরগনার ফৌজদারী আদালতের
ইশ্তিহার।

শিয়ালদহ নিবাসি রমজু প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শিয়ালদহ নিবাসি রামধনের নামে ডাকাইতী অপরাধে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত তাহাকে গ্রেফ্তারকরণের

এক ওয়ারেন্ট গত ৭ আপ্রিলের তারিখে জারী হইয়াছিল এবং ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখের শ্রীমহম্মদ নাজিম নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ রামধন পলাইয়াছে অথবা লুকাইয়াছে এবং ঐ হুকুম তাহার উপর জারী হইতে পারে নাই। অতএব (১৭৯৬ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা ক্রমে) ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ঐ রামধন যদি ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১৫মে তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে ঐ আইনের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ১৪ আপ্রিল।

৮ নম্বর। সাক্ষির মুচলকা।

শালিখা নিবাসি সেখ জান শিয়ালদহ নিবাসি পীরুর নামে মারপিটের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে এবং ফরিয়াদী (অথবা আসামী) আমাকে সাক্ষি মানিয়াছে অতএব এই মুচলকা লিখিয়া দিতেছি যে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইব। যদি আমি ইহাতে কিছু কসর করি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা সরকারে দিতে আমার প্রতি হুকুম করিতে উচিত বোধ করেন তাহা এবং আমার হাজির না হওয়াতে ও আমাকে হাজির করাইতে যে খরচা লাগে তাহার নিশা করিব এমত অঙ্গীকার করি। ইহাতে কিছু গাফিলী করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল ৭ আপ্রিল।

৯ নম্বর। আসামী হাজির করিবার নিমিত্ত হাজিরজামিন।

শিয়ালদহ নিবাসি সৈফুর নামে মারপিটের নালিশ হইয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগনার মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে হাজির হইবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একরার করিতেছি যে উক্ত তারিখে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত সৈফুকে হাজির করাইব এবং উক্ত নালিশে মাজিষ্টেট সাহেবের চূড়ান্ত হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত তাহাকে হাজির করাওনের দায়ী হইব। যদ্যপি ইহাতে গরহাজির হয় তবে সরকারে ১০০ টাকা জরীমানা আদায় করিব। ইহাতে কিছু কসুর করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৫ মার্চ।

(গ)

দেওয়ানী হুকুম।

১ নম্বর সমন।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

	কলিকাতা শহরের
বৈদ্যবাটীর রামধন।	কসাইটোলার
ফরিয়াদী।	সেখ ইদু আসামী।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু

প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটীর রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর

মুনসেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালত) তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে এই সমনের রসীদ দিবা এবং আরো ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা ১৮৪১ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবা।

২ নম্বর। আসামীকে হাজির করাইবার ইশ্‌তিহার।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু

প্রতি আদেশ।

বৈদ্যবাটী নিবাসি রামধন এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুন্‌সেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে) তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ১৮৪১ সালের আপ্রিল মাসের ২২ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমার হাজির হইবার এবং নালিশের জওয়াব দিবার এক তলবচিঠী রীতিমতে পাঠান গিয়াছিল এবং নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা (অথবা কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা) বোধ হইল যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেলনা এবং উক্ত তলবচিঠীর হুকুমমতে তাহা তোমার প্রতি জারী হইল না। অতএব ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে

১৮৪ সালের ১৫ মে তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তুমি যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হও তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ ডিক্রী করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

৩ নম্বর সফীনা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

	কলিকাতা শহরের
বৈদ্যবাটী নিবাসি রামধন	কসাইটোলার সেখ
ফরিয়াদী	ইদু আসামী

কলিকাতার কসাইটোলা নিবাসি বাবু রামদাস প্রতি আগে।

উক্ত মোকদ্দমায় ফৈরাদীর (অথবা আসামীর) তরফে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তোমার হাজির হইবার আবশ্যক আছে সেই নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ২ জুন তারিখে এই আদালতে (অথবা বৈদ্যবাটীর মুনসেফের আদালতে) স্বয়ং হাজির হইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল।

---

৪ নম্বর। সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

মুনশী খয়রুল্লা বার শত টাকার দাবীতে এই আদালতে

জান স্মিথের নামে নালিশ করিয়াছে এবং উক্ত মুনশী খয়রুল্লার প্রমাণের দ্বারা এই আদালতের জজ সাহেবের নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ জান স্মিথ পলাইতে এবং এই আদালতের এলাকার বাহিরে যাইতে মানস করিয়াছে। অতএব ঐ জান স্মিথের এই আদালতের সম্মুখে স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্ত তাহার স্থানে ১৫০০ টাকার উত্তম ও মাতবর জামিন লইতে ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ জান স্মিথ পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে ঐ জান স্মিথকে গ্রেফতার করিতে এবং এই আদালতের সম্মুখে তাহাকে হাজির করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ও তোমার প্রতি হুকুম হইল।

---

৬ নম্বর। আসামী যে মালজামিনী লিখিয়া দিবেক তাহা।

মুনশী খয়রুল্লা ফরিয়াদী আসামী জান স্মিথের নামে জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছে এবং আমি চব্বিশ পরগনার শিয়ালদহ নিবাসি রামমোহন মল্লিক উক্ত আসামীর উক্ত নালিশের জওয়ব দিবার এবং তাহাতে যে সকল হুকুম হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্ত চূড়ান্ত ডিক্রী জারীহওন পর্য্যন্ত হাজির হইবার বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জামিন হইতেছি। অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি এবং আপনাকে ও আপন উত্তরাধিকারিদিগকে ও ওয়ারিসানকে এই বিষয়ে

বদ্ধ করিতেছি যে উক্ত আসামী উক্ত নালিশে উত্তর দেওনার্থ ১৮৪১ সালের ২০ মে তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। এবং আরো ঐ মোকদ্দমা যত কাল জিলা আদালতে থাকে ততকাল অথবা উক্ত আদালত তাহাতে যে চূড়ান্ত ডিক্রী করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী না হওনপর্য্যন্ত উক্ত আসামীকে জজ সাহেব যখন তলব করেন তখন সে স্বয়ং ঐ জিলার আদালতে হাজির হইবেক। ইহাতে যদি কিছু কসুর হয় এবং উক্ত আসামীর তলব হইলে আমি যদি তাহাকে হাজির না করি তবে যত টাকা তাহাকে দিতে হুকুম হয় তাহা ১৫০০ টাকার অধিক না হইলে আমি তাহার দায়ী হইব এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহার মতাচরণকরণের বিষয়ে আমি দায়ী হইব ইতি। ১৮৪১ তারিখ ২৫ জুন।

---

৭ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির

শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

সেখ সৈফু এই আদালতের রামসহায় সিংহের নামে দশ হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ সেখ সৈফু এই আদালতের প্রমাণ দিয়াছে যে উপযুক্ত কারণে তাহার এমত ভয় জন্মে যে ঐ রামসহায় সিংহের বিরুদ্ধে শেষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী না হইবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি মোকদ্দমা

[illegible] থাকিতে আদালতের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। অতএব ঐ রামসহায় সিংহের স্থানে আদালতের শেষহুকুম ডিক্রী মানিবার অর্থে বার হাজার টাকার উপযুক্ত ও মাতবর জামিন তলব করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। এবং যদি ঐ রামসহায় সিংহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপ-যুক্ত ও মাতবর জামিন না দেয় তবে ঐ রামসহায় সিংহের যে ভূমি বা জিনিসপত্র বা অন্য বিষয় থাকে বা তাহার দখলে থাকে তাহা বার হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্রোক ও আটক করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং এই আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় ক্রোক ও আটক করিয়া রাখিবা।

---

৮ নম্বর। ডিক্রী জারীর আসামী গ্রেফতারীর পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির

১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখের এই আদালতের ডিক্রীর দ্বারা [illegible]নাথ ইন্দুকে ৫০০ টাকা এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০ টাকা একুনে ৫৫০ টাকা দিতে মনসারামের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং উক্ত মনসারাম ঐ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরি-শোধ করে নাই। অতএব ঐ মনসারামকে গ্রেফ্তার করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং যদি ঐ মনসারাম উক্ত ডিক্রী

ও খরচার বাবতে ৫০০ টাকা এবং এই হুকুম জারী করণের খরচার ১০ টাকা তোমাকে না দেয় তবে তাহার প্রতি আইন মত আচরণ করণের নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবা।

---

৯ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির

বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ জুন তারিখের এই আদালতের ডিক্রী ক্রমে মহম্মদ আলীকে ৫০০০ টাকা এবং দেওনের তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ যাহা অদ্যকার তারিখপর্য্যন্ত ৩৩।৴৮ টাকা হইয়াছে এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০০ টাকা একুনে ৫৫৩৩।৴৮ দিতে কাশীনাথের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং ঐ কাশীনাথ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই অতএব ঐ ৫৫৩৩।৴৮ এবং এই হুকুম জারীকরণের খরচা ১০০ টাকা ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উসুল করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে আজ্ঞা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যে ৫৬৩৩।৴৮ টাকার বিষয়ে এই জিনিস ক্রোক হইল ঐ টাকা এবং ঐ দ্রব্য ক্রোককরণের ও রাখণের ওয়াজিবী খরচ যদি এত দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় (তাহা ৩০ দিনের কম হইবেক না) তবে সেই বিষয় তুমি বিক্রয় করিবা এবং এই পরওয়ানার ক্ষমতা ক্রমে তুমি যাহা২ করিবা তাহা হুজুরে এত্তেলা দিবা।

দেওয়ানী হুকুম। সেপ্ট: ৭তা ১৮৪২ সাল।

১০ নম্বর।

ডিক্রীজারিকরণের এত্তেলা।

জিলা নদীয়ার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরীদ।

আসামী শহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসি রামমোহন ছুতার ও বংশীবদন ছুতারের পুত্র ও উত্তরাধিকারি ভীম ছুতার।

শহর কলিকাতায় বাগবাজারনিবাসি রামমোহন ছুতার ও ভীম ছুতার প্রতি আগে।

তোমারদিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই জিলার মধ্যে কৃষ্ণনগরের মুনসেফ ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরীদের পক্ষে ১৮৩৯ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে তোমারদের নামে খরচ ও ১৮৪১ সালের ৭ মে পর্য্যন্ত সুদ সমেত কোম্পানির ৪৫৵৩ একতরফা ডিক্রী করিয়াছেন।

অতএব তোমারদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণক্রমে তোমারা এই এত্তেলা পাইবার রসিদ দিবা এবং ১৮৪১ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া ঐ ডিক্রী তোমার উপর জারি না হইবার এমত উপযুক্ত কারণ দেখাইবা যে তাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয়।

১১নম্বর।

এত্তেলা উত্তরাধিকারিদিগের হাজির হওনের নিমিত্তে।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী অথবা আপীলাণ্ট অমুক।

আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট অমুক।

যেহেতু এই আদালতের নাজিরের রিটর্ণের দ্বারা অথবা দরখাস্তপ্রভৃতির দ্বারা দৃষ্ট হইল যে উক্ত মোকদ্দমার অমুক ফরিয়াদী মরিয়াছে অতএব সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে মৃত অমুক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরদের প্রতি এই আজ্ঞা ও হুকুম হইল যে তাহারা অমুক মাসের অমুক তারিখের পর এত দিনের মধ্যে এই আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপণের বিষয়ে তাহারদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে তাহার প্রমাণ দেয়।

ইং ১৮৪১ সাল ২১ মে। গেঃ পৃঃ ২৯৮। ১৮৪১ সাল।

১১০৯ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসন ও ১৮৩৭ সালের ৪ আগস্টের সাঃ লিপি সুধারায় আদেশ হইল যে জজ ও প্রধান সদর আমীন দিগের ডিক্রীর যে নকল সেরেস্তায় থাকিবেক তাহা ইংরাজি কাগজে ও সদর আমীন ও মোনছফের ডিক্রীর নকল সেরেস্তায় রাখন জন্য উত্তম দেশীয় কাগজে লিখিত হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ৪ জুন। গেঃ পৃঃ [illegible]

১৮৪৩ সালের ১৯৭ সংখ্যক সাঃ লিপিক্রমে নিযোজিত

আমলাদিগের কার্য্য অন্যান্যদের বিষয় জ্ঞাত হওন জন্য এ আমলাদিগের প্রতি আদেশ করিবেন যে সময়ে ২ যত কর্ম্ম অর্পণ ও প্রতিদিন যত কর্ম্ম করিয়াছেন ও যত দিনে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার মাসিক কৈফিয়ত জজের নিকট পাঠায় যেহেতু তদ্দারা তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতি কিপ্রকার মনোযোগ ও তাহাদিগের দ্বারা উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে কি অপর আমীনের আবশ্যক অনায়াসে জানিতে পারা যাইতে পারে।

ই॰ ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২৯৮। ১৮৪১ সাল।

১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণ ও ৭৭৫ সংখ্যক কনেষ্টকসনের বিধির প্রতি মনোযোগ জন্য প্রতি মুনছফের প্রতি আদেশ করিবে।

ই॰ ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২৯৯।

সেরেস্তার কাগজপত্র শৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাখণ বিষয়ে কটকের জজ হেবরণ সাহেবের রিপোর্টের ৪। ৫ দফা যে গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা সাধারণের জ্ঞাপন জন্য নীচে লিখিত হইল।

৪ দফা। যেহেতু সেরেস্তার কাগজ রাখন জন্য নানা জেলায় নানা প্রকার ঘর ও কাটগড়া ব্যবহার হইতেছে এক নিয়ম সর্ব্বত্রে স্থাপন হয় না অতএব যদ্যপি আদালতের কর্ম্মকর্ত্তা মোহাফেজের দ্বারা প্রত্যেক এলাকার কাগজ পৃথক করিয়া রাখান ও তাহা মূল্যবান মোকদ্দমার প্রকারানুসারে বিভাগ

করাণ ও মাস২ ও বৎসর২ বস্তানি বন্ধ করিয়া বিয়োগ দিয়া রাখিলে কোন গোলযোগ হইতে পারে না।

৫ দফা। অপর অনিষ্পন্ন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত দিবসে হজুরি আমলার ও রাত্রে মোহাফেজের নিকট ও নিষ্পত্তি হইলে মোহাফেজের হস্তার্পণ হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই। গেঃ পৃঃ ৩৪৫। ১৮৪১ সাল।

গত ২ আপ্রিল দিবসীয় সাধারণ লিপিতে যে ডিক্রী জারী বিষয়ে ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত পাঠাইবার আদেশ ও মধ্যে২ পাঠাইবার নিষেধ আছে তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকট সদর আদালতের প্রেরিত জারী না হওয়া ডিক্রীর প্রতিও খাটিবেক এবং ত্রৈমাসিক কৈফিয়ত নিরূপিত নক্সামতে ইংরাজিতে প্রস্তুত করণ জন্য ঐ প্রধান দিগেরকে পূর্ব্বাহ্লে জজের নিকট আবশ্যক সংবাদ করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ৬ আগষ্ট। গেঃ পঃ ৩৬০।

কোর্ট আফ ডৈরেক্টরের অভিপ্রায় যে জরিমানা ও বেতন কর্ত্তনের টাকা ঐ ঐ খাতায় জমা না হইয়া গবর্ণমেণ্ট খাতায় জমা হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬০।

১৮৩৯ সালের ১৪ জুন দিবসীয় সাধারণ লিপির লিখিত সেরেস্তাদারের স্বাক্ষরিত সর্টিফিকেট নীচের লিখিত নক্সামতে দুই প্রস্তুত পাঠাইতে হইবেক এক প্রস্তুত ঠিকা মুহুরির বিলের সহিত ও অপর নথিতে থাকিবেক।

২ । নথি প্রেরণ না হওয়াপর্য্যন্ত ঠিকা মুহুরিরবাবত পাঠাইতে হইবেক না এবং ঐ বিলের সহিত ইংরাজি চিঠি পাঠাইবার আবশ্যক নাই।

মোকদ্দমার নম্বর	উভয় পক্ষের নাম	মোকদ্দমার খোলসা	তায়দাদের মেহনতানা	লিখকের নাম

ইং ১৮৪১ সাল ১৩ আগস্ট। গেঃ পঃ ৩৯১। ১৮৪১ সাল।

১ । মোনসেফ আদালতের ভ্রমশুদ্ধ জন্য নীচের লিখিত কনেষ্টকসন সমূহ একত্রীভূতা করিয়া প্রচার করা গেল।

২ । ৭৯৮ সংখ্যক কনেষ্টকসনমতে জওয়াব দরজওয়াব ও রদ্ধ জওয়াব ও দলিল দাখিল সাক্ষি তলব জন্য দরখাস্ত ও ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক না।

৯৫০ সংখ্যামতে ডিক্রী জারির দরখাস্ত ও ওকালত নামা ইষ্টাম্প রহিত কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

৩ । ৭০৬ সংখ্যাক্রমে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার লিখিত যে দরখাস্ত মোছফিতে দাখিল হইবেক তাহা ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক না।

৪ । ১৮৩৮ সালের ২০ জুলাই দিবসীয় সাঃ লিপিক্রমে নম্বরি মোকদ্দমা কি ডিক্রী জারিতে যে রাজিনামা মুনছফিতে দাখিল হইবেক তাহা সাদা কাগজে লিখিত হইবেক।

৫ । ১৮৪০ সালের ২৬ জুন দিবসীয় নিয়মানুসারে মুনছফি ডিক্রী জারীতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় কি হস্তান্তর বিষয়ের মোজাহেমি দরখাস্ত সাদা কাগজে গ্রাহ্য হইবেক।

৬। মৌনছুফের বিচার যোগ্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি জন্য সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইলে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারাক্রমে উপরোক্ত নিয়ম ঐ সমস্ত মোকদ্দমায় খাটিবেক।

৭। উক্ত নিয়মের অন্যথাচরণ কোন স্থানে হইয়া থাকিলে তাহার সুধারা জন্য জজ সকলকে জ্ঞাত করিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৯২। ১৮৪১ সাল।

গত ২ আপ্রিল দিবসীয় সাধারণ লিপির আদিষ্ট উচ্চাদালতের ডিক্রী জারির কৈফিয়ত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতেছে না এমতে হুকুম হইল যে উত্তরকাল জজ ও প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারির মুহুরি দিগেরকে এক রেজেষ্টরি বহি রাখিতে ও তাহাতে যখন যে হুকুম হয় তাহার খোলসা ও তাৎপর্য্য লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৯৩।

জেলা জজ ও অধীন আদালতের উপদেশ জন্য নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার হইল।

১। প্রথমতঃ কি আপীলের মোকদ্দমা যদি বিচারকর্ত্তা অবগত হন যে প্রকৃত মূল্যের ন্যূন দাবিতে নালিশের আরজি লিখিত হইয়াছে তবে ঐ আদালত ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণমতে উদ্‌যোগ অর্থাৎ তৎপরতা প্রকাশ হইলে ননসুট নতুবা ফেরাদিকে দোষরা দরখাস্ত দাখিল জন্য অনুমতি করিবেন।

২ । প্রথমত নালিশের আরজির দাবীর ভুল আপীল আদালতে প্রকাশ হইলে আপীল আদালত যদি অনুগ্রহ করিতে চাহেন তবে ঐ মোকদ্দমা নথিতে রাখিয়া দোষরা আরজী দাখিল ও খরচা পরিবর্ত্ত জন্য ঐ নালিশের আরজী ও ডিক্রী নীম্নাদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন তথা হইতে ফিরিয়া আইলে আপীলের বিচার করিবেন।

৩ । ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৮ ধারার ৪ প্রকরণ মতে ন্যূন মূল্যের কি অপর ইষ্টাম্প মূল্যের বিষয়ের আপত্য আসামীকে আরজির জওয়াবে করিতে হইবেক নতুবা প্রথমত কি আপীলের মোকদ্দমার অপর সময়ে হইবেক না এবং ঐ ন্যূন মূল্যের আপত্য ঘটিত নীম্নাদালতের হুকমের প্রতি সরাসরি কি জাবেতা আপীল ভিন্ন আপীলআদালত শ্রবণ করিবেননা তাহা হইলেও তঞ্চকতা না থাকিলে ১৮৪১ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণমতে কর্ম্ম করিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৪০৫। ১৮৪১ সাল।

৮৫৯ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসন অন্যথা ও ১২২৬ সংখ্যা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০। ১২ ধারা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন আদালতে খাটিবেক মুনসেফ আদালতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৪০৫।

দেওয়ানী ও সেসন উভয় জজের প্রতি।

২ । জজেরা বিবেচনাক্রমে নীচের লিখিত সামান্য কর্ম্মের ভার আপন ২ হেড কেরাণিকে দিতে পারিবেন।

জজের হুকুমক্রমে যে ডিক্রী ও অপর কাগজের নকল ইষ্টাম্পে কি সাদা কাগজে কোন পক্ষকে দেওয়া যায় ও যে রুবকারির নকল নিজ জিলা কি অপর জিলায় পাঠানো যায় তাহাতে দস্তখত করণ।

জজের দস্তখত কারণ ইংরাজিতে মোক্তারনামার রেজেষ্টরির পাঠ লিখিয়া প্রস্তুত করণ।

৩ । জজ কর্তৃক হেড কেরাণি এমত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত জজের প্রধান দেশীয় আমলারা যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষর না করেন সে পর্য্যন্ত কোন কাগজে দস্তখত করিবেন না।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৪০। ১৮৪১ সাল।

২. । এক অধিকারের আদালতের হুকুমে অন্যাধিকারের ভূমি বিক্রয় জন্য ১২.৩৫ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসনমতে ১৮৪০ সালের ৮ মে দিবসীয় সাধারণ লিপির হুকুম অধীন আদালতেও খাটিবেক অতএব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপন ২ মোহর ও স্বাক্ষরিত রুবকারি সহিত দরখাস্ত যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলা জজের নিকট পাঠাইবেন মুনসেফেরা শ্রেণী পূর্ব্বক নিজ জিলার জজের দস্তখতে পাঠাইবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ৮ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ২৭। ১৮৪২ সাল।

১৮৩৬ সালের ১৭৮ সংখ্যক সাধারণ লিপিতে আদেশ আছে যে সদর আপীলের মোকদ্দমার নথি পাঠাইবার সময় উভয় বিবাদির সাক্ষির জবানবন্দি ও দস্তাবেজ পৃথক লেফাফার মোহর ও বেওরা লিখিয়া ফিস্তি ও দলিল দাখিল কালীন ঐ

দলিল যে রূপ ছিল তাহার সর্টিফিকিটের সহিত পাঠাইতে হইবেক তাহার প্রতি কিছুই মনোযোগ হইতেছে না উত্তরকাল জজ কি নিম্নাদালত হইতে উক্ত বিষয়ের ত্রুটি হইলে বিশেষ ত্রুটি বোধ করা যাইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ আক্টোবর। গেঃ পৃঃ ৪৪০। ১৮৪১ সাল

সদর বোর্ডের অভিপ্রায়।

আদালতের হুকুমে অর্থাৎ ডিক্রীজারী কি অপর পরওয়ানায় দ্বারা বিক্রয়ের উপস্বত্ব হইতে রাজস্বের বাকি বাদ দেওনের বিষয় সদর বোর্ড নিষেধ করিতেছেন কারণ ১৮২৫ সালের ৭ আইনে হুকুম আছে যে ভূম্যাদিতে দাইকের যেস্বত্ব ও লভ্য আছে তদ্ভিন্ন অপর কিছু নীলাম হইল না এমতে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ঐ নীলাম খোষ খরিদের ন্যায় ও উক্ত নীলাম জন্য সরকারি বাকীর ব্যাঘাত নাই বরঞ্চ এজমালি মহলে একের টাকায় অপরের বাকী শোধ হইতে পারে বিশেষ ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৫ ধারার সরত এই যে সাবেক মালিকের দায় খরিদারের প্রতি অর্শিবেক অতএব কালেক্টরেরা ডিক্রী জারী জন্য নীলামের বিপক্ষে উক্ত বিষয়ের প্রতি সাবধান পূর্ব্বক মনোযোগ রাখিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬২।

১২৮৫ সংখ্যক কনেষ্টকসনের প্রতি মনোযোগ ও পাপত্র অর্থাৎ যোত্রহীনতার নিষ্পত্তির ভার প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ না করিয়া জজ আপনি করিবেন।

২ । ১৮২৪ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণ ও ৯৪১ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনমতে যোত্রহীনতার নিষ্পত্তি কেবল জজ করিবেন অনুসন্ধান জন্য প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে কিন্তু গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের বিষয় ঐ প্রধানের রিপোর্ট দৃষ্টে জজকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

ই° ১৮৪১ সাল ১৯ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৫১। ১৮৪১ সাল।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে প্রয়োজনীয় সরকারি ইশ্তিহার মফঃসল আদালত কর্তৃক বাঙ্গালা গেজেটে ছাপা হয় এমতে বাঙ্গালা গেজেটের প্রকাশযোগ্য ইশ্তিহারের কৈফিয়ত তলব হইল।

ই° ১৮৪১ সাল ১৯ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬২।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

দেশীয় মান্য ব্যক্তিরা তাহাদিগের সমাজে যেমত সম্ভ্রান্ত ও মান্য তদনুসারে সম্ভ্রান্ত সূচক উপাধিতে সরকারি পত্রাপত্র তাহাদিগেরকে লিখিতে হইবেক।

ই° ১৮৪১ সাল ২৬ নবেম্বর। গেঃ পৃঃ ৫। ১৮৪২ সাল।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

আদালতের ব্যবস্থা দায়কেরা আদালত বন্ধের সময় ভিন্ন অপর সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন ও ছুটির সময়ের সমস্ত বেতন পাইবেন।

ই° ১৮৪১ সাল ৩ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৬। ১৮৪২ সাল।

আদালতের লিখিত রুবকারি ও হুকুম নামাতে ।/ ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবেক না।

২ । উক্ত নিয়ম দরখাস্ত ইত্যাদি কাগজাত যে আদালতে দাখিল হইবেক তাহাতে খাটিবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১০ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৪৬৩।

মোনছফি কর্ম্মাকাঙ্‌ক্ষিরা সার্টিফিকিট পাওন জন্য দরখাস্ত করিলে দাখিলের তারিখ লিখিয়া রাখিতে হইবেক ঐ তারিখ দরখাস্তের নীচে টেবিলের উপর থাকিলে ভাল হয়।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ২৭। ১৮৪২ সাল।

সদর আপীলের দরখাস্ত নিষ্পত্তি হওয়া আদালতে কোন উকীল দাখিল করিলে তাহাকে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারার লিখিত এত্তেলা নামা লইতে ও তাহার রসিদ আপীলাণ্টকে এত্তেলা দেওয়া সাব্যস্ত হইবেক।

২ । উক্ত উকীলের ওকালত নামায় উক্ত এত্তেলা লওনের ক্ষমতা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক ভুলক্রমে তাহা লিখিত না হইলেও ঐ উকীল আপন মোক্কেলের নামের এত্তেলা লওনে নিবারণ হইবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৫০। ১৮৪২ সাল।

উত্তরকাল মুন্‌ছফি কর্ম্মাকাঙ্‌ক্ষি দিগের ব্যবহার ও অবস্থার বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবেক এবং যাহাদিগের মান্যতা ও বুদ্ধির দ্বারা মুন্‌ছফি ও ক্রমে উচ্চ পদের কর্ম্ম প্রশংসিতরূপে নির্ব্বাহের সম্ভাবনা জজ কেবল ঐ সকল ব্যক্তিকেই সার্টিফিকিট দিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ ডিসেম্বর। গেঃ পঃ ১৪। ১৮৪২ সাল।

আদালতের মুলতবি সমস্ত মোকদ্দমায় ১৮৪১ সালের ২৯ আইন জারীর পর ৬ হপ্তার মধ্যে কেহ আপন মোকদ্দমার তদ্বির না করিলে তাহাতে ঐ আইন খাটিবেক ঐ আইন জারীর দিবস ঐ আইন সংক্রান্ত কলিকাতা গেজেট কি ছাপার আইন পাওনের দিন হইতে গ্রাহ্য হইবেক ও জারী হওনের পর যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক সুতরাং তাহাতেও খাটি-বেক ও উক্ত নিয়ম দেশীয় বিচারকদিগের জ্ঞাত করিবে।

ইং ১৮৪১ সাল ৩১ ডিসেম্বর। গেঃ পৃঃ ৬১ নাং ৬৫। ১৮৪২ সাল ১।২ । ১৮৩৭ সালের ১৯৭ সংখ্যক সাধারণ লিপির নিয়ো-জিত আমীনদিগের কর্ম্মোপদেশ ও বেতন ও ১৮৪১ সালের ২৩ আইনের ৫০ নাং ৫৩ ধারার লিখিত যে কর্ম্ম তাহাদিগেরকে অর্পণ হইবেক তাহার বেওরা।

প্রথমতঃ মালগুজারি কিম্বা লাখেরাজ ভূমির ও বাটী কিম্বা ভূমির সীমানার ও গমনাগমনের পথের ও জঙ্গল ও জলা-শয়ের ও জমী জমার ও স্থান সম্বন্ধির ব্যবহার যাহা কালেক্-টরি সেরেস্তায় নাই এবং স্থান সম্বন্ধিয় অনুসন্ধান ভিন্ন স্থির হয় না এমত সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। আদালতের হুকুমে কি ডিক্রীক্রমে কোন ভূমি বাটী কি স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়াইবেন।

তৃতীয়তঃ। ডিক্রীর জরিমানায় কি আদালতের অপর হুকুমে

টাকা আদায় কারণ বাগ বাগিচা বাটী ও ক্ষুদ্র নিষ্কর ভূমি বিক্রয় করিবেন।

চতুর্থতঃ। যোত্রহীন কৈরাদির ও জামিনের জায়দাদ জাচাই করিয়া রিপোর্ট করিবেক।

৩ । যেহেতু সদর ও জিলা আদালতের দাখিলি জামিনের ও যোত্রহীন ব্যক্তির জায়দাদ জাচাই জন্য আমীনের মেহনতানা ১০৭৮ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসনে নিষেধ হইয়াছে এমতে জজেরা উক্ত কর্ম নাজির ও মুনসেফের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪।৫ ।যেহেতু ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ধারার আদেশ আছে যে আমীনের মেহনতানার বিবেচনা জজেরা করিবেন অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ উক্ত কর্ম্মে আমীনের উচ্চ মেহনতানা প্রতি দিন ৫০ আনা ও দুইজন পেয়াদার ৶০ আনা সদর আদালত স্থির করিলেন।

৬ । আদালতের প্রধানেরা আমীন নিয়োগ কালীন মেয়াদ ও বেতন নির্দ্ধার্য্য করিয়া আমানতের আদেশ করিবেন আমানত হইলে অর্দ্ধেক আমীনকে অগ্রে ও বাকী কর্ম সম্পূর্ণ হইলে দিবেন কিন্তু আমানত না হইলে কোন মতে আমীন নিয়োগ হইবেক না আমীন নিয়োগ হইয়া সুন্দররূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া না থাকিলে জজের বিবেচনানুসারে আমীনের বাকী আমানতি আমানত করণিয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়া দিবেন কি ঐ বাকিতে অপর আমীন নিয়োগ করিবেন।

৭ ।নিরূপিত মিয়াদে কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য আমীন অশক্ত হইলে

যত কর্ম্ম হইয়াছে ও যে নিমিত্তে হয় নাই মিয়াদের পূর্ব্বে তাহার সম্পূর্ণ বেওরা সম্বলিত রিপোর্ট করিবেক তাহা দৃষ্টে যদি জজের বোধ হয় যে উভয় বিবাদির কি কোন পক্ষের শৈথিল্য জন্য কিম্বা আমীনের ক্ষমতাধিক অপর কারণে বিলম্ব হইয়াছে তবে সম্ভব পর অপর মেয়াদ নিরূপণ করিয়া তাহার মেহনতানা আমানত জন্য নিরূপিত মিয়াদ ও পূর্ব্ব আমানতির বাকী আমীনকে দিবেন মিয়াদ মধ্যে আমানত না করে ও বিলম্ব জন্য কারণ না দর্শায় তবে আমীনের প্রতি অমনোযোগ জন্য ঐ মামলার নম্বর খারিজের আদেশ করিবেন আমীনের গাফিলি প্রকাশ হইলে আমানতি মেহনতানা কর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য অপর মিয়াদ দিবেন।

৮। ১৮৪০ সালের ৭ ফিব্রুআরি নির্দ্দিষ্ট সাধারণ লিপিক্রমে যে আমীনেরা স্থাবর সম্পত্তি নিজে বিক্রয় করিয়া থাকেন তদ্বিষয়ে কোথাও২ আমীনেরা কেবল বিক্রয় করিয়া থাকেন ও কোথাও ক্রোক ও ইশ্‌তিহার জারী করেন এবং বিক্রয় সম্বন্ধের আপত্তির দরখাস্ত লইয়া জজের নিকট পাঠান ও জজের আদেশক্রমে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করেন ইহা রীতিপূর্ব্বক নহে অতএব স্থির হইল যে আমীনদিগের কর্ম্ম কেবল ক্রোক ও বিক্রয় করা।

৯। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইলেই আমীন ফি টাকায় ৴০ হিসাবে মেহনতানা পাইয়া থাকে নীলাম জন্য উদ্‌যোগ করিয়া নীচের লিখিত কারণে নীলাম না হইলে পায় না।

প্রথমতঃ ডিক্রীদারের দাখিলি ফিস্তিয় লিখিত সাম্প্রদায়িক কি কতক সম্পত্তি পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয়তঃ। ক্রোক হইয়া ডিক্রীর পূর্ব্ব টাকা দেওয়াতে কি ডিক্রীদারের সহিত রফা করিয়া রাজিনামা দাখিল করাতে কি আদালতের হুকুমে কি অপর কারণে নীলাম হইল না।

তৃতীয়তঃ। নীলাম জন্য আমীন সরেজমিনে উপস্থিত হইলে টাকা দাখিল করায় নীলাম হইল না।

চতুর্থতঃ। নীলাম হইয়াও আমীনের ত্রুটি ভিন্ন অপর কারণে নীলাম অন্যথা হইল।

১০। ঐরূপ প্রথম তিন গতিকে দূরাদুর বিবেচনায় প্রতিদিন ৫ ক্রোশের হিসাবে আমীন ৷৷০ আনা ও পেয়াদা ✓০ আনা করিয়া ও তদ্ভিন্ন সরেজমিনে অগত্যা যে গহরি হইবেক তাহারো প্রতিদিন ঐ হিসাবে পাইবেক আমীন নীলাম করণ জন্য আপন বাসস্থান হইতে বাহির হওনের পূর্ব্বে নীলাম স্থগিত হইলে ১ দিনের মেহনতানা পাইবেক।

১১। কিন্তু ঐ বস্তু বিক্রয় হইলে যে মেহনতানা পাইবেন এ গতিকে তাহার অধিক কোনমতে পাইবেন না।

১২। নীলাম হইয়া অন্যথা হইলে আমীন তাহার সম্পূর্ণ মেহনতানা ফি টাকায় ✓০ আনার হিসাবে পাইবেক ঐরূপ হইলে কিম্বা আদালতের হুকমে নীলাম স্থকিত হইলে আমীন খরচা যাহাকে দিতে হইবেক নীলামকর্ত্তা হাকিম তাহার আদেশ করিবেন ডিক্রীদারের রাজিনামা মতে নীলাম স্থকিত হইলে

আমীনের খরচা ডিক্রীদারের স্থানে আদায় হইবেক ও ডিক্রী-দার খাতকের স্থানে লইবেক ডিক্রীর দেনা খাতক আদালতে কি আমীনের নিকট দাখিল করিলে আমীন খরচার সহিত দাখিল করিতে হইবেক এবং ডিক্রীদার টাকা পাওনের পুর্ব্বে আমীন খরচা পাইবেক।

১৩। নীলাম খরিদারকে দখল দেওয়ানো আমীনের কর্ম্ম ও তজ্জন্য ঐ আমীন পৃথক মেহনতানা পাইবেন না তবে কেহ অন্যায়রূপে প্রতিবন্ধক হইলে তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমা ও ৪ ধারার অন্তর্গত ও ব্যবহার্য্য হইবেক।

গেঃ পৃঃ ১২৭। ১৮১৭ সালের ৪ আইনক্রমে কর্ম্মের রিপোর্ট।

গেঃ পৃঃ ৪৩৩। সর্টিফিকিট পাওয়া মুন্‌সেফের নাম।

গেঃ পৃঃ ৪৩২। খেয়াঘাটের উৎপন্নের সমাজ।

গেঃ পৃঃ ১১৭। সর্টিফিকিট পাওয়া মৌলবীর নাম।

গেঃ পৃঃ ২২। ২২৭। প্রথম শ্রেণীর মুন্‌সেফের নাম।

গেঃ পৃঃ ২১। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন আদা-লতের মোহর পাঠানো ও সাবেক মোহর গলাইয়া বিক্রয় করণ।

সমাপ্তঃ।